প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গো যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, 2018

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : সমাজকর্ম **স্নাতকোত্তর স্তর**

পাঠক্রম :

MSW : 12

(Criminology)

রচনা

অধ্যাপক সোমনাথ মিত্র কস্তুরী সিন্‌হা ঘোষ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

MSW - 12

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

Unit - 1 ❒	অপরাধ অপরাধী এবং অপরাধতত্ত্ব-এর ধারণা, অপরাধের শ্রেণীবিভাগ : ভারতের সামাজিক সমস্যা হিসাবে অপরাধ : প্রধান কারণসমূহ এবং সমাধানের কিছু কিছু উপায়	7-14
Unit - 2 ❒	ভারতে কিশোর অপরাধের ধারণা, প্রকৃতি ও বিস্তৃতি, প্রধান কারণসমূহ, আইনী ব্যবস্থা এবং কিশোরদের বিচারব্যবস্থা, কিশোরদের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থাসমূহ	15-22
Unit - 3 ❒	ইউরোপে অপরাধের আবির্ভাব, সিজার বেকারিয়া, জেরেমি বেন্থাম, এনরিকো ফেরী	23-28
Unit - 4 ❒	উত্তর আমেরিকাতে অপরাধের আবির্ভাব অপরাধের তত্ত্ব	29-34
Unit - 5 ❒	সংশোধনী পরিসেবা, সংশোধনী আইন-IPC, CRPC, কারাগার আইন, সংশোধনী বিদ্যালয়, অপরাধীর নৈতিক পরীক্ষা আইন-এর ধারণা এবং গুরুত্ব	35-44
Unit - 6 ❒	কারাগারের উৎস, ভারতে কারাগার সংস্কার আন্দোলন এবং ভারতে দণ্ডদান-সংক্রান্ত সংস্কার	45-49

Unit - 7 ❐ শাসনকার্য পরিচালনা এবং প্রেসিডেন্সী কারাগার এবং আলিপুর কারাগারের মতো সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম 50-55

Unit - 8 ❐ নৈতিক পরীক্ষা বা প্রবেশন (Probation) শর্তাধীনে মুক্তি বা প্যারোল (Parole), বিধিবদ্ধ নিয়মসংক্রান্ত (statutory) বন্দোবস্ত, এবং পরবর্তী যত্নের আদর্শ এবং চর্চা, অপরাধের নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালন ভূমিকা 56-61

Unit - 9 ❐ সংশোধনী প্রতিষ্ঠান (Correctional Institution), রাষ্ট্র সংগঠন (State Organisation), পর্যবেক্ষণ আবাসন (Observation Homes), শিশু আবাসন (Children Homes) এবং আশ্রয় আবাসন (Shelter Homes) 62-67

Unit - 10 ❐ সংশোধনী প্রতিষ্ঠানসমুহ (Correctional Institutions) 68-70

Unit - 11 ❐ মানবাধিকার এবং আইন বলবৎকারী মাধ্যমসূমহ পুলিশ বিচারকগণ এবং আইনবলে বিধিবদ্ধ (statutory) মাধ্যমগুলির ভূমিকা 71-77

Bibliography & Others 78-106

Unit - 1 ◻ অপরাধ অপরাধী এবং অপরাধতত্ত্ব-এর ধারণা, অপরাধের শ্রেণীবিভাগ : ভারতের সামাজিক সমস্যা হিসাবে অপরাধ : প্রধান কারণসমূহ এবং সমাধানের কিছু কিছু উপায়

গঠন

1.1 অপরাধের ধারণা

1.2 অপরাধী-এর ধারণা ও শ্রেণীবিভাগ

1.3 অপরাধশাস্ত্র (Criminology)

1.4 ভারতে একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে অপরাধ

1.5 অপরাধের প্রধান কারণগুলি

1.1 অপরাধের ধারণা

অপরাধ (Crime) প্রতিটি সমাজেই প্রায় সাধারণ। সমাজের পরিবর্তনশীল দশা অনুযায়ী অপরাধের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। আইনের অনুশাসন (Rule of Law)-এর ডাইসি (Dicey)-র দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে এবং বিচার বিভাগের কাজসমূহ সভ্য সমাজে অপরাধকে তার চূড়ান্ত পরিণতি পাইয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহকে প্রকাশিত করেছে। আইনের প্রধান লক্ষ্যগুলির অন্যতম হল নিরাপরাধীকে সুরক্ষা দেওয়া এবং দোষীকে শাস্তি দেওয়া। এটা ফৌজদারী আইন (Criminal Law)-এর অধীনে দোষীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ভুলের সব সম্ভাব্য সুযোগকে এড়িয়ে সঠিক বিচার পরিচালনার কাজকে ন্যায্য এবং কার্যকরী করার জন্য একটা ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করে।

অপরধের আইনী সংজ্ঞা হল, যে কোনো আচরণ বা কাজ যা আইনের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়। পল টাপ্পান (Paull Tappan) (1960) অপরাধের সংজ্ঞা দিয়েছেন একটা ইচ্ছাকৃত কাজ যা কোনো অবাধ্যতা বা সংগত কারণ ছাড়াই কৃত ফৌজদারী আইনের লঙ্ঘনে একটি অবজ্ঞা হিসাবে এবং একটি গুরুতর অপরাধ বা একটি অসদাচরণ হিসাবে যা শাস্তির জন্য রাষ্ট্র দ্বারা সুপারিশকৃত। নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি বহিঃপ্রকাশিত হল এই সংজ্ঞার মাধ্যমে—

(1) কাজটা প্রকৃতভাবে ঘটে থাকবে, বা, এটা হবে একটা আইনী কর্তব্যের প্রতি অবজ্ঞা, অর্থাৎ, একজন ব্যক্তি তার চিন্তার জন্য শাস্তি পেতে পারে না। উদাহরণ : X তার বন্ধু Y-এর বাড়িতে গিয়েছিল রাতের খাবার খেতে Y-এর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। খাওয়ার সময় X-এর সাংঘাতিক

হৃদ-রোগ হল এবং কোনো চিকিৎসার সুযোগ ছাড়াই মারা গেল। Y একজন ডাক্তার ডাকারও কোনো যথেষ্ট সুযোগ পায়নি। এখানে Y-কে একজন ডাক্তার ডাকার নৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য দায়ী করা যেতে পারে না কোনোভাবেই। নৈতিক কর্তব্য মামলার জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু পরিস্থিতি অন্যরকম হবে যখন একজন ব্যক্তি বয়স্ক মানুষদের জন্য একটা বাড়ি বা আশ্রয়স্থল চালান। একজন বয়স্ক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কোনো চিকিৎসার যত্ন ছাড়াই মারা যান। বৃদ্ধাশ্রমের মালিক বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে তাঁর আইনী কর্তব্য না পালনের জন্য দায়ী হবেন।

(2) কাজটা স্বেচ্ছাসেবামূলক হতে হবে অবশ্যই যখন কর্তার তাঁর নিজের কাজগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। ধরা যাক এক ব্যক্তির একটা কুকুর আছে এবং সে সর্বদা এটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে। এক প্রতিবেশীর শিশু সন্তান তার দিকে আসে, কুকুরটাকে বিরক্ত করে এবং এর দিকে পাথর ছোঁড়ে। কুকুর শৃঙ্খল ভাঙে এবং শিশুটিকে কামড়ায়। কুকুরের মালিকের বিরুদ্ধে কোনো মামলা গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু উল্টো ক্ষেত্রে যেখানে কুকুরের মালিক ভালো করেই জানে যে কুকুরটির কামড়ানোর অভ্যাস আছে তবুও কুকুরটিকে বাঁধে না, এই শৃঙ্খলমুক্ত কুকুর একজন আগন্তুককে কামড়ায়। কুকুরের মালিককে দায়ী করা হবে এবং অভিযুক্ত করা হবে। ঐ আগন্তুকও মামলা করতে পারেন।

(3) কাজটি অবশ্যই ইচ্ছাকৃত হতে হবে সেই ইচ্ছাটি সাধারণই হোক বা নির্দিষ্ট হোক। একজন ব্যক্তির কোনো অন্য একজন ব্যক্তিকে মেরে ফেলার বা আহত করার কোনো নির্দিষ্ট ইচ্ছা না থাকতে পারে, কিন্তু তার কাছ থেকে এটা আশা করা যায় যে এটা জানে যে তার কাজটা কারো মৃত্যু বা আঘাতের কারণ হতে পারে। এইভাবে যদি সে একজন ব্যক্তিকে গুলি করে, যদিও তাকে মারার কোনো নির্দিষ্ট ইচ্ছা তার ছিল না, সে একটি অপরাধ করে থাকবে কারণ সে ভালোভাবেই জানে যে তার কাজটা কোনো ব্যক্তির মৃত্যু বা আঘাতের কারণ হতে পারে। অবশ্য আত্মরক্ষার (self defence) ব্যাপারটি স্বতন্ত্র।

(4) কাজটিকে অবশ্যই দেশের ফৌজদারী আইন লঙ্ঘনমূলক হতে হবে। একটি ফৌজদারী কুকাজে রাষ্ট্র কুকাজকারী বা ষড়যন্ত্রকারীর বিরুদ্ধে মামলা করে। এটা বোঝায় যখন একজন ব্যক্তি, যে অপর কোনো ব্যক্তিকে শারীরিক আক্রমণ করে রাষ্ট্র বা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে।

(5) কাজটিকে আত্মরক্ষার কারণ বা সংগত কারণ ব্যতিরেকেই ঘটে থাকতে হবে। যদি কাজটি আত্মরক্ষার্থে বা উন্মত্ত অবস্থায় কৃত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয় তবে এটা অপরাধ বলে গণ্য হবে না যদিও এটা অন্যের ক্ষতিসাধন করে থাকতে পারে।

(6) কাজটিকে রাষ্ট্র দ্বারা অপরাধ অথবা গুরুতর অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না এমন কোনো বেআইনী বা অবৈধ কাজ হিসাবে স্বীকৃত হতে হবে। উদাহসরণস্বরূপ, যদি একটি পাঁচ বছরের শিশু তার মাকে হত্যা করে থাকে তবে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না কারণ রাষ্ট্র ঐ বয়সের শিশুর জন্য কোনো শাস্তির ব্যবস্থাই রাখেনি (immunity) যদিও কাজটি সামাজিকভাবে ক্ষতিকর। এটি বিশ্বের প্রায় সব দেশেই প্রযোজ্য কারণ শিশুর ঐ বয়সে খুনের প্রবৃত্তী জন্মায় না।

"অপরাধ"-এর সামাজিক আইনগত সংজ্ঞা

অপরাধকে আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে আইনী নয় এমন (non-legal) দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধ হল সেই ধরণের আচরণ অথবা কাজ যা কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সামাজিক বিধি ব্যবস্থাকে ভঙ্গ করে। মোয়ার (Mower) (1959), এর সংজ্ঞা দিয়েছেন, "একটি অসামাজিক কাজ" হিসাবে। ক্ল্যাড্ওয়েল্ (Cladwell) (1956), এটাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে, "এটা হল একটা কাজ, বা, একটা কাজ করার ব্যর্থতা যেটাকে সমাজের মঙ্গলের হানিকর বলে বিবেচিত হচ্ছে, যেমন এর প্রচলিত মানদণ্ডসমূহ দিয়ে একে বিচার করা হয়েছে, যেটা আইনের বিরুদ্ধে কাজ করবে, সেটাকে কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা কোনো এলোমেলো প্রক্রিয়াসমূহের উপর বিশ্বাস করে দায়িত্বভার দেওয়া যায় না, কিন্তু একটা সংঘবদ্ধ সমাজ দ্বারা এটা অবশ্যই গৃহীত হবে, তবে পরীক্ষাকৃত কার্যপ্রণালী (tested procedures) অনুসারে (তা গৃহীত হবে)। আইনগত বা আইনগত নয় এমন (non-leagal) সংজ্ঞা সবসময় সমাপতিত হয় না কারণ কোনো সমাজের আইনগত এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রায়ই আলাদা আলাদা হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ঘুষ দেওয়া এবং নেওয়া উভয়ই বেআইনী। কিন্তু বাস্তবে এটা আমাদের সমাজে বিদ্যমান, এমনকি এটা শাসকের দ্বারা জ্ঞাতভাবেই চলে, অথবা যাঁরা প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে রয়েছেন, তাঁরাও অবগত।

থর্সটেন সেলিন (Thorsten Sellin) (1938)-এর দৃষ্টিকোণ

সেলিন বিবেচনা করার জন্য অপরাধের সংস্কৃতি বিরোধী দিকের কথা উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন অপরাধ ঘটে প্রথাসিদ্ধ আচরণগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের দ্বারা। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে অপরাধবিদ্‌গণ অপরাধকে পাঠ করবেন 'আইনের লঙ্ঘন' হিসাবে নয় বরং 'আচরণ বা প্রথাসিদ্ধ আচরণসমূহের লঙ্ঘন' হিসাবে যা হল সেই নিয়মসমূহ যা কোনো ব্যক্তিকে কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট বিশেষ পথে কাজ করার থেকে বারণ করে। এই প্রথাসিদ্ধ আচরণসমূহ প্রয়োজনবিহীনভাবেই ফৌজদারী আইনের মধ্যে রাখা নেই, এবং যদি তারা সেখানে না রাখা থাকে, তাদের লঙ্ঘনকে অপরাধ বলে গণ্য করা উচিত নয়। সেলিন আরো যোগ করেছেন, ফৌজদারী আইনের দ্বারা শাস্তিযোগ্য অন্যায়গুলোর জন্য 'অপরাধ' এই শব্দটিকে বজায় রাখতে হবে এবং আইনী হোক বা না হোক, সব প্রথাসিদ্ধ আচরণগুলোর লঙ্ঘনের জন্য 'অস্বাভাবিক আচরণ (abnormal conduct)'-এই শব্দযুগল ব্যবহার করতে হবে।

সেলিন আরো বলেছেন, আচরণগত দ্বন্দ্বের কারণ হিসাবে সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্বের কথা চিন্তা করে দেখতে হবে। এই ধরণের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে একটা সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা বা এলাকার মধ্যে তফাৎ করার একটা পদ্ধতির ফল হিসাবে।

সেলিন 'প্রাথমিক দ্বন্দ্ব' এবং 'গৌণ দ্বন্দ্ব বা দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বন্দ্ব'-এর মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। প্রথমটি হল সাংস্কৃতিক ও আচরণগত দ্বন্দ্ব। যখন দুটো বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় এটি ঘটে একটি একক সংস্কৃতির বিবর্তনের মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমেরিকাতে বসবাসকারী একজন

ইতালীয় ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তিকে খুন করল যে তার কিশোরী মেয়েকে ব্যভিচারে প্রলুব্ধ করেছে। বাবাকে বন্দী করা হল কারণ আমেরিকাতে এটা একটা অপরাধ। কিন্তু ইতালীতে পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে একজন পিতার এইরূপ একটি কাজ একটি প্রত্যাশিত আচরণের মধ্যে পড়ে। এই দুই বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রথাসিদ্ধ ও আইনসিদ্ধ আচরণসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্বের একটা উপযুক্ত ঘটনা। দ্বিতীয় ধরণের দ্বন্দ্বটি সমপ্রকৃতির সংস্কৃতির থেকে বহুত্ববাদী সংস্কৃতির দিকে অগ্রগমনের জন্য ঘটে।

অপরাধের বহু সংজ্ঞা আছে। যেমন উইল্কিন্স (Wilkins) (1964)-এর সংখ্যাতাত্ত্বিক সংজ্ঞা, হাওয়ার্ড বেকার (Howard Becker) (1963)-এর নিন্দাসূচক অর্থে আখ্যামূলক (labelling) সংজ্ঞা, হার্ম্যান্ এবং জুলিয়া সোয়েন্ডিংগার (Herman and Julia Schwendinger)-এর মানবাধিকারের সংজ্ঞা, আয়ান্ টেয়লর্ (Iyan Taylor), পল ওয়াটন (Paul Waton), জক্ ইয়ং (Jock Young) (1973) প্রমুখের আদর্শবাদ-নির্ভর (Utopian) এবং নৈরাজ্যবাদী (Anarchist) সংজ্ঞা।

1.2 অপরাধী-এর ধারণা ও শ্রেণীবিভাগ

সাধারণভাবে যে ব্যক্তি অপরাধ করে তাকেই অপরাধী বলে। এই সংজ্ঞা একটি আপাত ধারণা। আইনের দিক থেকে বলতে গেলে, অপরাধী হল সেই ব্যক্তি যে আদালতের দ্বারা ঐ দেশের আইন ভঙ্গ করার দায়ে অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত। যে ব্যক্তিকে পুলিশ বন্দী করেছে কিন্তু আদালত তাকে অব্যহতি দিয়েছে তাকে অপরাধী বলা যাবে না, অর্থাৎ যে আইনের চোখে অপরাধী পরিচয় শেষ হয়ে যাবে কিনা তা কোনো আইনের নির্দিষ্ট করে বলা নেই। এক ব্যক্তি যে অপরাধ করে এবং তার ফলে আদালতের দ্বারা অভিযুক্ত হয় এবং কারাগারবদ্ধ হওয়ার শাস্তির মেয়াদ শেষ করে তাকে অনেকসময় অপরাধী হিসাবে কলঙ্কিত করা হয়। সমাজ সবসময় অপরাধীর তকমা মুছে ফেলতে রাজী নয়। বাস্তবে দেখা যায় একজন ব্যক্তি যার গায়ে অপরাধীর তকমা লেগে গেছে তাকে কখনই সেই পরিচয় ভুলতে দেওয়া হয় না। কিন্তু অপরাধীর সাজা ভোগ করার পর, অপরাধীর তক্মা মোচন হওয়াই কাম্য। অপরাধী এটা শেষ পরিচয় নয়। বরঞ্চ বর্ত্তমানে পৃথিবীর সম সভ্য দেশে অপরাধী যাতে সমাজের মূল স্রোতে (main stream) ফিরতে পারে তার জন্য নানান সংশোধনমূলক (reformatory) ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যারা নিজেরা স্বেচ্ছায় অপরাধের পথ বেছে নেয় বা জীবিকা নির্বাহের জন্য অপরাধ করে এদের সংখ্যা বাস্তবিকই কম। একটি বিশাল সংখ্যক অপরাধীরাই পরিস্থিতির শিকার বা ঘটনাক্রমে অপরাধীতে পরিণত হয়েছে যারা তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অন্যান্য সাধারণ মানুষদের মতই একই আদর্শ একই আশা বা একইরকম উচ্চাশা বহন করে। কখনো কখনো মানুষ অজ্ঞতা বা পরিস্থিতির শিকার হয়ে আইনের উলঙ্ঘন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৈধ টিকিট ছাড়া ট্রেনে ওঠা একটি অপরাধ। কিন্তু কখনো কখনো টিকিট কাটতে অস্বাভাবিক দেরী হওয়ার জন্য মানুষকে সেরকম বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে পড়ে বৈধ টিকিট ছাড়াই ট্রেনে চড়তে হয়।

অপরাধীর শ্রেণীবিভাগ

নির্দিষ্টভাবে অপরাধীর শ্রেণীবিভাগ করা জটিল। অপরাধের বিভিন্ন দিকগুলো পর্যালোচনা করে

সমাজতত্ত্ববিদরা নানা দিক থেকে অপরাধীর শ্রেণীবিভাগ করেছেন। অপরাধীদের মূলতঃ শ্রেণীবিভাগ করা হয় প্রথম অপরাধী (first offender), আকস্মিক বা সাময়িক (casual), অভ্যাসগত (habitual), পেশাগত (professionals) এবং শ্বেতবর্ণের (white-colour) অপরাধী হিসাবে। যাই হোক, বিভিন্ন অপরাধীবিদ্‌গণ (criminologists) বিভিন্ন লক্ষ্যণীয় অংশ (features)-এর উপর ভিত্তি করে অপরাধীর শ্রেণীবিভাগ করেছেন। গ্যারোফ্যালো (Garofalo) অপরাধীকে চারটি দলে ভাগ করেছেন : খুনী, হিংসাত্মক (violent) অপরাধী, সততার অভাবে অপরাধী (criminals deficient in probity) এবং যৌন অপরাধী [lascivious (অর্থাৎ 'লালসার অনুভূতিযুক্ত') criminals]। অপর একজন অপরাধবিদ, ফেরী (Ferri), এদেরকে শ্রেণীবিভাগ করেছেন : উন্মাদ, জন্মগত, অভ্যাসগত, সাময়িক এবং প্রণয়াসক্ত (passionate) এইভাবে।

আলেকজান্ডার (Alexander) এবং স্টাব্‌ (Stub) অপরাধীদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন এইভাবে : আকস্মিক ঘটনাচক্রে হওয়া (Accidental) এবং মজ্জাগত (Chronic)। আকস্মিক ঘটনাচক্রে হওয়া অপরাধঙ্গী হল সেই যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একটি বা অল্প কিছু অপরাধ করে থাকে, যেখানে মজ্জাগত অপরাধী হল সেই যে তার অন্যান্য অপরাধীদের সঙ্গে জোট বাঁধার কারণে বা তার উদ্বেগ, অপরাধবোধ এবং ব্যক্তিত্ব সংঘাতের কারণে (যাকে 'neurotic criminal' বলে) অথবা যারা একটা জৈব অবস্থার কারণে অপরাধসংক্রান্ত আচরণে ব্যাপৃত হওয়ার কারণের জন্য পুনরাবৃত্তভাবে অপরাধ করে থাকে। এই অনেকসময় প্রক্ষোভগত (instinctive) কারণেও হয়।

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও রুথ্‌ কেভান্‌ (Ruth Cavan) নিম্নলিখিত ছয়টি ভাগে অপরাধীগণকে বিভক্ত করেছেন :

(1) সাময়িক অপরাধী : যারা সাধারণতঃ অপরাধ না করা জগত (non-criminal world)-এ থাকে। তারা সাধারণতঃ ছোটখাটো আইন বা স্থানীয় আইনকে ভঙ্গ করে।

(2) পেশাদার : যারা অপরাধের পেশা গ্রহণ করেছে এবং পারদর্শিতা এবং দক্ষতার খ্যাতি অর্জন করেছে। তারা অপরাধের উপর তাদের জীবিকা অর্জন করে এবং এই অপরাধের সপক্ষে একটা দর্শন (philosophy) খাড়া করে।

(3) সংগঠিত : (যাকে 'racketeer' অর্থাৎ 'ধান্দাবাজ লোক' বলে) এরা অপরাধের কাজকর্মকে একটা সুসংহত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চালায় ঠিক যেমন করে একজন ব্যবসায়ী একটা সুসংহত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তার ব্যবসা চালায়।

(4) অভ্যাসগত : এরা পুনঃপুনঃ এদের অপরাধের কাজ করতে করতে অভ্যাসে পরিণত করে (habitual)।

(5) মানসিকভাবে অসুস্থ যাদের অপরাধের কাজকর্ম এদের মনস্তাত্তিক চাহিদাকে সন্তুষ্ট করে।

(6) অনিষ্টকর নয় এমন অপরাধী যারা নিজ দলের আদর্শ অনুযায়ী আইন মেনে চলে এবং সাধারণভাবে কিছু ক্ষেত্র ছাড়া বৃহত্তর সমাজের আইনগুলিই মেনে চলে যেখানে তার ছোট্ট দলটা এই আইনগুলির বিপরীত আদর্শ নিয়ে চলে।

1.3 অপরাধশাস্ত্র (Criminology)

সব সমাজব্যবস্থাতেই অপরাধ কোনো না কোনো রূপে বিদ্যমান। ফলিত (applied sociology) সমাজবিদ্যা অপরাধ নিয়ে আলোচনা করে অপরাধের বৃদ্ধি সামাজিক উন্নয়নকে ব্যহত করে এবং সমাজকে অস্থিতিশীল করে (destabilises)। অপরাধশাস্ত্র হল বিজ্ঞানের একটা ফলিত এবং গতিশীল শাখা যা বিভিন্ন সমাজের অপরাধ নিয়ে পাঠ করে এবং অপরাধগুলি বিশ্লেষণ করে এবং তাদের অপরাধশাস্ত্রর পিছনে কারণগুলিকে অনুসন্ধান করে, যা উল্লেখ করে সমাজবিজ্ঞানের এবং আইনবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পাঠ করাকে, যাতে অপরাধের এই সামাজিক ব্যাধি প্রতিকার করা যায়, এবং যতদূর সম্ভব ফলিত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিসমূহ এবং নীতিসমুহের দ্বারা কার্যে পরিণত করা যায় এমনভাবে, মানুযের থেকে অপরাধ করার প্রবণতাকে দূর করা যায়। অপরাধশাস্ত্র মানুষের সামাজিক অগ্রগমনকেও পাঠ করে।

অপরাধশাস্ত্র আমাদেরকে অপরাধী ও দোষীদের বৈশিষ্ট্যগুলি এবং তাদের পশ্চাদপট (যেমন লিঙ্গ, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষা, পেশা, উপার্জন, অভিপ্রায়, প্রকৃতি এবং মনঃস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, বাসস্থান ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, নিরপরাধীদের সঙ্গে অপরাধীদের তুলনা করতে আমাদেরকে সমর্থ করার জন্য। এইরূপে অপরাধশাস্ত্রের পাঠ থেকে আমরা অপরাধ এবং কিশোর অপরাধেরও সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে কিছু অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি। এটা কিছুটা প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থারও নির্দেশ করে, যা আমাদের এইসব সমস্যার সঙ্গে যুঝতে সাহায্য করে।

অপরাধশাস্ত্র সামাজিক আদর্শগুলিকে মেনে চলার জন্য কু-অভিপ্রায়গুলিকে দুর্বল করে এবং সামাজিক সম্পর্কগুলোকে এবং সামাজিক বাঁধনগুলোকে কখনও কখনও রক্ষা করে। আমাদের সমাজের প্রায় সর্বস্তরে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুবক, কৃষক, শিল্পশ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক অস্থিরতা হতাশা ও অবসাদ বৃদ্ধি করে যা আইনী এবং সামাজিক আদর্শকে ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে। অপরাধশাস্ত্র এই সামাজিক সমস্যাগুলিকে এবং অপরাধগুলিকে অধ্যয়ন করে এবং সম্ভাব্য প্রতিষেধক দিয়ে ফাঁকা স্থানগুলিকে পূরণ করার পরামর্শ দেয়। সেই কারণে ফলিত সমাজবিজ্ঞান ও আইনবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে অপরাধশাস্ত্র এত গুরুত্বপূর্ণ।

1.4 ভারতে একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে অপরাধ

ভারতের অপরাধের দৃশ্যের একটা বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষ্যণীয় অংশ দেখায় সংগঠিতভাবে অপরাধ করার কাজে একটা বৃদ্ধির প্রবণতাকে এবং অপরাধের কাজকর্ম করার জন্য বৃহৎ পরিমাণের সংস্থাগুলির আবির্ভাব। যেটা সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত হচ্ছে সেটা হল অবৈধদ্রব্য এবং অবৈধকাজের নিয়ন্ত্রণ এবং বিতরণ—মাদকদ্রব্য (narcotics) পতিতাবৃত্তির জন্য নারী (ভারতে এবং আরব দেশগুলিতে), সোনা ইত্যাদির চোরাচালান এর সঙ্গে বিভিন্ন বৈধ ব্যবসার কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মাফিয়া দলগুলির

সংগঠিত প্রচেষ্টাগুলিও আছে, যেমন কয়লাখনি, শিল্পসমিতিগুলি এবং এইরূপ সব। বেশীরভাগ সংগঠিত অপরাধ দেখা যায় নগর এবং প্রধান শহরগুলিতে। আরেকটা তাৎপর্যপূর্ণ প্রবণতা হল আধুনিক রাজনীতির অপরাধায়ন যা সর্বত্র সামাজিক, রাজনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক মহৎ আদর্শগুলিকে বিকৃতসাধন করছে।

অপরাধের কিছু উদাহরণ ভারতে অপরাধের ক্রমশঃ বৃদ্ধির কারণে যে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, তাকে প্রকাশ করবে এবং প্রতিকারের সম্ভাব্য উপায়সমূহের উদ্‌ঘাটন করবে।

[1] সারা বছরে ভারতে যত অপরাধ সংগঠিত হয় তার মধ্যে প্রায় 16.5 লক্ষ ভারতীয় দণ্ডবিধি (I.P.C.)-এর অধীনে আদালতগ্রাহ্য অপরাধ যার মধ্যে আছে চুরি, সিঁধেল চুরি, ডাকাতি, খুন, দাঙ্গা, অপহরণ, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ ইত্যাদি এবং প্রায় 38 লক্ষ হল আঞ্চলিক আইন এবং পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ, জুয়া নিষিদ্ধকরণ, অন্তঃশুল্ক, অস্ত্র, অর্থনৈতিক ব্যবসা, মাদকদ্রব্য, বিস্ফোরক পদার্থ ইত্যাদির উপর যে আইনগুলি আছে সে সব আইনের অধীনে পড়ে এমন সব বেআইনী কাজ। এইসব পরিসংখ্যান রাশিকৃত হয়েছে 1993-94-এর ভারতবর্ষে অপরাধ দপ্তর (Crime Bureau)-এর তথ্য থেকে 2005-06 সাল নাগাদ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এইসব অপরাধ প্রায় 2.2 গুন বেড়ে গেছে। এই চিত্র ভারতের সমাজ-রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে খুব সতর্কীকরণের দৃশ্যকে তুলে ধরে। অপরাধের এই ক্রমবর্ধমান লেখচিত্র একটা সতর্কীকরণ ঘটাতে পারত জনগণের মধ্যে, কিন্তু পুলিশ এবং আমাদের রাজনীতির কারবারীদের মধ্যে এই ভেঙ্গে পড়া আইন এবং আদেশ পরিস্থিতি নিয়ে কোনো বিচলন নেই।

লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসাত্মক কাজ, বিশেষতঃ মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কাজ দিনে দিনে বেড়ে চলেছে তা বাড়িতেই হোক বা কাজে, রাস্তায়, কর্মক্ষেত্রে, হাজতেই হোক সর্বত্র। ভারতীয় ঘটনাক্রমের রূপরেখা (scenerio)-র থেকে পাওয়া পরিসংখ্যান তথ্য সত্যকার ছবিটি তুলে ধরবে।

উৎস : ভারতবর্ষে জাতীয় অপরাধ নথি দপ্তর (National Crime Record Bereau)-2000 মহিলাদের বিরুদ্ধে প্রতিদিন ঘটা হিংসাত্মক কাজের তথ্যসংখ্যা : 480

—প্রতিদিন 45 জন মহিলা ধর্ষিতা হয়।

—প্রতিদিন 125 জন মহিলা পারিবারিক হিংসার শিকার হয়।

—প্রতি 11 মিনিটে একজন মহিলা পারিবারিক হিংসার শিকার হয় যা তার স্বামীর দ্বারা বা তার শ্বশুর বাড়ির লোকজনের দ্বারা ঘটানো।

—প্রতি 25 মিনিটে 15টি বধূ হত্যা হয়।

—সারা বছরে 6995টি পণসংক্রান্ত মৃত্যু ঘটে। (Dowry death)

মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসাকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

(1) অপরাধসংক্রান্ত হিংসা—ধর্ষণ, অপহরণ, খুন ইত্যাদি।

(2) পারিবারিক হিংসা—পণজনিত মৃত্যু, বধূ-নির্যাতন, যৌন-হেনস্থা, বিধবা এবং/বা বয়স্ক মহিলাগণের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার।

(3) সামাজিক হিংসা—স্ত্রী/পুত্রবধূকে কন্যাভ্রূণ হত্যা করার জন্য জোর করা, নারী-নির্যাতন, মহিলাদেরকে সম্পত্তির অংশ দিতে অস্বীকার করা, পুত্রবধূকে আরও পণ আনার জন্য হেনস্থা করা।

1.5 অপরাধের প্রধান কারণগুলি

(1) তীব্র দারিদ্র ও সামাজিক অসাম্য এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাব সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি করে যারা অপরাধ করতে প্রলুব্ধ হয়, এই শোচনীয় দারিদ্র এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার হাত থেকে মুক্তি পেতে।

(2) নারীর মর্যাদা দৃঢ় করার ক্ষেত্রে সমাজের এবং সেই সঙ্গে সরকারের ব্যর্থতার কারণে, লিঙ্গ সম্পর্কিত হিংসাত্মক কাজ বেড়েই চলেছে। মহিলাদের মারধর করা, বিকলাঙ্গ করা, পুড়িয়ে দেওয়া, যৌন হেনস্থা করা ও ধর্ষণ করা হয়। এই সমস্যা থেকে বেরোতে হলে বহুল পরিমাণে সামাজিক শিক্ষা দরকার যা সাধারণ লোক, পুলিশ, বিচারকমণ্ডলী, আইন প্রণেতা সবাইকেই অন্তর্ভুক্ত করবে।

(3) পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলতা ও বিচ্ছিন্নতা ধারাবাহিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের আরেকটি প্রধান কারণ, যা এর পরিবর্তে অপরাধ করা এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগান্তির দিকে ঠেলে দেয়।

(4) কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ কখনো কখনো যৌন অত্যাচার ঘটতে সহায়তা করে।

(5) চারটি গুরুত্বপূর্ণ আবেগ নির্ভর দুর্নীতিমূলক প্রথাও অপরাধ করার দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়। এরা হল—দারিদ্র, পিতামাতার নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং পরিবারের মধ্যে সৌহার্দ্যবিহীন সম্পর্ক, শৈশবে খারাপ আচরণের সম্মুখীন হওয়া এবং মদ ও মাদকের প্রতি আসক্তি।

(6) অশিক্ষা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সামাজিক সচেতনতার অভাপ অপরাধ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(7) সমাজে ক্রমবর্ধমান আইন প্রয়োগের শিথিলতা।

(8) রাজনীতির অপরাধ এবং রাজনীতিতে দুর্নীতিও বিভিন্ন রকমের দুর্নীতিও দায়ী।

Unit - 2 ❑ ভারতে কিশোর অপরাধের ধারণা, প্রকৃতি ও বিস্তৃতি, প্রধান কারণসমূহ, আইনী ব্যবস্থা এবং কিশোরদের বিচারব্যবস্থা, কিশোরদের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থাসমূহ

গঠন

2.1 ভারতের কিশোর অপরাধের ধারণা, প্রকৃতি ও বিস্তৃতি

2.2 কিশোর অপরাধকে প্রভাবিত করা প্রধান কারণগুলি

2.3 আইনী বন্দোবস্ত এবং কিশোর বিচারব্যবস্থা

2.4 অপরাধের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধের জন্য কার্যক্রম

2.1 ভারতে কিশোর অপরাধের ধারণা, প্রকৃতি ও বিস্তৃতি

(a) **সূচনা :** প্রত্যেক দেশের জনসংখ্যার প্রায় তিনভাগের একভাগই গঠিত হয় কিশোর অর্থাৎ অপ্রাপ্তবয়স্ক দ্বারা। কিশোর অপরাধ এক সার্বজনীন সমস্যা। এটা শুধু আমাদের বা তাদের সমস্যা নয়। এটা দেশের সীমা ছাড়িয়ে যায়। কিশোরদের অপরাধ অন্যান্য দেশগুলির মত ভারতের সমাজ এবং শাসনব্যবস্থাতে একটা গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

1961 সাল থেকে ভারত সরকার নতুন আইন প্রণয়নের ঘোষণার মাধ্যমে কিশোর অপরাধের সমস্যার প্রতিকার করাকে প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে গণ্য করে আসছে। শিশু এবং অল্পবয়সী ব্যক্তিগণের দ্বারা কৃত অপরাধ এবং সেই অনুযায়ী দণ্ড-ব্যবস্থা ভারত সরকার ঐকান্তিকভাবে বিবেচনা করে দেখছেন। 1960-এর শিশু আইনের মধ্যেও এটা প্রতিফলিত হয়েছে, যা ভারতে শিশু এবং যুবকবৃন্দ এবং কিশোরদের ব্যাপারে প্রথম এবং তাৎপর্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন বলে গণ্য হয়েছে।

এনকার্টা (Encarta) অভিধান বিবৃত করে যে, কিশোর অপরাধীগণ (Juvenile Delinquents) হল অল্পবয়সী ব্যক্তিগণ যারা অভ্যাসবশতঃ আইন ভাঙে বিশেষতঃ কেউ, যে বারবার বর্বরতা বা অন্য কোনো সামাজিক ক্ষতিকর আচরণ দিয়ে অভিযুক্ত হয়েছে।

(b) **প্রকৃতি : কিশোর অপরাধ** (Juvenile Delinquency) অথবা অল্পবয়স্কের বিচ্যুতি হল সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের মুখোমুখি হওয়া গুরুতর সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম। কিশোরদের অপরাধ হচ্ছে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ শিশুর দ্বারা লঙ্ঘিত বেআইনী কার্যকলাপ এবং সামাজিক আদর্শকে। 1960-এর শিশু আইন অনুযায়ী একজন শিশু মানে একটি ছেলে যে 16 বছর বয়স অর্জন করেনি এবং একটি

মেয়ে যে 18 বছর বয়স অর্জন করেনি। 'Juvenile' শব্দটি হল একটি চিরাচরিত (সনাতন) এবং প্রচলিত ব্যবহার। 'Youth' শব্দটি হল একটি সমসাময়িক ব্যবহার। এইরূপে অপরাধ অথবা একটি শিশু বা যুবক ব্যক্তির দ্বারা লঙ্ঘিত আইনকে বলে Juvenile Delinquency (জুভিনাইল ডিলিংকোঅ্যান্সি)।

'Juvenile' শব্দটি ল্যাটিন (Latin) শব্দ 'Juveniles' থেকে উদ্ভুত হয়েছে যার মানে হল 'অল্পবয়স্ক'। 'Juvenile'-এর আভিধানিক অর্থ হল 'অল্পবয়স্কের চরিত্র' এবং 'অল্পবয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত'। 'Delinquent' (ডিলিংকোআন্ট) শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'delinquere' (ডিলিংকোআর) থেকে যার অর্থ 'পীড়া দেওয়া'। 'Delinquency' (ডিলিংকোআন্সি)-এর ব্যুৎপত্তিগত শব্দার্থ হল "বেআইনী, অপরাধমূলক অসামাজিক আচরণ বা অল্পবয়সী ব্যক্তিগণের দ্বারা কৃত অবৈধ কাজকর্ম।" বিধিবদ্ধ নিয়মসংক্রান্ত বয়সের অধীনের শিশু এবং বয়ঃসন্ধিকালীনদের দ্বারা কৃত অপরাধকে 'দুষ্কর্ম' (delinquencies) বলে উল্লেখ করা হয়।

(c) ভারতে কিশোর অপরাধের প্রসার : কিশোরদের অপরাধগত কিছু দশক থেকে একভাবে বেড়ে চলেছে। কিশোররা অপরাধের নানারকম আকার, যেমন—খুন, কাজকর্মের হিংসাত্মক আকার, মাদক দ্রব্যের বেআইনী কারবার, বেআইনীভাবে যৌন বলপ্রয়োগ ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজকর্ম করে চলেছে দেখা যাচ্ছে। ষাটের দশকগুলিতে অপরাধের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা নব্বই-এর দশক থেকে একবিংশ শতকে গিয়ে অনেকটা বেড়ে গেছে। বস্তুতঃ ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian penal code)-এর অধীনে নথিভুক্ত অপরাধগুলো দেখায় যে অপরাধের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় আরো দ্রুত বাড়ছে : অপ্রাপ্তবয়স্করা সম্পূর্ণ আদালতগ্রাহ্য অপরাধের একটা খুব ছোট শতাংশের জন্য দায়ী হচ্ছে কিন্তু এই শতাংশ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একটা সুস্পষ্ট বৃদ্ধি দেখাচ্ছে। যাই হোক, নথিভুক্ত সমস্যার হারটি সম্পূর্ণ চিত্রটি দেখায় না। অনেক বিচ্যুত সমস্যা আছে যেগুলোর প্রতিবেদন (বিবৃতি) দেওয়া হয়নি এবং এটা নিশ্চিতভাবে সরকারীভাবে প্রাপ্ত অপরাধ হারের চেয়ে বেশী। গোপন অপরাধ উন্মুক্ত (প্রকাশ্য) বিচ্যুতির থেকে আরো বেশী বিপজ্জনক। সমস্যাটা সমাজ-বিজ্ঞানীগণ, সমাজসেবীগণ, কর্মপন্থা প্রণয়নকারীগণ (policy markers), সংশোধনকারী প্রশাসকগণ (correctional administrators), এবং জনগণ এদের সবার কাছেই একটা বিরাট বিবেচনার বিষয়, যেহেতু এটা অপ্রতিরোধ্য অবস্থায় চলছে সেহেতু এটা জনগণের সামাজিক শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তাকে মারাত্মকভাবে বিপদগ্রস্ত করতে পারে। ক্রমবর্ধমান কিশোর অপরাধগুলি এটাকে খুব জরুরী করে দাঁড় করাচ্ছে যাতে তাদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে না, কিন্তু পৃথকভাবে বিবেচিত হচ্ছে। বয়সের ব্যাপারটা দেখায় যে, একটি বেআইনী প্রকৃতির সমাজবিরোধী আচরণ, বা প্রায়ই একটা ছোটখাট অপরাধমূলক বেআইনী কাজ—এগুলিই হল কিশোরা অপরাধের প্রধান ধরণ। শিশুদের মধ্যে অপরাধের সূত্রপাত সাধারণতঃ তেরো বছরের পর থেকে শুরুর দিকেই আরম্ভ হয় এবং যদি এটা হ্রাস না পেয়ে চলতেই থাকে, তবে তা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত চলে যায়।

2.2 কিশোর অপরাধকে প্রভাবিত করা প্রধান কারণগুলি

কিশোর অপরাধীরা সাধারণতঃ ছোটখাট অপরাধ করে, যদিও তারা প্রাপ্তবয়স্কদেরকে বড়রকমের

অপরাধে সাহায্য করে থাকতে পারে। বিরল ক্ষেত্রে তারা খুন, মানুষ কোপানো, সশস্ত্র ডাকাতি, মাদক কারবার ইত্যাদির মত নৃশংস অপরাধে যুক্ত থাকতে পারে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নির্ভয়াকান্ড।

দুষ্কৃতির লিঙ্গ কিশোর অপরাধকে প্রভাবিত করার আরেকটি কারণ হতে পারে। তুলনায় খুব কম মহিলা অপরাধে অভিযুক্ত হয়। এই ঘটনার জন্য কিছু সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল অপরাধ করতে মেয়েরা যত বেশী নির্বিকার, ছেলেদের তত বেশী ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা আছে—এটা সাংস্কৃতিক শিক্ষাতে পরিস্থিতি এবং পার্থক্য তৈরী করছে। একটা আরও কারণ হল মহিলা অপরাধীদের প্রতি পুলিশ কর্মচারী এবং আদালতের আরো বেশী নরমভাব। কিশোরদের দ্বারা ঘটে থাকা অন্যান্য অপরাধগুলিতে অন্তর্ভুক্ত আছে—লোকজন ও যানবাহন চলাচলের আইন (traffic laws) ভঙ্গ করা, নিষিদ্ধ দ্রব্য ব্যবহার, নেশাগ্রস্থতা, জনগণের সম্পত্তির ক্ষতি করা, ছিঁচকে চুরি ইত্যাদি। সাম্প্রতিক প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত অগ্রগতি নতুন ধরণের অপরাধের আবির্ভাবকে অনুমতি দিয়েছে যাতে আছে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি। অল্পবয়সীরা যত বেশী প্রযুক্তিবিদ্যাতে অগ্রগামী হচ্ছে, তত তাড়াতাড়ি এরূপ অপরাধসংক্রান্ত কলাকৌশলের সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিচ্ছে।

সমাজবিজ্ঞানের সাধারণ ক্ষেত্রে অপরাধীদের মধ্যে দুষ্ক্রিয়ার জন্য একটামাত্র কারণও খুঁজে বার করাটা বহুদিন হল পরিত্যক্ত হয়েছে। এইরূপ ব্যবহারের কারণ একটিমাত্র বিচ্ছিন্ন কারণ নয় বরং তা বহু কারণ সমন্বিত অবস্থা। বিভিন্ন রকমের অপরাধের বিভিন্ন সাধারণ পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার প্রয়োজন হয়।

নিম্নলিখিত কারণগুলিকে কিশোর অপরাধের প্রধান কারণসমূহ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় :

(1) **জৈবক্রিয়াগত কারণসমূহ** : কোনো ব্যক্তিই অপরাধকারী হয়ে জন্মায় না, তথাপি অধ্যয়ন এবং গবেষণা জানাচ্ছে যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রতিকূল শারীরিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ একজন লোকের আইনবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে যদি এমন হয় যে, সে জীবনের সেইরকম পরিস্থিতিতে পড়ে আছে যা অপরাধের কাজকে উৎসাহ দেয়। ভোলাভ্‌কা (Volavka) (1977), কেস্লার (Kessler) এবং মস্ (Moss) (1970) বিবৃত করেছেন যে, যেসব লোকজন নির্দেশিত ধারাবাহিক আদর্শসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা এগুলো করে কিছু নির্দিষ্ট বংশগত পূর্ব-বিন্যাস থেকে। তা সত্ত্বেও বেশীর ভাগ বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকগণ বিশ্বাস করেন যে অপরাধের সমগ্র সমস্যাটি হল সামাজিক কারণ যা নির্ভর করছে সমাজের গঠনগত উপাদানের উপর এবং প্রচলিত আইনসমূহের গতিশীলতার উপর। সমাজবিরোধী কাজগুলোকে চালু করে যে কারণগুলি সেগুলো হল বহুদিক সমন্বিত এবং চরিত্রগতভাবে সমাজ-মনঃস্তত্ব সম্পর্কিত। নাছোড়বান্দা অপরাধপ্রবণতার ক্ষেত্রে বংশগতির তাৎপর্য সব থেকে বেশী পরিলক্ষিত হয় এবং সেইসব ক্ষেত্রে অপরাধসংক্রান্ত প্রবণতাগুলো ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিকতার সঙ্গে সংযুক্ত।

(2) শরীরগত কারণসমূহ ঊনিশ শতকে একজন প্রথমত শারীরবিদ্, লোম্ব্রোসো (Lombroso), সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। ইনি এই তত্ত্বকে অগ্রগামী করেছেন যেখানে বলা হচ্ছে যে অপরাধীগণ অনেক বেশী শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, তাদের পূর্বপুরুষদের অনুরূপ বা বানরসদৃশ

প্রকৃতির, যা সাধারণ জনগণের মধ্যে যা দেখা যায় তার চেয়ে বেশী। 'অধঃপতনের কলঙ্কসমূহ', যা এ পর্যন্ত তালিকাভুক্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে আছে—সুতীক্ষ্ণ উঁচু মাথা, নীচু এবং হ্রাস পাওয়া কপাল, বৃহৎ এবং বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে এমন কান। লোম্ব্রোসোর মতবাদের বিরুদ্ধে এটা ক্ষতি করছে এই প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন গোরিং (Goring), 1913 সালে। ইনি একজন ইংল্যান্ডের তদন্তকারী। আরও সম্প্রতি লোম্ব্রোসোর জৈবক্রিয়াগত (biological) অপকৃষ্টতার মতবাদ গ্রহণ করেছেন আমেরিকার বিশেষজ্ঞ হুটেন (Hooten)। তাঁর অনুসন্ধানগুলি, যাই হোক, সীমিতভাবে গৃহীত হয়েছে এবং বহুলভাবে সমালোচিত হয়েছে। জৈবক্রিয়াগত কারণের মধ্যে পড়ে যে বংশ বা কুল যা অপরাধপ্রবণতাকে প্রভাবিত করে, তাও একটা সরাসরি যোগ প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

(3) সামাজিক কারণসমূহ : সমাজবিজ্ঞানগুলির ক্ষেত্রে, এটা অবশ্য লক্ষ্যণীয়, যে সমাজবিজ্ঞানী তুলে ধরেছেন, যে, কোনো ব্যক্তির শৈশবে গড়ে ওঠার পদ্ধতিতেই আইনভাঙার অনেক প্রবণতা থেকে যায়। অন্যায়কারীদের বেশীরভাগই বলা যেতে পারে এরা সেই ধরণের ব্যক্তি যারা কোনো একসময়ে এবং কোনোভাবে প্রয়োজনীয় রীতিতে বেড়ে উঠতে এবং আচরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। জীবনগঠনের সময়েতে প্রভাব ফেলার তিনটি প্রধান উৎস হল—বাড়ী, স্কুল এবং প্রতিবেশী। দুষ্ক্রিয়াকারীগণের পারিবারিক জীবনের বিশৃঙ্খলতাটাকে অসংগঠন, গরমিল এবং সাধারণ অস্থায়িত্ব দ্বারা বিশিষ্ট করা হয়। বেশীর ভাগ প্রায়ই দুষ্ক্রিয়া না করার মনোভাবসম্পন্ন, বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে, যারা বাড়ীতেই প্রতিপালিত হয়েছে, যেখানে কোনো কিছু হারিয়ে বা পরিবার বিপন্ন হয়েছে, এক বা একাধিক অভিভাবকের বিচ্ছেদ, বা মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে। বেশ কিছু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বিবৃত করেছেন যে অপরাধকারীগণ একটি সম্পূর্ণ আবেগপ্রবণ আবহাওয়াযুক্ত একটি সুখী বাড়ী থেকে এসেছে এটা বিরল। একজন অপরাধকারী তৈরী হয় সমাজে ব্যক্তিগত বহুদিকে প্রবল ধাক্কার সময়। শিশু এবং তার অভিভাবকগণের মধ্যে মনস্তত্ত্বগত যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তাটা অভিভাবকদের তরফ থেকে একটা খোলাখুলি স্নেহ ভালোবাসার প্রকাশকে দাবী করে। শুধুমাত্র শারীরিক আরাম একটি শিশুর সব চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ভারতে যৌথ পরিবারের ব্যবস্থা হারিয়ে যাওয়াটা কিশের অপরাধীর প্রকোপ বড় পরিমাপে বাড়িয়ে দিয়েছে। সামাজিক অসংগঠন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অপরাধকারীদের সর্বোচ্চ হার দেখা যায় বিশৃঙ্খল বস্তি অঞ্চলে এবং নগরকেন্দ্রের চারধারে।

(4) অর্থনৈতিক কারণসমূহ : এটা সমীচীন যে অপরাধকারীদের বেশীরভাগ পশ্চাৎপর বাড়ী থেকেই আসে যাদের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা হয় বেকার বা অদক্ষ বা নিম্ন উপার্জনের পেশায় নিযুক্ত। এটা সম্পত্তির বিরুদ্ধে অন্যায় কাজ করার একটা প্রলোভন হতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নতি এবং দ্রুত শিল্পায়ন এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলতার ফল দরিদ্র, ভগ্ন অবহেলিত বা ভীড় উপচে পড়া বাড়ীগুলিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বস্তির সংস্কৃতি কিশোর অপরাধ করতে সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন সাম্প্রতিককালে একটা তদন্তের প্রতিবেদন উপস্থিত করেছে যে ভারতে প্রায় 38

মিলিয়ন শিশু শ্রমিক আছে। তাদের অনেকেই শোষিত হচ্ছে এবং অপরাধের কাজের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে যা তাদের কিশোর অপরাধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একটা অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা যায় পথশিশুদের মধ্যে যাদের বহুজনকে জোর করে বেশ্যাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি এবং ছিঁচকে অপরাধ করানো হয়। সত্যই আর্থ-সামাজিক কারণগুলি ভারতে কিশোর অপরাধের বেড়ে চলার জন্য বহুলাংশে দায়ী।

2.3 আইনী বন্দোবস্ত এবং কিশোর বিচারব্যবস্থা

পরবর্তীকালে এই আইন (J. J. Act.) বহুবছর পরিবর্তিত (amended) হয়েছে। কিশোর বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয় কিশোর বিচার আইন 2000 [Juvenile Justice Act. 2000] (সংশোধিত)-এর দ্বারা। কিশোর বিচার আইনের মূল উদ্দেশ্য হল যত্ন, সুরক্ষা, পরিচর্যা দেওয়া, অপ্রাপ্তবয়স্কদের এবং অপরাধকারী কিশোরদের উন্নতির এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হল এটা দেখা যে, একজন কিশোর অপরাধীকে বা একজন শিশুকে কারাগার বা পুলিশের হেফাজতে একঘণ্টাও না বাস করতে হয়। এই আইন হল সারা দেশের মধ্যে প্রযুক্ত একটি একনিয়মানুসারী (uniform) আইন। আইনটি সংশোধিত হয়েছে রাষ্ট্রসংঘ সংগঠনের (united Nations Organisation)-এর সর্বনিম্ন মানদণ্ডের প্রাণসত্তার সামঞ্জস্য বিধান করতে। J. J. Act (Junevile Justice Act)-এর প্রধান উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন কিশোর সমস্যাগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী কাজকর্মগুলির মধ্যে একটা অদ্বিতীয় মিশ্রণকে সুরক্ষিত করা, যার মধ্যে কিশোর অপরাধের সমস্যাগুলিও অন্তর্ভুক্ত আছে। J. J. Actটি কিশোর অপরাধীদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক বিচার ব্যবস্থা যোগান দেয়।

সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত কিশোর অপরাধের সমস্যা, যা অল্প কিছু মহানগরগুলিতে আবদ্ধ ছিল, তা এখন সর্বভারতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যার আয়তন দ্রুত বেড়ে চলেছে। কিশোর অপরাধের চিকিৎসা এখন রাষ্ট্রের মাথাঘামানোর বিষয়বস্তু। এটা রাজ্যগুলিতে পরিচালিত হচ্ছে কল্যাণ দপ্তরগুলির দ্বারা। কিশোর অপরাধের নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে একটি দেশের বিচারব্যবস্থার উপরে। বস্তুতঃ কিশোর বিচার ব্যবস্থা হল বৃহত্তর অপরাধসংক্রান্ত বিচার ব্যবস্থার একটি অংশ। অপরাধসংক্রান্ত বিচার মানে হল, সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠার অনুকূলে আইন প্রয়োগ (administration) এবং আইনের বলবৎকরণ এবং অপরাধীদের আচরণের পুনর্বলবৎকরণ। এটাতে অন্তর্ভুক্ত আছে আইন তৈরী করা, আদালত প্রতিষ্ঠা করা এবং বিচারক ও জুরির পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগণের অপরাধপ্রবণতাকে স্থির করা।

অপরাধসংক্রান্ত বিচারব্যবস্থা এবং কিশোর বিচারব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য প্রাথমিকভাবে স্থিরীকৃত হয় একজন ব্যক্তির বয়স দ্বারা যেটা হিসাব করা হয় একটা অনুমান নিয়ে যে একটা নির্দিষ্ট বয়সের নীচের এক ব্যক্তি অপরাধপ্রবণ ইচ্ছা ধারণ করতে অসমর্থ, এটা ধরে নেওয়া হয় যে যেহেতু শিশুদের মধ্যে অপরাধসংক্রান্ত ইচ্ছা থাকে না তাই তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় না। বিশেষতঃ সাত বছরের নীচে শিশু অপরাধীরা শাস্তি থেকে অব্যাহতি পায় (Immunity)।

কিশোর অপরাধী প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের থেকে নিম্নলিখিতভাবে পৃথক।

বেশীরভাগ আইনগত অধিকারে কিশোর দুষ্ক্রিয়া এবং অপরাধ-এর মধ্যে বিভেদ করার বয়সটা শুধু চোখে দেখে করা হয় যা, সেটা হল 18 বছর বয়স দ্বারা। কিশোর অপরাধীগণকে সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের তুলনায় তাদের আচরণের জন্য কম দায়ী করা হয়। ফলে তারা কম দণ্ডনীয়।

একজন কিশোর অপরাধীকে ঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য, তার অপরাধের উপর জোর দেওয়ার বদলে, জোর দিতে হবে তার কাঁচা বয়সের ব্যক্তিত্বের উপর এবং যা তাকে এই বে-আইনী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তার উপর। কিন্তু একজন প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটির উল্টোটা সত্য।

কিশোর অপরাধের চিকিৎসা শাস্তির চেয়ে আরো বেশী রোগ নিরাময় বিদ্যা (therapeutic) কর্মপরিকল্পনার দিকে পরিচালিত হয়েছে। যদিও সেখানে সাম্প্রতিককালে কিশোর বিচার আইন 2000-এর দ্বারা সংপরিবর্তন হয়েছে, একজন কিশোরের জন্য বিচারব্যবস্থা প্রাপ্য পদ্ধতির আইনী দিকগুলোকে কম জোর দেওয়ার দিকে প্রবণ হয়েছে। এটা পরিচালিত হয়েছে একটা আরো অনাড়ম্বর এবং ব্যক্তিগত আদালত কার্যপ্রণালীর দিকে। এই পরিণতিকে খেয়ালে রেখে J. J. Act কিশোর কল্যাণ দপ্তর (Juvenile Welfare Board)-এর কাজকর্মের উপর আরো বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছে যা কিশোরদের, বিশেষতঃ অপরাধের ব্যাপারে সবরকমের যত্ন নিচ্ছে।

কিশোরদের সুবিচার ব্যবস্থার ব্যাপারে টাপ্পান (Tappan)-এর দর্শন হল, "এটা কোনোভাবেই বিশেষ আদালত এবং সাধারণ আইনের থেকে একটা সরাসরি ধার করা জিনিস নয়"। বরং বিপরীতার্থে "আধুনিক ঘটনা নিয়ে কাজের দর্শন এবং কলাকৌশল" থেকেই বেশীরভাগ উদ্ভূত, আরো বিশেষতঃ, শিশুদের অধিকারের ব্যাপারগুলিকে এবং শিশুদের প্রয়োজনগুলিকে মেটানোর জন্য যেসব উদ্ভাবিত সামগ্রীগুলি (devices) ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে বিবেচনা করে যে শিশু কল্যাণ আন্দোলন (Child Welfare Movement) হয়েছে তার ভাবাদর্শগুলি হল এটা (অর্থাৎ কিশোর সুবিচার ব্যবস্থা)। বস্তুতঃ বিশেষ কিশোর-আদালতের কর্মসম্পাদনই, ঘটনা নিয়ে কাজ (case work)-এর সমসাময়িক প্রভাবগুলিকে প্রতিফলিত করে।

কিশোরদের সুবিচার ব্যবস্থাকে পরিচালনা করার জন্য পৃথক কিশোরদের আদালত স্থাপিত হয়েছিল যেগুলির নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি আছে :

1. শিশুদের ঘটনার একটা পৃথক শুনানি।
2. অনাড়ম্বর, অথবা, বিশেষ আদালত কার্যপ্রণালী।
3. নিয়মিতভাবে অপরাধীদের উপর নজর রাখার কাজ।
4. বিশেষ আবাসনে শিশুদেরকে পৃথক কয়েদ করার ব্যবস্থা।
5. বিশেষ আদালত এবং অপরাধীদের উপর নজর রাখার নথিসমূহ।
6. মানসিক এবং শারীরিক পরীক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা।

কিশোরদের আদালতকে দুটো কাজ করতে হয়, একটা হল আইনের আদালত হিসাবে এবং অপরটি

হল সমাজসেবার প্রতিনিধি হিসাবে। কিশোরদের সুবিচার ব্যবস্থা এবং অপরাধসংক্রান্ত সুবিচার অংশে পুলিশের ভূমিকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে পুলিশেরও, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রতিনিধি হিসাবে তার কর্তব্যবন্ধনকে সম্পাদন করার কথা। কিশোরদের আদালতে বিচারকগণেরও সংবেদী হওয়া প্রয়োজন, যাতে তাঁরা সঠিকভাবে কিশোরদের অপরাধের সমস্যাগুলি আরো ঐকান্তিকভাবে বিবেচনা করতে পারেন।

2.4 অপরাধের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধের জন্য কার্যক্রম

কিশোর অপরাধের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের দ্বারা কৃত অপরাধকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যের জন্য সুউচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন বলে বিবেচনা করা হয়। এটা 'আইনের শাসন' ('Rule of Law') এবং বিচার পরিচালনা এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। J. J. Act (2002)-এর দ্বারা নিরূপিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণকে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলিকে মনে রাখতে হবে এবং অভিযুক্তকে মানসিক ভারসাম্যহীনতার চিকিৎসা দিতে হবে। অপরাধকারীদের অভিভাবকদেরকেও পরিবারগত পরামর্শদানের চিকিৎসা দেওয়া উচিত। বহু বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বাস করেন যে অপরাধের কারণটা একজন ব্যক্তির তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী খুঁজে পাওয়া যায়।

কিশোর অপরাধের প্রতিরোধে নরমনীতি, অপসারণ বা শিশুদের আচরণে এরূপ দুষ্ক্রিয়ার সাধারণ সমস্যা বা সাধারণ হেতুগুলির গুরুত্ব হ্রাসকরণ—এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতিরোধ আদর্শজনকভাবে শুরু হওয়া উচিত পরিবারের পরিবেশে, যেখানে একটি শিশু তার প্রথম সামাজিক দক্ষতাকে শেখে। পরিবারের উচিত স্নেহ ভালোবাসা এবং নিরাপত্তার একটি অনুভূতি যোগান দেওয়া যা তার সুস্বাস্থ্য, অখণ্ড এবং সমগ্র ব্যক্তিত্বর বেড়ে ওঠার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজনীয়। শিশু, তার মূল আবেগপ্রবণ চাহিদার থেকে এবং তার অভিভাবকগণ, যাদের দ্বারা সে নিজেকে চিনতে পারে এবং তাদেরকে সোৎসাহে অনুকরণ করে, তাদের সঙ্গে থেকে সন্তুষ্টি পায়। অনুরূপভাবে বিদ্যালয় হল সামাজিককরণের আরেকটা কারণ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষকগণ প্রকাশ করেছেন যে, যদি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি হাত ধরাধরি করে চলে তাহলে কিশোরদের অপরাধ স্বাভাবিকভাবে প্রতিরোধ করা যাবে।

কিশোর অপরাধের প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হয় :

(a) **পরিবারের পরিবেশ** : পরিবারের পরিবেশ এমন হওয়া উচিত যেখানে অভিভাবকগণ তাদের শিশুদের মধ্যে অসামাজিক প্রবণতাগুলিকে নিরুৎসাহিত করবে, বাড়িতে তার একটা অনুকূল আবহাওয়া বজায় রেখে। তারা তাদের শিশুদেরকে শিক্ষা দেবে যাতে তাদের নৈতিকতা বোধ সুউচ্চমানের হয় এবং অনৈতিক কাজ, ও অপরাধমূলক কাজ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারে।

(b) **প্রতিবেশী এবং বন্ধুদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক** : শিশুদের উন্নতির দ্বিতীয় দশায় তাদের প্রতিবেশী এবং সমতুল সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ পালন করে (Peer Group Relation)। অভিভাবকগণের এইসব সম্পর্কগুলোর প্রভাব সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন হওয়া উচিত।

(c) যাদের ভিতরে ভালো কাজ করার ক্ষমতা আছে এমন অপরাধকারীদেরকে শুরুতেই আবিষ্কার করা এবং চিকিৎসা করা এবং প্রথম দিকেই সঠিক দিকে পথপ্রদর্শন করাটা, কিশোর অপরাধীদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীতে রূপান্তরিত হওয়ার থেকে প্রতিরোধ করে।

(d) অসংগঠিত এবং একতাবিহীন সমাজও শিশুদেরকে অপরাধ করার দিকে পরিচালিত করে, যেমন, বস্তি অঞ্চল বা অপরাধপ্রবণ জায়গাও শিশুদেরকে অপরাধসংক্রান্ত কাজে যুক্ত হতে প্রলুব্ধ করে।

(e) ভালোভাবে পরিচালনা করা এবং আইনী সংস্কারও কিশোর অপরাধগুলোকে প্রতিরোধ করে।

Unit - 3 □ ইউরোপে অপরাধের আবির্ভাব, সিজার বেকারিয়া, জেরেমি বেন্থাম, এনরিকো ফেরী

গঠন

3.1 ইউরোপে অপরাধের আবির্ভাব

3.2 সীজার বেকারিয়া (Caesar Beccaria) (1738-94)-এর অবদান

3.3 জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) (1748-1832)-এর অবদান

3.4 এনরিকো ফেরী (Enrico Ferri) (1859-1928)-এর অবদান

3.1 ইউরোপে অপরাধের আবির্ভাব

অপরাধের ধারণার আবির্ভাব এবং উন্নতি হয়েছে ইউরোপে, ষোল শতকের পরবর্তী সময় থেকে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসের অলিন্দগুলিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। শিল্পবিপ্লবেরও একটা পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ছিল অপরাধের উপর বিশেষতঃ ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের বাকী অংশে অর্থনৈতিক অপরাধের উপর। বেন্থাম (Bentham) এবং বেকারিয়ার (Beccaria) কালজয়ী বিদ্যালয় অস্তিত্বে এসেছিল ফৌজদারী আইন (Criminal Law)-এর বর্বরতার স্বেচ্ছাচারিতার ফল হিসাবে। বেন্থাম, যিনি ছিলেন একজন ইংরেজ দার্শনিক, তিনি উপস্থাপন করেছিলেন যে, "সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের জন্য সবচেয়ে ভালো"—এই তত্ত্বই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শাস্তি তো অবশ্যই অপরাধ অনুযায়ী হওয়া উচিত এবং কোনো পরিস্থিতিতেই একটা পরিস্থিতিতে যা দরকার তার চেয়ে বেশী হবে না। বেকারিয়া (1738-94) ছিলেন একজন ইতালীয় অভিজাত মানুষ এবং গণিতজ্ঞ। তিনি বেন্থামের 'সর্বাধিক-সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক মঙ্গলসাধনের নীতিসংক্রান্ত' ('utilitarian') 'শ্রেয়োবাদ' (অর্থাৎ 'সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আরামই হল জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য এই মতবাদ') ('hedonism')-এর আদর্শগুলি দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বেকারিয়া ছিলেন এই মতসম্পন্ন যে, শাস্তিটা অপরাধের বেআইনী কাজ এবং তার শাস্তির মধ্যে একটা ভারসাম্যকে আঘাত দিতে চেষ্টা করে। তিনি শাস্তিকেও একটা খারাপ কাজ বলে অভিশিত করেছেন। ঐ পরিমাণ শাস্তি অপরাধীর এবং সমাজের প্রতি একটা উল্টো এবং অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। শাস্তি সেই ক্ষেত্রেই দেওয়া উচিত যেখানে সেটা সম্পূর্ণভাবে দেওয়া দরকারী। শাস্তি এবং অপরাধের ভারসাম্য বজায় প্রয়োজন।

উনিশ শতকে, অপরাধ এবং অপরাধীর প্রতি বেকারিয়ার প্রশংসনীয় অনুদানের উপর নির্ভর করে 'শিল্পসাহিত্যে সনাতনী রীতিপদ্ধতির পুনরুজ্জীবন-সংক্রান্ত' ('neoclassical') বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল।

কোনো নির্দিষ্ট ধরণের অপরাধীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার সময় মানসিক উপাদানগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় এই ব্যাপারটির উপর জোর দেওয়ার জন্য দায়ী ছিল এই বিদ্যালয়টি। এর ফলশ্রুতি হিসাবে, 'শাস্তিমূলক আইন' ('Penal Law')-এর অধীনে শিশু এবং উন্মাদ অপরাধীদের প্রতি উপযুক্ত নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল এবং 'মনে মনে অভিসন্ধি আটার প্রশ্ন' ('Question of Premeditation') বা, তার অভাবটাও কিছু অপরাধ সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়েছিল।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইতালীর 'ব্যবহারিক বিদ্যালয়' ('Positive School') উন্নতি লাভ করে। ব্যবহারিক বিদ্যালয় অপরাধীর ব্যক্তিত্বের দিকে ভীষণভাবে তার মনোযোগকে অভিসৃত (focussed) করে, এবং তাতে 'মুক্ত ইচ্ছার তত্ত্ব'-কে ('the free will theory') প্রত্যাখ্যান করে এবং সেই সময়ে অন্য শর্তারোপণগুলি এবং তত্ত্বগুলি একটা পশ্চাদপটকে যোগান দিয়েছিল যা ছিল ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য প্রস্তুতিকরণ এবং প্রেক্ষাপটটি ভালোভাবে সাজানো হয়েছিল। ব্যবহারিক বিদ্যালয় তার উদ্ভবের জন্য ঋণী আছে সীজার লোমব্রোসো (Caesar Lombroso) (1836-1909), এনরিকো ফেরী (Enrico Ferri) (1858-1928) এবং রাফাকল্ গ্যারোফাল্স (Raffacle Garofals) (1852-1934)— এদের অবদানের প্রতি। এই অপরাধবিদগণ এবং অন্যান্য সমসাময়িক অপরাধিবিদগণ অপরাধকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা বাহ্যিক কারণগুলোকে একেবারেই উপেক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে গৌণ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা শরীরগত, মানসিক এবং জীববিদ্যাসংক্রান্ত (biological) কারণগুলিকেই একটা অপরাধ করার ক্ষেত্রে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

3.2 সীজার বেকারিয়া (Caesar Beccaria) (1738-94)-এর অবদান

সীজার বেকারিয়া আধুনিক অপরাধ শাস্ত্রের (criminology) বৃদ্ধিতে বিশালভাবে অবদান রেখেছেনঃ তিনি অপরাধশাস্ত্রের ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের স্থাপনাতে অগ্রদূত ছিলেন যার চারটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ ছিল। সর্বপ্রথমেই একজন ব্যক্তির অধিকার এবং স্বাধীনতা সুরক্ষিত হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ যে সব লোকেরা একইরকম অপরাধ করে তাদের সবার একইরকম শাস্তি হওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ অপরাধ হল একটা বিচারের অধিকার চৌর্য। অতএব প্রতিটি অপরাধের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট জরিমানা যুক্ত হওয়া উচিত যা সবার ক্ষেত্রেই আরোপিত। চতুর্থতঃ শাস্তি সামাজিক প্রয়োজন দ্বারা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। সীজার বেকারিয়া এবং জেরেমি বেন্থাম হলেন কালজয়ী অপরাধবিদ্যার দুইজন বিখ্যাত অবদানকারী এবং সমাজদার্শনিক। সীজার বেকারিয়া ছিলেন একজন ইতালীয় চিন্তাবিদ। তিনি জন্ হাওয়ার্ড (John Howard)-এর লেখার দ্বারা ভয়ংকরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বেকারিয়া নীচের মৌলিক তত্ত্বগুলি উল্লেখ করেছিলেন।

(i) মানবপ্রকৃতি হল যুক্তিবাদী, মুক্ত এবং আত্ম ঔৎসুক্য দ্বারা পরিচালিত।

(ii) সামাজিক শৃঙ্খলতা ঐক্যমত্য এবং সামাজিক চুক্তিগুলির উপর ভিত্তিশীল।

(iii) অপরাধ হল আইনী বিধির নিয়ম লঙঘন এবং সামাজিক আদর্শের চিহ্ন।

(iv) অপরাধের বিভাজন হল সীমিত এবং 'উপযুক্ত কার্যক্রম' ('due process') এর মাধ্যমে স্থিরীকৃত।

(v) অপরাধ একজন ব্যক্তির স্থির মস্তিষ্ক অভিপ্রায় দ্বারা ঘটে থাকে।

(vi) অপরাধ যে চাক্ষুষ দেখেছে তার একজন জুরীর দ্বারা অর্থাৎ অপর একজন যুক্তিপূর্ণ এবং সমান ব্যক্তির দ্বারা বিচারকৃত হতে হবে। বিচারকগণকে একটি পরিষ্কার এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ আইনী বিধির দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। এবং

(vii) অন্যায়কারীকে শাস্তি দিতে 'সংযম'-এর আদর্শকে মেনে চলতে হবে অর্থাৎ, একটা আগে থেকেই স্বীকৃত এবং নির্ধারিত জরিমানাগুচ্ছ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কারাগারবদ্ধ করাটাকে সীমিত করতে হবে।

বেকারিয়ার শ্রেণীবিভক্ত তত্ত্বের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি নিম্নে প্রদত্ত হল :

(1) মূলতঃ মানুষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত স্থির মস্তিষ্কের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তার আচরণ হল 'সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আরামই হল জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য এই মতবাদ' ('hedonism') অথবা, 'সুখ-যন্ত্রণা-আদর্শ' ('pleasure pain principle')-এর উপর ভিত্তিক, অর্থাৎ সে সচেতনভাবে সুখকে বেছে নেয় এবং যন্ত্রণাকে এড়িয়ে চলে।

(2) প্রতিটি অপরাধকেই শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু অপরাধ করার থেকে যে খুশীই অর্জন করে থাক না কেন তার চেয়েও অপরাধসংক্রান্ত শাস্তিটা আরো বেশী পরিমাণে দিয়েই জনগণের কল্যাণের উপর যে আসল আঘাত হয়েছে সেই অনুযায়ী শাস্তিটা সীমিত হওয়া উচিত। শাস্তি বিধানের ঔচিত্যবোধ জাগ্রত করতে হবে।

(3) শাস্তি খুব কঠোর এবং প্রতিবন্ধক হবে না এবং এটা অপরাধের সমানুপাতিক হবে। আগের থেকে কৃতসংকল্প, তৎপর এবং জনস্বার্থে নিযুক্ত হবে। অত্যাচার রদ হওয়া উচিত। শারীরিক শাস্তির বদলে কারাগারে আবদ্ধ করাটা বেশী ব্যবহৃত হওয়া উচিত। সমস্ত ব্যবস্থাটা একটা ন্যায্যভাবে বিচারের জন্য তৈরী হওয়া উচিত।

(4) আইন সব নাগরিকের জন্য সমানভাবে প্রযুক্ত হবে।

(5) আইন প্রণয়ন পরিষ্কারভাবে ও প্রাঞ্জল হবে এবং এর লঙ্ঘনের জন্য বিশেষ শাস্তি নির্দেশিত হবে। বিচারকগণ আইনকে তাঁদের পূর্বকল্পিত ধারণা থেকে ব্যাখ্যা করবেন না বরং যে শাস্তি তাঁরা উল্লেখ করেন সেই অনুযায়ী তাঁদের মুক্ত এবং নিরপেক্ষ মনকে সুবিচারের জন্য প্রয়োগ করবেন।

(6) বেকারিয়ার সুউচ্চ অবদানকে বিবেচনা করে তিনি একজন আধুনিক চিন্তাবিদ্ হিসাবে বিবেচিত। ম্যাকডোনাল্ড হিসাব করেছেন যে, বেকারিয়া অপরাধের দুটো মূল কারণের জোর দিয়েছেন। তা হল শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অপ্রতুল আইনসমূহ। বেকারিয়া জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সম্পত্তির উপর বেশীর ভাগ অপরাধ সেই জনগণের দ্বারা হয় যারা অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া এবং গরীব এবং তারা তাদের প্রয়োজনে এই অপরাধ করে থাকে। বেকারিয়া জোর দিয়েছেন যে, সমাজের সাধারণ গুরুত্বকে বজায় রাখার জন্য, অপরাধ এবং শাস্তির মধ্যে একটা যত্নসহকারে মানানসই করার কাজ করা হোক, তিনি একটা সাধারণ অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যাপারে নিরুৎসাহ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ লঘুপাপে গুরুদন্ড নয়।

3.3 জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) (1748-1832)-এর অবদান

জেরেমি বেন্থাম একজন প্রথম সারির অবদানকারী এবং অপরাধ শাস্ত্রের কালজয়ী বিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় চিন্তাবিদ হিসাবে বিবেচিত হন। বেন্থাম জনগণের সত্যকার মঙ্গলের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ নিয়ে লিখেছিলেন। তাঁকে মাথায় একটু ছিট আছে বলে অভিহিত করা হত। বেন্থামকে কখনো কখনো য়্যাডাম স্মিথ (Adam Smith)-এর সঙ্গে তুলনা করা হত এবং বলা হত যে বেন্থাম আইনের জগতে তা ছিলেন যা য়্যাডাম স্মিথ অর্থনীতির জগতে ছিলেন। সত্যি বলতে বেন্থাম ছিলেন একজন সংস্কারক। তিনি দেখিয়েছেন আইনের বিজ্ঞান এবং কলা বিদ্যা-দুটোরই বিশেষ অংশ আছে। তিনি বলেছেন যে বিজ্ঞানের পরিসরের মধ্যে উৎপন্ন আইন প্রণয়নের আদর্শকে রূপায়ণ করার কাজের ভিত্তি হওয়া উচিত জনগণের মঙ্গল, যেখানে এই জনগণের মঙ্গলকে রূপায়িত করার মাধ্যম হল কলাবিদ্যা, তিনি আরো দেখিয়েছেন যে উপযোগিতার উচ্চ আদর্শের উপর ভিত্তি করে আইন প্রণয়ন করা উচিত।

বেন্থামের মূল বিবৃতি হল সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষের সবচেয়ে বেশী মঙ্গল করা যা সারা পৃথিবীতে আইনী গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের গোষ্ঠীর সুবিবেচনাপ্রসূত সহানুভূতির মনোযোগকে আকর্ষণ করেছিল। বেকারিয়া এই মতকে আরো সুদৃঢ়ভাবে জোরদার করা এবং বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করার জন্য যাকে 'যথাসাধ্য কলনবিদ্যা' ('felicity calculus') বলা হয় সেই ছদ্মগাণিতিক মত (Pseudomathematical concept)-এর মাধ্যমে বেন্থামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। 'কলনবিদ্যা' ('Calculus')-কে কাজের ভালো বা খারাপের হিসাব করার একটা মাধ্যম হিসাবে উদ্দিষ্ট করা হয়েছে। আইন সেই সময়ে বেশীরভাগ বিশৃঙ্খল এবং আপাতবিরোধী ছিল। বেন্থাম ইচ্ছা করেছিলেন আইনকে একটি সুদক্ষ, সত্যকার অর্থনৈতিক এবং অপরাধ প্রতিরোধের মাধ্যম হিসাবে তৈরী করতে। বেকারিয়ার মতো বেন্থামও এই মতে অনড় থাকেন যে এই প্রতিরোধই ছিল শাস্তির একমাত্র যথার্থ উদ্দেশ্য এবং আরো ব্যাপার হল 'শাস্তি' ব্যাপারটা খুব 'খরচসাপেক্ষ' ('expensive') যেখানে এটা ভালোর চেয়ে আরো বেশী খারাপ তৈরী করে, যেখানে সেটা অর্জন করা যেতে পারত কম ভোগান্তির মূল্যেতেই। বেন্থাম তাঁর বিখ্যাত কাজ 'নৈতিকতা এবং আইনপ্রণয়নের আদর্শসমূহ' ('The Principles of Moral and Legislation')-কে প্রথম প্রকাশ করলেন 1789 সালে। তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে তিনি সুপারিশ করেন যে জরিমানাকে এভাবে স্থিরীকৃত করা হোক যেন বাড়তি আনন্দের উপরে একটা বোঝা চাপানো যায় যা অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করবে। বেন্থাম সুপারিশ করেন যে মৃত্যুদন্ডের যোগ্য শাস্তি আরোপিত হবে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে যেটা জনগণের মনে সবচেয়ে বেশী আঘাত সৃষ্টি করেছে। তিনি ফাঁসী দেওয়ার বিরোধী ছিলেন কারণ এটা নিষ্ঠুরতার কাজ এবং কঠোর সুপারিশ করেন যে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হোক শুধুমাত্র সেইক্ষেত্রে যা সবচেয়ে বেশী সামাজিক ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

বেন্থামের বিবৃতিগুলো আপাতবিরোধিতা থেকে মুক্ত নয় এবং কারাগারবদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁর অস্বাভাবিক ধারণা আছে। তিনি তাঁর জীবনের বেশীর ভাগটা ব্যয় করেছেন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞগণকে উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করাতে যে, তাঁর নকশার একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাকে ''এক নজরে সবটা দেখা যায় এমন কারাগার' ('Panoptican Prison') বলা হয়, তা সংশোধনের সমস্যার সমাধান করবে। এর পরের

অংশতে তিনি তাঁর ভাবনাগুলিকে সম্প্রসারিত করেছেন এবং জনগণের অভিযোক্তার কার্যালয় (office of public prosecutor) স্থাপনার জন্য সুপারিশ করেছেন। তিনি সেই দিকটার উপর জোর দিয়েছেন যে, অপরাধ ঘটছে সমাজের বিরুদ্ধে, কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে অনেক অপরাধ বাস্তবে যা সত্যি ঘটেছে তা শাস্তির তুলনায় অনেক কম। উদাহরণস্বরূপ তিনি বিবেচনার জন্য উত্থাপন করেছেন যে, "যৌন ক্ষুধার থেকে অনেক অপরাধ জন্ম নেয়, যখন হিংসাত্মক কাজ, ঠকানো, অনধিকার চর্চা এবং কারো বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ থাকে"। তিনি কঠোরভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধকে যথাযথভাবে সামাজিক শাসনকৌশল এবং আইন গঠন করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বস্তুতঃ বেন্থামকে বুঝতে হলে, যে চিন্তা এবং আদর্শগুলি তিনি তাঁর সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উপস্থাপন করেছেন, সেগুলোকে আরো পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আসলে, অপরাধকে অধ্যয়ন করার পথ এবং সামাজিক এবং জনগণের মঙ্গলের জন্য এর উপযুক্ত নিবারণের পথ তিনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন। তিনিই বলেছেন আইন সামাজিক, সার্বিক মঙ্গলের জন্য, শুধু শাস্তি বিধানের জন্য নয় বরঞ্চ ন্যায় বিচারের জন্য (social justice)।

3.4 এনরিকো ফেরী (Enrico Ferri) (1859-1928)-এর অবদান

উনিশ শতকে এনরিকো ফেরী ছিলেন একজন আইনের দার্শনিক। তিনি বস্তুতঃ অপরাধ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের অগ্রণী, যে বিদ্যালয় অপরাধকে 'তার বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবিকতাতে' ব্যাখ্যা করে। এনরিকো ফেরী তাঁর বিরাট কাজ 'অপরাধীর আইন এবং দণ্ডবিধি পদ্ধতির নতুন দিগন্তসমূহ' ('New Horizons of Criminal Law and Penal Procedure')-এতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এই বিশাল কাজ সমাপনে তিনি লোম্ব্রোসো-এর চিন্তাভাবনার প্রেরণাকে টেনেছেন। মানব আচরণের প্রধান স্রোতের উপর তাঁর প্রশংসনীয় কাজ যা 1878-এ প্রকাশিত হয়েছিল—সেটা 476 পাতার একটা তত্ত্বালোচনা, যার শিরোনাম হল, "স্বাধীন ইচ্ছার প্রত্যাখ্যান এবং দোষারোপ করার ক্ষমতার তত্ত্ব" ("The Denial of Free Will and The Theory of Imputability")। ফেরী অপরাধকে সনাক্ত করতে এবং বুঝতে পরামর্শ দিয়েছেন। বহুমুখী কারণসমূহের একটা সুগভীর অধ্যয়ন দরকার। নিছক আপেক্ষিকভাবে সমস্যাকে অধ্যয়ন করাটা সামাজিক ব্যাধির প্রতি কোনো মঙ্গল করবে না। তাঁর এ ব্যাপারে সুগভীরভাবে জড়িত থাকার উপরে নির্ভর করে ফেরী ব্যক্ত করেছেন যে, অপরাধের হেতুগুলোকে শ্রেণীবিভক্ত করা হোক।

(a) ব্যক্তিগত (individual) বা নৃতত্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধীয় (Anthropological)

(b) শারীরিক (Physical) বা স্বাভাবিক (natural)

(c) সামাজিক (social)।

এনরিকো ফেরী জোর দিয়ে বলেছেন যে অপরাধ হল জীববিদ্যাসংক্রান্ত, শারীরবিদ্যাসংক্রান্ত এবং সামাজিক অবস্থাসমূহের ফল। ফেরী অপরাধের পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ দিয়েছেন :

(i) উন্মাদ অপরাধী

(ii) জন্মগত অসংশোধনীয় অপরাধী

(iii) স্বভাবগত অপরাধী যে স্বভাবগুলো থেকে এটা অর্জন করেছে।

(iv) মাঝেমধ্যে ঘটে এমন অপরাধী

(v) ভাবাবেগপ্রবণ অপরাধী।

আমরা আধুনিককালে "অপরাধের প্রতিরোধের মাধ্যম হিসাবে সামাজিক প্রতিরোধ" ("social defence as means of prevention of crime")-এই পদটিকে গভীরভাবে বিবেচনা করি। এই পদটিকে প্রথম ব্যবহার করেন ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের এনরিকো ফেরী। সামাজিক প্রতিরোধ বলতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সন্নিবেশ বুঝায়।

(a) অপরাধকারীর ব্যক্তিত্ব

(b) দণ্ডবিধি

(c) সামাজিক উন্নতির জন্য পরিবেশের উপর হস্তক্ষেপ এবং সেইসঙ্গে অপরাধের প্রতিরোধ।

সামাজিক প্রতিরোধ আগে থেকেই ধরে নেয় যে, ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে অপরাধের সঙ্গে মোকাবিলা করাটা সমাজকে সুরক্ষা দেওয়ার পন্থা হিসাবে অনুধাবন করা হবে।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, পুনর্বাসন এবং পুনর্সামাজিককরণের দ্বারা শাস্তি এবং প্রতিশোধের বদলে সমাজের সুরক্ষাকেই বরং সাধন করা উচিত। সামাজিক সুরক্ষাকরণের পন্থা যা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেটা হল হয় অপসারণ এবং বিচ্ছিন্নকরণের দ্বারা, অথবা প্রতিষেধক এবং শিক্ষাগত পন্থা প্রয়োগের দ্বারা অপরাধীকে প্রশমন করা। ফেরী ব্যক্তির জীববিদ্যাসংক্রান্ত (biological) এবং সামাজিক অস্বাভাবিকতাকে দূর করার নানা পথের কথা প্রস্তাব করেছেন। তিনি "অপরাধীর সামাজিক রোগবিদ্যা" ("Criminal Social Pathology")-এর উপর অধ্যয়ন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। ফেরী প্রতিষেধক বন্দোবস্তের ধারণাকেও সম্প্রসারিত করেছেন, যেমন মুক্ত ব্যবসাবাণিজ্যে, একচ্ছত্র ক্ষমতা রদ করা, মানুষের বাসের জন্য বাড়ীঘর এবং বাসস্থান, বিবাহের স্বাধীনতা, জনগণের সঞ্চয়ের ব্যাঙ্ক, অরো ভালো রাস্তা, আলো, জনগণের চিত্তবিনোদন এবং অন্যান্য। ফেরীর বাস্তবসম্মত সংস্কারের অংশ ছিল অপরাধীর সনাক্তকরণ এবং তিনি পুলিশের অনুসন্ধানের অপর সুদক্ষ যন্ত্রের প্রয়োগকেও সুপারিশ করেছেন, যাকে 'স্ফিগ্মোগ্র্যাফ্' (Sphygmograph) বলা হয়। জীবনের শেষের দিকে ফেরী গর্বের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে তিনি ছিলেন একজন ভাববাদী (idealist)। তাঁর কাছে আদর্শহীন জীবন বাঁচার যোগ্য নয়। নৈতিকতাবোধ উন্নত মানবজীবনের দ্যোতক।

Unit - 4 ☐ উত্তর আমেরিকাতে অপরাধের আবির্ভাব অপরাধের তত্ত্ব

গঠন

4.1 ভূমিকা

4.2 উত্তর আমেরিকাতে অপরাধের আবির্ভাব

4.3 অপরাধের তত্ত্বসমূহ

4.1 ভূমিকা

অপরাধ হল প্রত্যেক সমাজের একটা সাধারণ ঘটনা। কাজেই অপরাধের ধারণা এবং এর ফলস্বরূপ অপরাধশাস্ত্রের উন্নতি করা প্রত্যেক সমাজের একটা চিন্তাশীল অধ্যয়ন এবং পর্যবেক্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরাধ ও প্রতিরোধে আইন সামাজিক অগ্রগতির একটা নির্দেশক হিসাবে বিবৃত হয়েছে। অপরাধ আমাদেরকে বলতে পারে আমরা যে সমাজে বাস করি তার সম্বন্ধে। এইভাবে অপরাধের প্রতি একটা সমাজ যেভাবে পাল্টা জবাব দেয়, তা আমাদের বলতে পারে যে সমাজ কোনটাকে মূল্যবান এবং কোনটাকে মূল্যহীন বলে গ্রহণ করে, কোনটাকে সমাজ অগ্রাধিকার দেয় এবং কেমন করে সমাজ আইনের মাধ্যমে এবং সুবিচারকে পরিচালনা করার মাধ্যমে এবং সামাজিক শৃঙ্খলার অর্জন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে সামাজিক স্থায়িত্ব আনতে কঠোর প্রচেষ্টা করে। বিশেষ ধরণের অপরাধের উত্থান এবং হ্রাস আমাদেরকে একটা সমাজ যে পথে পরিবর্তিত হচ্ছে তার ব্যাপারে এবং তার ফলাফল কি হবে সে ব্যাপারে অনেকটা বলতে পারে। অনুরূপভাবে সামাজিক অবস্থিতি এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন কলাকৌশলের বিতরণটি, কেমনভাবে একটা সমাজ সংগঠিত হয় এবং এর সংগঠনটি কার মঙ্গলের জন্য কাজে লাগে—এইসব ব্যাপারগুলিকে খুব ভালোভাবে উন্মোচন করতে পারে। এইভাবে অপরাধশাস্ত্রের যেটা উদ্দেশ্য সেটা শুধুমাত্র সমস্যার সমাধান করার জন্য নয় তার সঙ্গে প্রতিষেধক এবং প্রতিরোধমূলক বন্দোবস্তগুলিকেও উত্থাপন করে। উত্তর আমেরিকা বিকেন্দ্রীয় অর্থনীতি নিয়ে একটি উন্নত দেশ। 1976-এ এর স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় 242 বছর ধরে এ বিভিন্ন ধরণের অপরাধের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছে এবং স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে সেই বিশাল দেশটি অপরাধবিদ্যার উপর বহু বিখ্যাত বিদ্যালয়গুলিকে জন্ম দিয়েছে, যেগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ভালভাবে এগিয়ে চলতে উৎসাহ দিয়েছে যাতে পৃথিবী অপরাধবিজ্ঞান বা অপরাধশাস্ত্র এবং প্রাসঙ্গিক অপরাধী আইনের উপর নতুন আলো পায়।

4.2 উত্তর আমেরিকাতে অপরাধের আবির্ভাব

আমেরিকাতে "শিশু পরিচালন ডাক্তারখানাগুলি" ('Child guideline clinics") কিশোরদের সমস্যাগুলিকে মোকাবিলা করার জন্য প্রত্যক্ষবাদী মূল (positivist root)-সমূহ যোগান দিয়েছে। ডঃ উইলিয়াম হেনরী (Dr. William Henry) প্রথম 'শিশু পরিচালন' ('Child guidance') ডাক্তারখানা স্থাপন করেছেন 1909 সালে শিকাগোতে (Chicago)। ডাক্তারখানাগুলির কাজ এভাবে সংগঠিত হত যাতে, কিশোর অপরাধের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে 'বহু কারণসমূহ' ('multiple causes')-এর উপর তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একটা ঘটনা অধ্যয়নের দায়িত্ব গ্রহণের কাজে একজন মনোরোগবিশেষজ্ঞ (psychiatrist), শারীরবিদ, মনস্তত্ত্ববিদ (psychologist) এবং সমাজকর্মী যুক্ত থাকেন। হীলি (Healy) 'স্বতন্ত্র অপরাধী' ('The Individual Delinquent')-এই উপযুক্ত স্পষ্টভাসিত শিরোনামের অধীনে তাঁর পদ্ধতিসমূহ এবং অনুসন্ধানের উপর একটা লেখা প্রকাশ করেছেন 1994 সালে। হীলির কাজ বহুসংখ্যক প্রধান শহরে এইরূপ ডাক্তারখানাগুলির স্থাপনার জন্য একটা আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হীলি একটা বিশাল পরিমাপে শিশু পরিচালনার ডাক্তারখানাগুলির স্থাপনাতে একজন পথপ্রদর্শক হিসাবে বিবেচিত।

আমেরিকাতে অপরাধীর আইন এবং অপরাধশাস্ত্রের উপর আলোচনাসভা হল কিশোরদের উপর অধ্যয়নের ইতিহাসে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 1990 সালে উত্তর পশ্চিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের বিদ্যালয়ে। সেই আলোচনাসভাতে এসেছিলেন সমাজবিদ্যা মনোরোগবিদ্যা, ঔষধিবিদ্যা (medicine), অপরাধের সাজা এবং কারাব্যবস্থা বিষয়ক বিদ্যা (penology), অপরাধশাস্ত্র এইসব ক্ষেত্রগুলি থেকে বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এবং ফৌজদারী আদালতগুলির বিচারকবৃন্দ এবং তাঁদের বিশেষ আদালত (the Bench and the Bar)-এর বিশিষ্ট সদস্যগণ। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল 1920 সালে, যার নাম ছিল "অপরাধীর আইন এবং অপরাধশাস্ত্রের উপর আমেরিকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান" (American Institute of Criminal Law and Criminology)। পরবর্তীকালে তাদের "অপরাধীর আইন এবং অপরাধশাস্ত্রের পত্রিকা" ("Journal of Criminal Law and Criminology") প্রকাশিত হয়েছিল কিশোরদের এবং তাদের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নানা সমস্যাকে গুরুত্ব প্রদান এবং বিশ্লেষণ করতে। এই প্রকাশনা প্রায় সাত দশক ধরে চলেছিল। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ফেরী এবং লোম্ব্রোসোর মতো ইউরোপীয় অপরাধবিদগনের এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন কাজকে প্রকাশ করার কাজকে প্রধান কাজ হিসাবে বিবেচনা করেছিল। অপরাধের উপর প্রথম আমেরিকাতে পাঠ্যবই লিখিত হয়েছিল শিক্ষণ বিষয় ব্যবহারের জন্য যা 1981 সালে মরিস পারমেল (Maurice Parmelle) রচনা করেছিলেন। যদিও রিচার্ড কুইনী (Richard Quinney) (1975), অপরাধের সামাজিক দিকের উপর আরো পরিষ্কারভাবে মনোযোগকে নিবদ্ধ করে পারমেলের অপরাধশাস্ত্রকে রঞ্জিত করেন। শুরু থেকে সমাজবিদ্যা এবং অপরাধশাস্ত্রের ক্ষেত্রগুলি উত্তর আমেরিকাতে নিকটভাবে যুক্ত ছিল এবং দুটোই ছিল আমেরিকার ইতিহাসে যাকে বলা হয় 'অগ্রগতির যুগ' ('progressive era') তার উৎপাদন। অগ্রগতির যুগটি বিশেষিত হয়েছিল আমেরিকার দ্রুত শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের কঠোর সামাজিক ফলাফলের একটা ক্রমবর্ধমান সচেতনতার দ্বারা।

এডুইন সাদারল্যান্ড (Edwin Sutherland) এবং জন গিলিন (John Gillin)-এর নামগুলি উল্লেখ করার যোগ্য। আমেরিকার অপরাধশাস্ত্রের আদি শিকড়গুলি (Midurstern roots) ঠিক এই দুজন ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে বেড়েছিল। 1924 সালে এডুইন সাদারল্যান্ড 'অপরাধ শাস্ত্র' প্রকাশ করেন এবং 1926 সালে অপরাধশাস্ত্র এবং কারাব্যবস্থা বিষয়ক বিদ্যা প্রকাশ করেন। সাদারল্যান্ড শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি পান এবং তাঁর কর্মজীবনের বেশীরভাগটা অতিবাহিত করেন ইন্ডিয়ানা (Indiana) বিশ্ববিদ্যালয়ে। আসলে কিশোরদের বিভিন্ন সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মোকাবিলা করাটা বিংশ শতকের সময়ে উদ্ভাবিত হয়েছে। এটা নানা সামাজিক মনস্তত্বগত সমস্যা এবং অপরাধীসংক্রান্ত সমস্যা, সামাজিক আইনগত সমস্যার অধ্যয়ন এবং ব্যাখ্যাতে আধুনিক যুগ হিসাবে পরিচিত।

শিকাগো বিদ্যালয়

শিকাগো বিদ্যালয়কে ধরা হয় অপরাধশাস্ত্রের সমাজ দর্শনের ক্ষেত্রে সত্যকার সংগত এবং নিরবচ্ছিন্ন উন্নতিকে সৃষ্টি করার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে। 1920 সাল থেকে রবার্ট পার্ক (Robert Park), আরনেস্ট বারগেস (Ernest Burgess) এবং ডব্লু. আই. থমাস্ পার্ক (W. I. Thomas Park)-এর মত বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীগণ, সবাই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁরা সবাই শিশু এবং কিশোরদের এবং কিশোর অপরাধের সঙ্গে যুক্ত সমাজবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি এবং অধ্যয়নে অবদান রেখেছিলেন। 1930 সালে শিকাগোতে অপরাধীসংক্রান্ত গবেষণা সম্পূর্ণভাবে শ্রীবৃদ্ধি করল। এই সময় দুইজন বিশালাকৃতিসম্পন্ন হয়েছিলেন—ক্লিফোর্ড শ (Clifford Shaw) এবং হেনরী ম্যাকী (Henry Mckey)। তাঁরা সামাজিক বিশৃঙ্খলতা এবং কিশোর অপরাধের উপর এর যে প্রভাব তার উপর ভীষণভাবে জোর দিয়ে শিশু পরিচালনার ডাক্তারখানাতে তাঁদের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা চালিয়ে গিয়েছিলেন (Clinical treatment)।

শ এবং ম্যাকী (1931, 1942) দেখেছিলেন যে কিশোরদের আদালতের প্রসঙ্গ উত্থাপনের হার বিশিষ্ট এলাকাগুলির মধ্যে দিয়ে একটা নতিমাত্রা অনুসরণ করে গেছে, যেখানে এই হারগুলি সর্বমধ্য শহরে বা মধ্য অঞ্চলে ছিল সর্বোচ্চ এবং শহর কেন্দ্র থেকে যত বাইরে দূরে গেছে তত হ্রাস পেয়েছে। এটা আরো ভালো বলা যেতে পারত যে শ এবং ম্যাকীর গবেষণা শিকাগো বিদ্যালয়কে নবাকৃতি দেওয়ার জন্য প্রভাব ফেলেছিল এবং শেষে তাঁদের নিজেদের তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত আরো বিভিন্ন সমসাময়িক তত্ত্বগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং তাঁদের এই জোটটি (the Gang) নগরের অপরাধী এবং দুষ্ক্রিয়াকারীরা একটা ক্রমবর্ধমান ভয়ঙ্কর প্রতিচ্ছবিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষেধককে যোগান দিয়েছিল।

অপরাধের পাঠে দ্বন্দ্ব এবং আপাতবিরোধিতা

উত্তর আমেরিকার অপরাধশাস্ত্রের পাঠের প্রাথমিক পর্যায়টি ছিল চরিত্রের দিকে প্রত্যক্ষবাদী (positivist), যা অপরাধের আচরণগুলির কারণ স্থির করার ক্ষেত্রে এবং নিরপরাধীর (non-criminals) থেকে অপরাধীর পার্থক্যকরণ করার ক্ষেত্রে, অপরাধীর আইনের চেয়েও অপরাধীর আচরণে উপর বেশী জোর দিয়েছে এবং মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে—আরো সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহ, অপরাধশাস্ত্র সংক্রান্ত গুরুত্বের তার সহজসরল

মূলেতে একটা প্রত্যাবর্তন দেখেছে, অপরাধী এবং নিরপরাধীর (non-criminals) মধ্যে বিদ্যমান সবচেয়ে পরিষ্কার পার্থক্যগুলোতে গঠন করতে পারে এমন আইনগত পরিচয় e(legal labels) উৎপন্ন করাতে অপরাধীর আইনের ভূমিকার উপর একটা বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয়। এটা অপরাধীগণের এবং তাদের অপরাধের ধরণের উপর বিশ্লেষণমূলক অধ্যয়ন পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে। এটা সবদিক থেকে স্বীকার করা যায় যে, অধ্যয়ন এবং পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের একটা বিষয় হিসাবে, অপরাধশাস্ত্র অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে। সর্বসম্মতির পদ্ধতি এবং দ্বন্দ্ব যা আমাদের সমাজে কাজ করে চলেছে সেই ভূমিকাটির ব্যাপারে অপরাধশাস্ত্রের কাজে, বিশেষতঃ অপরাধের সংজ্ঞাতে এবং এই ঘটনাগুলিকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা অপরাধবিজ্ঞানের পালন করা উচিত সেই ভূমিকার ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন একটা মতানৈক্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক দিককার অপরাধশাস্ত্র সংক্রান্ত তত্ত্বগুলিকে ভূমিকাস্বরূপ লেখা হয়েছিল সেই অন্তর্নিহিত স্বতঃসিদ্ধের উপরে, যে, সেখানে অপরাধের সজ্ঞাতে মূল্য এবং গুরুত্বের একটা সর্বসম্মতি আছে। উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যায় যে, 'স্বাভাবিক অপরাধ'-এর গ্যারোফালো (Garofalo) যে দুটো মূল 'পরহিতৈষণবাদী মনোভাব' ('altruistic sentiments')-কে লঙ্ঘন করেছিলেন, সেখানে ধরে নেওয়া মতটি ছিল এই যে, এই মনোবৃত্তিগুলি সমাজের সর্বাংশে বিস্তৃতভাবে বণ্টন করে দেওয়া এবং পারস্পরিক মঙ্গলের প্রতিফলনকারী ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই ধরে নেওয়া মতটির বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে প্রশ্ন উঠেছে এবং তা মাঝেমধ্যেই এই ধরে নেওয়া মতটির দ্বারা স্থান বদলাবদলি করে ফেলে, যেটি বলে যে, বিশেষতঃ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলির মধ্যে মূল্যসমূহ এবং গুরুত্বসমূহ দ্বন্দ্বে পড়ে আছে। (উদাহরণস্বরূপ, Turk-1969, Quinney 1975)। এটা অপরাধীর আইনে একটা নবাকৃতিপ্রাপ্ত লাভের দিকে এবং একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রতি একটা প্রশ্নের দিকে চালিত করেছে যাতে অপরাধী আইনকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সামনে যে অনুচ্ছেদগুলি আসছে তাতে আলোচনার ফলশ্রুতিতে অপরাধের অধ্যয়নকে, প্রায়ই 'নতুন' 'সমালোচনামূলক' বা 'দ্বন্দ্ব' অপরাধশাস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। এটা স্মরণযোগ্য যে এই ধরণের দাবী পাণ্ডিত্যপূর্ণ অপরাধবিদগণের নিজেদের মধ্যেই খুব সুগভীর দ্বন্দ্বের দিকে চালিত করেছে, বিশেষতঃ আধুনিক সমাজে যে ভূমিকা তাঁদের পালন করা উচিত তাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই দ্বন্দ্বগুলো বোঝার ক্ষেত্রে একটা রাস্তা হল এটা লক্ষ্য করা যে, কেমন করে তারা উন্নত হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, বিশেষতঃ বার্কলেতে অপরাধশাস্ত্রর বিদ্যালয়ে এবং আরো সাধারণভাবে ব্রিটেনে।

বার্কলে (Berkley) এবং ব্রিটেন (Britain)-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব

বার্কলের অপরাধশাস্ত্রের বিদ্যালয় 1949 সালে খুলেছিল যাতে কোনোরকম ঝড় উঠতে পারে সে ব্যাপারে কোনো পূর্বানুমান ছিল না, যা পরে ঘটনাক্রমে ঘটল। এর অস্তিত্বের প্রথম দশকে এটা একটা শক্তপোক্ত বৃত্তিমূলক (vocational) গুরুত্বকে উপহার দিয়েছিল। এর কার্যক্রমের বেশীরভাগটা পরিচালিত হয়েছিল লোকজনকে কাজ করার শিক্ষা দেওয়ার দিকে, বিশেষতঃ প্রশাসনিক পদে (administrative levels) আইন বাধ্যকরণ এবং সংশোধন মাধ্যমগুলিতে। এখানে অপরাধশাস্ত্রকে আশা করা যায় যে যেসব জনগণ একে বহন করেছিল তাদেরকে প্রভাবিত করার দ্বারা এটা সরকারী কর্মনীতিকে প্রভাবিত করেছিল।

যাই হোক 1961 সাল নাগাদ খুব বেশী বৃত্তিমূলক হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এই বিদ্যালয়টিকে আক্রমণ করল। ঘটনাক্রমে ফলটি ছিল একটি অন্তঃশাস্তিমূলক (interdisciplinary) ভিত্তিতে বিদ্যালয়টির একটি পুনঃসংগঠন যা চরিত্রের দিকে আরও বেশী তাত্ত্বিক এবং অধ্যয়ন বিষয়ক হওয়ার ছিল। নতুন জীবনের সম্যক জ্ঞানটি বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের ২য় দশকের অনেকটার জন্য অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল যা অপরাধের অধ্যয়নের সমাজবিজ্ঞানগত এবং আইনী দৃষ্টিভঙ্গীগুলোর উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিল। সেই সঙ্গে, বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের গুরুত্বটা এখন নিম্নস্নাতক থেকে স্নাতক শিক্ষাতে স্থানান্তরিত হয়ে গেল। এর একটা অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল শিক্ষকদের কাছে, গবেষকদের কাছে, সেই সঙ্গে সরকারী আইন কর্মনীতি প্রস্তুতকারকদের কাছে। তিনজন ব্রিটিশ অপরাধবিদ্—আয়ান টেয়লর (Ian Taylor), পল ওয়ালটন (Pol Walton) এবং জক্ ইয়ং (Jock Young)—'নতুন অপরাধশাস্ত্র' ('The New Criminology') (1973) নামের বইটিকে লিখেছিলেন, এই সময়ে অপরাধ হিসাবে 'মানুষের অনৈক্য'-কে সংজ্ঞা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যে ভূমিকা পালন করেছিল তার শেষভাগে অপরাধবিদগণকে আরো এবং আরো কার্যকরী ভূমিকা অধিগ্রহণ করার জন্য পুনরায় আহ্বান করে। এর স্থানে নতুন অপরাধবিদগণ একটা 'অপরাধ মুক্ত সমাজ'-এর জন্য দাবী করেছে যা 'সমাজতন্ত্রবাদী অনৈক্য'-এর উপর ভিত্তি করে আছে।

4.3 অপরাধের তত্ত্বসমূহ

উনিশ শতকের প্রথম এবং মধ্যভাগে যে তত্ত্বগুলি বিকাশলাভ করেছিল তা পরীক্ষা করেছিল 'কেন' এই প্রশ্নটিকে। নিয়ন্ত্রণাধীনের তত্ত্ব তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, "কেউ কি, আমাদের প্রায় সবাই গ্রহণ করে এমন সামাজিক আচরণের নিয়মকে লঙ্ঘন করবে?" এই তত্ত্বগুলি বলে যে কেমন করে এবং কেন আমাদের কেউ কেউ নিয়ন্ত্রণের পিছনে যা বাইরে হয়। এইভাবে যে তত্ত্বগুলি আমরা বিবেচনা করি সেগুলোকে গণ্য করা যেতে পারে "সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের তত্ত্ব" হিসাবে এবং কেন এটা বিরোধিতাতে অস্তিত্ব বজায় রাখে সেই হিসাবে।

সেখানে কমপক্ষে তিন প্রকার তত্ত্ব আছে এবং প্রতিটি তত্ত্ব আইনভঙ্গকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে।

সামাজিক অসংগঠনতার তত্ত্ব (Social disorganisation theory)

এই তত্ত্বের উদ্ভাবন হয়েছিল শিকাগো বিদ্যালয়ের থেকে এবং এর সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ সদস্যগণ যেমন ডব্লু. আই. থমাস (W. I. Thomas), ফ্রেডিক্রক্ থ্র্যাশার (Fredrick Thrasher) এবং ক্লিফোর্ড শ (Clifford Shaw), এবং তাঁর সঙ্গীগণেরা এঁদের বেশ কয়েকজনের কাজের থেকে। শিকাগোর সর্বপ্রথম দিককার অপরাধবিদগণের কাজের মধ্যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণাটি খুব সুস্পষ্ট ছিল। ডার্কহেইম্ (Durkheim)-এর মতো এই তত্ত্বগুলোও বিশ্বাস করত যে, এটা ছিল নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি বা ব্যর্থতা, যা বিচ্যুতির আচরণকে ব্যাখ্যা করেছিল।

ডব্লু. আই. থমাস্ এবং অনাভিযোজিত মেয়ে/মহিলা :

থমাসের মতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ দরকার কারণ সেখানে ব্যক্তিগণের এবং সমাজের চাহিদা এবং

প্রয়োজনের মধ্যে একটা অনিবার্য পরস্পরবিরোধিতা আছে। বিশেষতঃ ব্যক্তিগণ চারটি জিনিসের পশ্চাদ্ধাবন করে—(a) নিরাপত্তা (b) নতুন অভিজ্ঞতা (c) প্রতিক্রিয়া (d) পরিচিতি—যেখানে ''একটা সংগঠিত সমাজ খোঁজে....তাদের আকাঙ্ক্ষার পশ্চাদ্ধাবনে তার সদস্যগণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতা অনিবার্য তাকে নিয়ন্ত্রণ করাটা।'' সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বা নিয়মকানুনের উপকরণগুলি হল ''পরিস্থিতির সংজ্ঞাগুলি যা একটা নৈতিক বিধি গঠন করে যা থমাসের জন্য হল সামাজিক অসংগঠনতার বিরুদ্ধে সমাজের আত্মরক্ষা।'' যাই হোক থমাস এটা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, আধুনিক শহুরে ধনতান্ত্রিক সমাজগুলিকে বিশিষ্ট করা হয় ব্যক্তিগত আচরণের সংজ্ঞাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার দ্বারা এবং সামাজিকভাবে অসংগঠিত করার দ্বারা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে 'নারীর অধিকার'-এর মতো ধারণা এবং নারীর সমানাধিকার। এটা সামাজিক ভারসাম্য বিন্যাসের সহায়ক। থমাস দেখেছিলেন যে, পূর্ববর্তী অবস্থার অপ্রতুলতার প্রেক্ষিতে তরুণ প্রজন্মের মেয়েরা আন্দোলনের সুযোগ খুঁজছিল। গৃহ থেকে দূরে এই আন্দোলন এবং এর প্রাথমিক সম্পর্কগুলোকে দেখা গিয়েছিল পরম্পরাগত সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করছে এবং অল্পবয়সী মেয়েদেরকে পরিস্থিতির দ্বন্দ্বমূলক সংজ্ঞার বিষয় করে তুলছে।

থমাস আগ্রহী ছিলেন এই ধারণাগুলিকে পতিতাবৃত্তিতে অল্পবয়সী মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করতে। থমাস যুক্তি দেখান যে, এই সকল অনাভিযোজিত মেয়েদের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তনের পদ্ধতিটি যা শিকাগোর মতো শহরে ঘটেছিল, তা পুরোনো সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে এবং 'কুমারীত্ব' এবং 'বয়ঃসন্ধি'র মতো ধারণাগুলিকে অনুমোদন করা সংজ্ঞাগুলির শক্তিকে ধ্বংস করেছিল, বিশেষতঃ সেইসব মহিলার ক্ষেত্রে যাদের অর্থনৈতিক সম্পদ সীমিত। থমাস যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে যৌনতা এখন অপরের ইচ্ছার উপলব্ধির নতুন শর্তের উপর গৃহীত হচ্ছে। এটাই তাদের মূলধন। থমাস দেখলেন যৌনতা একটা মাধ্যম যার মধ্যে দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভাবিত অল্পবয়সী মহিলাগণ তাদের নিরাপত্তা, নতুন অভিজ্ঞতা এবং সাড়া পাওয়ার জন্য তাদের ইচ্ছাগুলিকে অর্জন করতে পারে। পরিশেষে, পতিতাবৃত্তিতে শহরে সামাজিক অসংগঠনকারী শক্তির একটা উৎপাদন হিসাবে দেখা হয়েছিল। সামাজিক অসংগঠনতার তত্ত্বগুলি দেখেছিল যে লৌকিকতাবর্জিত সমাজের প্রয়োজন হল লৌকিকতার নিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ আইনসমূহকে তাদের জায়গা নিতে হবে।

Unit - 5 ◻ সংশোধনী পরিসেবা, সংশোধনী আইন-IPC, CRPC, কারাগার আইন, সংশোধনী বিদ্যালয়, অপরাধীর নৈতিক পরীক্ষা আইন-এর ধারণা এবং গুরুত্ব

গঠন

5.1 সংশোধনী পরিসেবা (Correctional Service)-এর ধারণা ও গুরুত্ব

5.2 সংশোধনী পরিসেবা (Correctional Service)-এর গুরুত্ব

5.3 সংশোধনী আইন প্রণয়ন (Correctional Legislation)

5.4 কারাগার আইন প্রণয়ন (Prison Act)

5.5 সংস্কারমূলক (Reformatory) বিদ্যালয়

5.6 অপরাধীদের নৈতিক পরীক্ষার আইন (Probation of Offenders Act) 1958

5.1 সংশোধনী পরিষেবা (Correctional Service)-এর ধারণা ও গুরুত্ব

সমাজ-সম্বন্ধীয় মনস্তত্ত্ববিদগণ, সমাজ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানীগণ, অপরাধবিদগণ সংশোধনী পরিসেবার ধারণার উন্নতির দিকে পরিচালিত হয়েছিলেন। এই ধারণা বিংশ শতকের শুরুর দিকে ব্যাপক গ্রহণীয়তা অর্জন করেছিল। সীজার লোম্ব্রোসো (Caesar Lombroso) (1836-1909)-কে আধুনিক অপরাধ শাস্ত্রের জনক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি অপরাধীর আচরণকে ব্যাখ্যা করতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে প্রয়োগ করার ব্যাপারে প্রথম ছিলেন এবং তিনি অপরাধের কাজের থেকে অপরাধী ব্যক্তির প্রতি গুরুত্বটাকে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তিনি অপরাধীর শ্রেণিবিভাগের ধারণাকে উন্নত করেছিলেন। তিনি এই বিশ্বাসে বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে বহু অপরাধীগণ আদর্শ নাগরিকে পরিবর্তিত হতে পারে যদি বৈজ্ঞানিক সংশোধনী পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়।

অপরাধীর সুবিচার ব্যবস্থায় ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আকৃতি এবং নতুন দিক নিতে শুরু করেছিল। লর্ড মেকলে (Lord Macaulay) কারাগারগুলোর ভয়ঙ্কর অবস্থার দিকে ব্রিটিশ সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন এবং তাঁর সুপারিশে 1836 সালে একটা কারাগার কমিটি গড়ে উঠেছিল। কমিটিটি অনেকগুলি সুপারিশ দিয়েছিল, কিন্তু যে কোনো পুনর্গঠনমূলক কার্যক্রমকেই প্রত্যাখ্যা করেছিল। দ্বিতীয় কারগার কমিটি গঠিত হয়েছিল 1864 সালে। এটাও অনেকগুলি সুপারিশ

দিয়েছিল, বিশেষতঃ বাসস্থানের ফাঁকা জায়গা, খাদ্য, বস্ত্র, বিছানা-এসবের জন্য এবং নিয়মিত ডাক্তারী পরিদর্শনের উপর জোর দিয়ে বার বার বলেছিল। ভারতীয় কারগার আইন প্রচলিত হয়েছিল 1970 সালে। তৃতীয় এবং চতুর্থ সর্বভারতীয় কারগার কমিটি 1847 এবং 1889 সালে নিযুক্ত হয়েছিল। পুনঃসংস্কারকারী বিদ্যালয় আইন 1897 সালে গৃহীত হয়েছিল। ভারতে 'নৈতিক পরীক্ষা' বা প্রবেশন (Probation) অপরাধীর রীতিপদ্ধতি 1898-এর বিধির বিভাগ 562-এর মাধ্যমে (যেটা এখন CRPC 1973-এর বিভাগ 360) প্রথমবারের জন্য আইনবলে বিধিবদ্ধ পরিচিতি পেয়েছিল 1898 সালে। এই বিভাগের বন্দোবস্তের অধীনে যে অপরাধী চুরি, অসততা, তছরূপ বা অন্য কোনো অপরাধের অভিযোগে প্রথমবারে জন্য অভিযুক্ত হয়েছে, ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে তার শাস্তি 2 বছরের কারাদণ্ডের থেকে বেশী হবে না এবং ভাল আচরণের নৈতিক পরীক্ষাতে বা প্রবেশনে ছাড়া পেতে পারে। ষষ্ঠ সর্বভারতীয় কারাগার কমিটি 1919 পর্যবেক্ষণ করেছে, যে দণ্ড দেওয়ার প্রশাসন (Penal administration)-এর লক্ষ্য হল ভবিষ্যতের অপরাধের প্রতিরোধ এবং অপরাধীদেরকে সমাজে সংশোধিত চরিত্র হিসাবে পুনরুদ্ধার করা। প্রতিবেদনটি ভারতে আধুনিক দণ্ডপদ্ধতির ভিত্তিপ্রস্তর তৈরী করেছে। ব্রস্টাল আইন (Borstal Act), নৈতিক পরীক্ষার আইন (Probation Act) এবং বন্দোবস্তমূলক খালাস আইন (Provisional Release Act)-এর ব্যবস্থাপন হল, অপরাধীদেরকে সংশোধন করার এবং সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার আকাঙ্ক্ষার ফল।

স্বাধীনতার পর ভারতের সংবিধান অপরাধীদের সংশোধনের জন্য বিস্তৃত বন্দোবস্তের যোগান দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে ভারতের সংবিধানের 21 ধারায় এর বিভিন্ন সময়ে আদালতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

1957 সালে সর্বভারতীয় কারাগার নির্দেশগ্রন্থ কমিটি গঠিত হয় এবং সামাজিক প্রতিরোধের জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় 1961-62 সালে। কিশোরদের সুবিচারের আইনকে দেশে কিশোরদের সুবিচারের জন্য একনিয়মানুসারী আইনী কাঠামোকে যোগান দেওয়ার জন্য, বিধানসভার দ্বারা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে, কোনো পরিস্থিতিতেই কোনো শিশুকে কারাগারে বা পুলিশের হাজতে নিক্ষেপ করা হবে না। এই লক্ষ্যকে নজরে রেখে কিশোর কল্যাণ পর্ষদ (Juvenile Welfare Boards) এবং কিশোরদের আদালত স্থাপনের জন্য বন্দোবস্ত তৈরী করা হয়েছে। মানবাধিকারের জন্য সার্বজনীন ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights) 1948 এবং মানবসমাজসংক্রান্ত স্বাধীনতা আন্দোলন (Civil liberties) অপরাধীগণ এবং বন্দীদের মধ্যে মানবাধিকার নিশ্চিত করতে অপরাধীদের সুবিচার ব্যবস্থার সংগ্রামক্ষেত্রের মধ্যে আরো প্রবেশ করেছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (National Human Rights Commission) মাঝে মাঝেই অপরাধীর (1994 সাল থেকে) সুবিচার ব্যবস্থার সব ব্যাপারের উপর তাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ করে গেছে, যাতে অন্তর্ভুক্ত আছে—

(i) অনুসন্ধানকারী প্রতিনিধিত্ব

(ii) অভিযোক্তা প্রতিনিধিত্ব

(iii) আদালতে বিচার বিলির ব্যবস্থা

(iv) সংশোধনী পরিসেবা অথবা কারাগারসমূহ।

এটা প্রকাশ পেয়েছে যে 1973 সালে রাষ্ট্রের বিচারকমণ্ডলী থেকে প্রশাসন আধিকারিকের পৃথকীকরণের পর অভিযোগের ব্যবস্থাটা অবিন্যস্ত রয়ে গেছে।

অপরাধীর বিচারব্যবস্থার উন্নতি করতে যথাবিহিত ব্যবস্থা প্রস্তাব করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশের প্রাপ্তির উপর সরকার সম্প্রতি একটি ছয় সদস্যের কমিটি গঠন করেছে যার প্রধান হলে জাস্টিস মালিমাথ (Justice Malimath)। উপরের চারটি প্রধান সুপারিশ হল ফৌজদারী বিচারব্যবস্থার অংশসমূহ। এটার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন (paradigm shift) করাই হবে সত্য অন্বেষণ, শুধু সাক্ষ্যপ্রমাণ নয়। বিচারক অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেবেন এবং অনুসন্ধানকারী ও আইন বলবৎকারী প্রতিনিধিত্ব হিসাবে পুলিশের প্রয়োজন হল রাজনৈতিক এবং অন্যান্য বহিরাগত প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার। অবশেষে সুপারিশটি অপরাধীদেরকে প্রধান স্রোতে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের মূল মানবাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে।

5.2 সংশোধনী পরিসেবা (Correctional Service)-এর গুরুত্ব

সংশোধনী পরিসেবার প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে সমাজ-সম্বন্ধীয় মনস্তত্ত্ববিদগণ, সমাজ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানীগণ এবং অপরাধবিদ্‌গণের অনবরত গবেষণার কাজ চলার জন্য। সংশোধনী পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত করে সরকারী দপ্তরসমূহ, পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে অপরাধমূলক কাজকর্মের প্রতিরোধকে। এই প্রতিরোধ শাস্তিমূলক, সংশোধনমূলক, পুনর্সংস্কারমূলক, বা পুনর্বাসনমূলক প্রকৃতির হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সব সরকারী দপ্তরের কাযকরীমূলক সমবেতভাবে পরিকল্পিত চেষ্টা। এর মধ্যে নৈতিক পরীক্ষা বা প্রবেশন-ও অন্তর্ভুক্ত। সংশোধনী পরিসেবার জন্য সব দপ্তরগুলির মধ্যে সহযোগিতা অপরাধী বিচারব্যবস্থার উপর প্রভূত প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করেছে।

সংশোধনী পরিসেবা আরো ব্যক্ত করে যে অপরাধীদের শুধু শাস্তি দেওয়াই সুবিচার নয়। এর প্রয়োজনীয় লক্ষ্য হল একটা ন্যায়পরাণ সমাজের মূল আদর্শকে পুনরায় দৃঢ়ভাবে বলা। যেহেতু অপরাধের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে শুধু অপরাধীই নয় উপরন্তু অপরাধের শিকার এবং সেই সঙ্গে সমাজও। তাই কার্যকরীমূলক সংশোধনী পরিসেবা এইরূপ একটা অপরাধের জন্য এতে জড়িত ব্যক্তির উপর একটা বোধগম্য নজর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, একটা পশ্চাৎপট যোগান দেয় এমন একটা পরিস্থিতিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। সংশোধনী পরিসেবা অপরাধের কারণ নির্ণয়ের উপর বোঝাপড়াকেও হৃদয়ঙ্গম করেছে। অপরাধের কারণ নির্ণয় তত্ত্ব এখন নৃতত্ত্ববিদ্যা, মনোরোগবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব এবং সমাজদর্শনের সঙ্গে নিকটভাবে যুক্ত। অপরাধীদের জানার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বার্কারের অবদান স্মরণ করা উচিত। বার্কার সংশোধনের সংজ্ঞা দেন এইভাবে যে, এটা হল অপরাধীদের কয়েদ করা, নৈতিক পরীক্ষা বা প্রবেশন-এর (Probation) শিক্ষার কার্যক্রম এবং সমাজসেবার মাধ্যমে অপরাধ না করার মতো ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা। এইভাবে অপরাধীদের

জরিমানা করা থেকে এই জোর দেওয়াটা উঠে গেছে। এটা উল্লেখ করা সংগত যে মানবসমাজের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা পরিচালিত করেছে সংশোধনী পরিসেবাতে যা অপরাধীদেরকে সংস্কার করার জন্য, তাদেরকে সমাজের মুল স্রোতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার দৃষ্টি নিয়ে, তাদেরকে প্রতিষ্ঠানগত এবং অপ্রতিষ্ঠানগত পদ্ধতিগুলির প্রতি পরিচালিত করে।

5.3 সংশোধনী আইন প্রণয়ন (Correctional Legislation)

ভারতে সংশোধনী আইন প্রণয়নের ইতিহাস ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু। ইংল্যান্ডের সাধারণ আইন ব্যবস্থা এবং অপরাধী আইন এবং রীতি ভারতীয় আইন ব্যবস্থা এবং অপরাধী আইন এবং রীতি ভারতীয় আইন এবং সংশোধনী আইনগুলোতে সরাসরি ঢুকেছে। সঠিক বিধিবদ্ধকরণ ব্রিটিশ শাসন থেকে শুরু হয়। তারা সামাজিক শ্রেণী, গাত্রবর্ণ, ধর্ম, জাতি, ভাষা ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীগণের উপর কঠোরভাবে আইনসমূহ এবং রীতি চাপিয়ে দিয়েছিল। সংস্কারকগণ এই অগ্রগতিমূলক বিধিসমূহকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

ভারতীয় দণ্ডবিধি 1859 সালে কার্যকরী হয় এবং অপরাধী কার্যপদ্ধতির বিধি কার্যকরী হয় 1860 সালে। এগুলো স্বাধীনতার পর সংশোধিত হয় "অপরাধী রীতিপদ্ধতির বিধি 1973" বলবৎ হয়েছিল 1974 সালের পয়লা এপ্রিলে। এই আইনপ্রণয়ন অনুসন্ধান, জামিনে খালাস, অভিযোগ, শাস্তি ইত্যাদির উপর আইনী কার্যপ্রণালীকে নিয়ে মোকাবিলা করে। এই বিধি ভারতে আসাম, নাগাল্যান্ড, জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া আর বাকী সব রাজ্যে প্রযোজ্য। এর লক্ষ অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া এবং সুবিচারকে পরিচালনা করা।

1973 CRPC-এর বিভাগ 125-এর প্রধান বন্দোবস্তগুলি হল স্ত্রীর অভিযোগ, যদি সে তার আইনী স্বামী দ্বারা প্রতিপালিত না হয়, বিভাগ 125 স্ত্রীর জন্য ভরণপোষণ এবং অন্যান্য প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে গৃহীত (remedial) ও খরপোশ বন্দোবস্তসমূহ গ্রহণের জন্য পরিস্থিতির পরিবর্তনকেও অন্তর্ভুক্ত করে। অপরাধী রীতিপদ্ধতি বিধি বোধগম্য এবং অবোধগম্য অপরাধ, জামিনে খালাসযোগ্য বা খালাস অযোগ্য অপরাধ-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। IPC-র বিভাগ 493 থেকে 497 পর্যন্ত ধর্ষণের মোকাবিলা করে যা জামিনে খালাসের অযোগ্য অপরাধ। সংশোধিত CRPC 1973 সালে নৈতিক পরীক্ষা বা প্রবেশনের 360 ধারায় সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে। এই বিভাগের বন্দোবস্তের অধীনে একজন অপরাধী যে প্রথমবার চুর, অসততা, তছরূপ বা IPC-র অধীনে যে কোনো অপরাধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত, সে দুই বছরের বেশী কারাদণ্ডের শাস্তি পাবে না এবং ভালো আচরণের নৈতিক পরীক্ষাতে বা প্রবেশনে ছাড়া পেতে পারে।

পতিতাবৃত্তির উপরে IPC আইনের সংশোধনে, অনৈতিক পাচারকার্যের প্রতিরোধ আইন 1988 যোগান দেয় যে পতিতাবৃত্তি নিজে কোনো অপরাধ নয় কিন্তু জনগণের স্থানে এসে প্রকাশ্যে খদ্দের ধরা শাস্তিযোগ্য। পতিতাগণের জন্য পুনর্বাসনের সুবিধা প্রায় 'অবিদ্যমান' এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত 'মহিলাগণের' জীবন প্রায়ই একটা দুঃসপ্নে পরিণত হয়। সর্বোচ্চ আদালত সুরক্ষিত ঘরোয়া বাসিন্দার মানবাধিকার বলবৎ করতে উপেন্দ্র বক্সীর বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (1986) (বিভাগ-06)-এতে চালক-নীতি (guidelines)

বার করেছে। IPC এবং CRPC-তে পরিবর্তনগুলি সংশোধনী পরিসেবা এবং সেই সঙ্গে সংশোধনী শাসনকার্যে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে।

5.4 কারাগার আইন প্রণয়ন (Prison Act)

কারাগার হল একটি নরনারী নির্বিশেষ জগত যেখানে প্রত্যেক বন্দীকে কলঙ্ক চিহ্ন দেওয়া হয় এবং যাকে আগন্তুকদের সঙ্গতে দৃঢ়ভাবে বাঁধাধরা কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হয়, বন্দীগণ স্বাধীনতা, সুবিধা, ভাবপ্রবণতাসংক্রান্ত সুরক্ষা এবং অসমকামীতার সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত। লৌকিক কারাগার বিধি সব সময়ে পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। ভারতীয় কারাগারের অবস্থা 1919-20 পর্যন্ত শোচনীয় ছিল। প্রথম কারাগার আইন কার্যকরী হয়েছিল 1894 সালে। যেসব বন্দীরা বিচারাধীন আছে সে সব বন্দীদের 80%-এর প্রতিও পর্যাপ্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা যোগান দিতে পারেনি এই আইন এবং তাদের বেশীরভাগ ভীড়ে উপচে পড়া বন্দীশালায় বাস করে যেখানে চিকিৎসার সুবিধা শোচনীয় এবং অপর্যাপ্ত। সেখানে অনেক কারাগার আছে যেখানে বন্দীদের এভাবে গাদাগাদি করে রাখা আছে যে তাদের শোওয়ার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই এবং ন্যূনতম মানের খাদ্যসহ কোনো স্বাচ্ছন্দ্যের বাস করার ব্যবস্থাও নেই। মহিলা বন্দীদের উপর জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি (The National Committee on Women Prisoners), যেখানে জাস্টিস কৃষ্ণা আইয়ার (Justice Krishna Iyer) 1987-তে এর সভাপতি ছিলেন, তা বিভিন্ন মহিলা বন্দীদের পরিদর্শন করে বিবৃতি দিয়েছে যে, বন্দীগণ এবং কারাগার কর্মীগণ উভয়েই "ভুল সংবাদের একটা বিকারতত্ত্ব, যা হল, তাদের অধিকার এবং সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে অজ্ঞতা"-এর থেকে ভুক্তভোগী হয়। এটা মাঝেমাঝেই মানবাধিকারকে অনুভূতিশূন্য অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার দিকে পরিচালিত করে। 1994-এর কারাগার আইন কারগারের শাসনকার্যকে পরিচালনা করে। 1980-83-র সর্বভারতীয় কারাগার সংস্কার কমিটি সুপারিশ করেছে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সব কারাগার আইনগুলোর উন্নতি ঘটাতে ও সাম্প্রতিকতম তথ্য সংযোজন করতে, পরিমার্জনা করতে ও সমন্বয় সাধন করতে। যাই হোক, একটা একনিয়মানুসারী আইনী মূল কাঠামোতে উন্নীত করার কাজটা বিঘ্নিত হয়েছে, কারণ কারগারের বিষয়টি সংবিধানের ৭ম তালিকাতে পড়ে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক। সংবিধানের সংশোধনের পর কারগারের বিষয়টি সহাবস্থিত তালিকাতে আনা হয়েছে। এরপর, আইন প্রণয়নকারী, কর্মপন্থা প্রণয়নকারী, শাসনকার্য পরিচালনাকারী এবং বিশেষজ্ঞগণ, এবং মানবাধিকারের উপর সক্রিয় কর্মীগণের একটা কার্যকরী আন্তঃক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দিকের উপর একটা জাতীয় ঐক্যমত্য উদ্ভূত হয়েছে।

কারাগার আইন কর্মপন্থা গঠন এবং কারগারের শাসন পরিচালনার আদর্শগুলিকেও যোগান দেয়। যখন পুলিশ এবং বিচারকমণ্ডলী অপরাধীকে অভিযুক্ত এবং কারারুদ্ধ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তখন এটা হল কারাগার—যেখানে বন্দী নিয়ন্ত্রিত এবং সংশোধিত হয়। আজকাল একটা কারাগার তত্ত্বাবধান সম্পর্কীয়, একটা প্রতিরোধক, দমনমূলক, আরোগ্যদায়ক (curative), সংস্কারমূলক, সংশোধনমূলক পুনর্বাসনমূলক এবং পুনর্সামাজিককরণমূলক হওয়ার উদ্দেশ্য সাধন করছে। এটা শক্তির একটা স্বাধীন ব্যবস্থাপনা নয়, এটা রাষ্ট্রের একটা হাতিয়ার যা তার সামাজিক পরিবেশ দ্বারা এবং

অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির মঞ্চ দ্বারা আকৃতিপ্রাপ্ত। এটা শাসনকারী শ্রেণী এবং অধীনস্থ শ্রেণীর একটা বিন্যাস।

অনিয়মিত কার্যনির্বাহী কর্মী......তত্ত্বাবধায়ক (শাসনকার্য পরিচালনা বিধির থেকে)

↓

কারাধ্যক্ষ............(কারাগারের কর্মীদের দলের সদস্য)

↓

উপ-সহকারী কারাধ্যক্ষ...........(কারাগার কর্মীদলের সদস্য)

↓

মুখ্যপ্রধান কারারক্ষক........(কারাগার কর্মীদলের সদস্য)

↓

ওয়ার্ডেন (warden)

↓

কারারক্ষক (পুরুষ)........(কারাগার কর্মীদলের সদস্য)

কারারক্ষক (মহিলা)........(কারাগার কর্মীদলের সদস্য)

↓

হিসাবরক্ষক, অফিস সুপারিনটেনডেন্ট, হাসপাতাল কর্মী, নার্স

↓

রান্নার লোক

↓

৪র্থ শ্রেণীর কর্মীরা (ঝাড়ুদার, মালি ইত্যাদি)

উপরের কার্যনির্বাহী কর্মচারী বিন্যাস ছাড়াও সেখানে বেশ কিছু সংশোধনকারী কর্মীও আছে যারা বন্দীদেরকে কল্যাণমূলক কাজে সঞ্চালনা করে, বা কারাগারের আইনানুসারে নিত্যকার্যসূচী মাফিক করণিকের (clerical) কাজ করে। তথাপি বন্দীগণের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার সারা ভারতে সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

5.5 সংস্কারমূলক (Reformatory) বিদ্যালয়

সংস্কারমূলক বিদ্যালয়গুলি উনিশ বছরের নীচে বয়স্ক (teenage) অপরাধীদের এবং কিশোর অপরাধীদের সংশোধনী পরিসেবা দেওয়ার জন্য যোগ্যতাপত্রধারী (certified) বিদ্যালয় হিসাবে পরিচিত। আদালত যেসব কিশোরদেরকে কয়েদ করার আদেশ দিয়েছে, তাদেরকে এই সংস্কারমূলক বিদ্যালয়ে রাখা হয় ন্যূনতম তিন বছর এবং সর্বাধিক সাত বছরের জন্য। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে 80-100 জন বন্দী থাকার

ব্যবস্থা আছে 4-5টি যৌথ শয়নালয় সহ এবং প্রত্যেক যৌথ শয়নালয়ে 4-5টি ছোট বন্দী কক্ষ আছে।

সংস্কারমূলক বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী কর্মী বিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত আছেন একজন তত্ত্বাবধায়ক, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, সহায়ক কারাধ্যক্ষ, সহকারী কারাগার চিকিৎসক, 3-4টি অট্টালিকা, 3-4 বা কিছু কারারক্ষক। জামাকাপড় সেলাই, পুতুল তৈরী, চামড়ার জিনিস প্রস্তুতি এবং কৃষিকাজের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এখানে। প্রত্যেক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দুই বছরের বন্দীদেরকে তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদনের জন্য তাদের যা প্রয়োজন পড়ে সেইরূপ কাঁচামাল দেওয়া হয়। তাদের উৎপাদন বাজারে বিক্রি করা হয়, যে মুনাফা লাভ হয় তা এই প্রশিক্ষণের খাতে খরচ করার জন্য রেখে দেওয়া হয়। বন্দীদেরও এই মুনাফার থেকে কিছু অংশ দেওয়া হয় যা তাদের হিসাবের খাতায় রেখে দেওয়া হয়। সম্প্রতি এই সংস্কারমূলক বিদ্যালয়গুলিকে এবং সেইসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা যে ন্যূনতম মান স্থির করা আছে তাকে নজরে রেখে বন্দীদের অবস্থা উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সরকার থেকে। তাছাড়াও বন্দীরা কাজ করলে প্রতিদিন পুরুষ নারী ব্যতিরেকে 45 টাকা থেকে 50 টাকা পর্যন্ত দিনপিছু পান। সেই মজুরির টাকা Bank A/c-এ সঞ্চিত হয়। বন্দীরা ইচ্ছামত খরচ করতে পারেন।

5.6 অপরাধীদের নৈতিক পরীক্ষার আইন (Probation of Offenders Act) 1958

ইতিহাস

দণ্ডব্যবস্থার প্রতি প্রথম বিধিবদ্ধ নিয়মসংক্রান্ত অভিব্যক্তি বা 'নৈতিক পরীক্ষা' বা 'প্রবেশন' ('Probation') প্রতিফলিত হয় অপরাধীর রীতি পদ্ধতির উপর শিশু আইন 1908-ও আদালতকে ক্ষমতা দেয় ভালো আচরণের নৈতিক পরীক্ষার উপর কিছু অপরাধীদের খালাস করতে। নৈতিক পরীক্ষার আইনের বন্দোবস্তের পরিসর আরো বিস্তৃত হয়েছিল 1923 সালে আইন প্রণয়নের দ্বারা যার ফলাফল হল ভারতীয় কারাগার কমিটির প্রতিবেদন (1919-1920)। 1931 সালে ভারত সরকার অপরাধীদের 'খসড়া আইনের' (Bill) একটা 'খসড়া নৈতিক পরীক্ষা পরীক্ষা বা প্রবেশন' (Draft Probation) প্রস্তুত করল এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির কাছে পরিবেশন করল তাদের মতামতের জন্য। যাই হোক, আঞ্চলিক সরকারগুলির পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্তের ফলে খসড়া আইনটি গৃহীত হতে পারেনি। পরে ভারত সরকার 1934 সালে আঞ্চলিক সরকারগুলিকে জানায় যে নৈতিক পরীক্ষা বা প্রবেশন-এর উপর কার্যকরী হওয়াতে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের কোনো সম্ভাবনা নেই এবং তার ফলে তারা খসড়াকৃত (Drafted) খসড়া আইন (Bill)-এর রাস্তা ধরে মানানসই আইনসমূহকে কার্যকরী করতে স্বাধীন ছিল। কারাগার কমিটির সুপারিশের ফলে ভারত সরকার ভারতের নৈতিক পরীক্ষার আইন (Probation Law)-এর উপর একটা বোধগম্য আইন প্রণয়ন পেতে স্থির করল। এই লক্ষ্যস্থল অর্জনের জন্য, অপরাধীদের নৈতিক পরীক্ষা বা প্রবেশন-এর উপর একটা খসড়া আইন প্রবর্তিত হল লোকসভাতে, 1957 সালে 18ই নভেম্বরে। যুক্ত কমিটির সুপারিশে অপরাধীদের নৈতিক পরীক্ষা খসড়া আইনটি প্রবর্তিত হল এবং তারপর গৃহীত হল বিধানসভাতে 1958 সালে। এটি

বিশেষভাবে প্রযোজ্য হয় যারা প্রথমবার অপরাধ করেছেন এবং বন্দী অবস্থায় নৈতিক ব্যবহার আশাপ্রদ তাঁদের ক্ষেত্রে।

লক্ষ্য এবং কারণসমূহ

এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হল ভালো আচরণের নৈতিক পরীক্ষা (প্রবেশন)-এর উপর অপরাধীদের মুক্তি দেওয়া।

(1) কারাগারে বন্দী করার পরিবর্তে

(2) কারাগার জীবনের অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়ার বিষয় না করে, তারা সমাজের একজন উপযোগী এবং আত্মবিশ্বাসী সদস্য—এই হিসাবে অপরাধীদের সংস্কারসাধন এবং পুনর্বাসনের উপর জোর বাড়ানো হয়েছে। দেশের মধ্যে নৈতিক পরীক্ষা বা প্রবেশন ব্যবস্থায় সুবিস্তৃত গুরুত্বকে নজরে রেখে এই প্রশ্নটি বারবার পরীক্ষিত হয়েছে এবং যে বিষয়টি সব রাজ্যে সমানভাবে প্রযোজ্য সেই বিষয়ের উপর একটা কেন্দ্রীয় আইন রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গেল।

(3) কিছু বিশিষ্ট অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে একটু তিরস্কার করে দেওয়ার পর একজন অপরাধীকে ছেড়ে দিতে আদালতকে ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। সবরকম মানানসই ক্ষেত্রে একজন অপরাধী মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মতো শাস্তির অযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী হলে তাকে প্রবেশনের ভিত্তিতে ছেড়ে দিতে প্রস্তাব করা হয়েছে আদালতের কাছে। সমস্ত বিষয়টি আদালতের পর্যালোচনার ও অনুমোদন সাপেক্ষ।

(4) 21 বছরের নীচে বয়স্ক অপরাধীদের ক্ষেত্রে, বিশেষ বন্দোবস্ত তৈরী করা হয়েছে তাদের কারারুদ্ধ করার উপর নিষেধাজ্ঞা রেখে। প্রবেশন অফিসারদের প্রবেশন নেওয়ার সময় দেখা হয় যেন তারা সংশোধিত হয় এবং সমাজের উপযোগী সদস্য হয়ে ওঠে। এই খসড়া আইনটি এই উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য চেষ্টা হরে যাচ্ছে।

তিরস্কারের পর কিছু অপরাধীদের মুক্ত করতে আদালতের ক্ষমতা

যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো এক অপরাধ করার জন্য দোষী হিসাবে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভাগ 379, বা 380, বা 381, বা 420-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য হয়, অথবা যে কোনো অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে, হয় সর্বাধিক 2 বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দ্বারাই, অথবা অন্য যে কোনো আইন দ্বারা শাস্তিযোগ্য হয় এবং তার বিরুদ্ধে আগে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি এবং যে আদালত দ্বারা সে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তার এই অভিমত যে, অপরাধের প্রকৃতি এবং অপরাধীর চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে ঘটনার পরিস্থিতির জন্য, এরকম করাটা উপযোগী, তাহলে তা সত্ত্বেও অন্য যে কোনো আইনে যা কিছুই থাক না কেন এখনকার মতো জোর করেই, আদালত তাকে কোনো শাস্তি দিতে কারাগারে নিক্ষেপ করার পরিবর্তে তাকে ভাল আচরণের প্রবেশনে 4 নম্বর বিভাগের অধীনে উপযুক্ত তিরস্কার করার পর তাকে মুক্তি দিচ্ছে, একমাত্র সেই ক্ষেত্রে যে....যতক্ষণ না এটা সন্তুষ্টি হচ্ছে যে, যেখানে

অপরাধীকে বাস করতে হবে বিচার চলাকালীন সেই সময়ের জন্য যে সময়টা সে চুক্তিতে লিখেছে, সেই অপরাধীর বা তার জামিদারের কোনো একটা জায়গায় স্থির বাসস্থান থাকে অথবা কোনো জায়গায় নিয়মিত পেশা থাকে যেখানে আদালত তার বিচার চালাতে পারে....একমাত্র সেই ক্ষেত্রে অপরাধীকে এই খালাস দেওয়া হচ্ছে।

উপবিভাগ (1)-এর অধীনে যদি কোনো প্রবেশন অফিসার সেই ঘটনাটা ভাল করে জেনে থাকেন, তবে কোনো আদেশ জারি করার আগে আদালতে প্রতিবেদনটিকে বিবেচনার মধ্যে আনবে। এবং গুরুত্ব সহকারে আদালত দেখবে।

যখন উপবিভাগ (1) এর অধীনে কোনো আদেশ তৈরী হয়, তখন যদি এটা সেই অভিমতের হয় যে অপরাধী এবং জনগণের মঙ্গলের জন্য এটা এরকম হওয়ার উপযোগী, তার সঙ্গে এর উপর একটা তদারকি আদেশকৃত করে যে অপরাধী কমপক্ষে। বছরের সময় ধরে একজন প্রবেশন অফিসারের তদারকির অধীনে থাকবে যাঁর নাম সেই আদেশে দেওয়া থাকবে।

খালাসপ্রাপ্ত অপরাধীদেরকে ক্ষতিপূরণ এবং খরচা দিতে আদেশ করাটাও আদালতের একটা ক্ষমতা। একটা দেওয়ানী (অর্থাৎ মানবসমাজসংক্রান্ত) আদালত (civil court), যে বিষয়ে অপরাধী অভিযুক্ত সেই একই বিষয় থেকে উত্থিত কোনো মামলা চালাচ্ছে, সেই আদালত ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে উপবিভাগ (1)-এর অধীনে ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে টাকা প্রদান করা হয়েছে বা উদ্ধার হয়েছে সেটাও বিবেচনা করবে, ক্ষতিপূরণ করার উদ্দেশ্যে।

নৈতিক পরীক্ষার কর্মকর্তা বা প্রবেশন অফিসার (Probation officer)

একজন প্রবেশন অফিসারকে এই আইনের অধীনে হতে হবে :

(a) রাজ্য সরকারের বা একজন প্রবেশন অফিসারের দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তি, অথবা, রাজ্য সরকার দ্বারা স্বীকৃত, অথবা

(b) একজন ব্যক্তি থাকে যাকে সমাজ যোগান দিয়েছে এই উদ্দেশ্যে যাকে রাজ্য সরকার স্বীকৃতি দিয়েছেন অথবা,

(1) সেই ক্ষেত্রে ছাড়া, অন্য কোনো ক্ষেত্রে, অন্য যে কোনো ব্যক্তি যে, আদালতের মতানুযায়ী, কোনো ঘটনার বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রবেশন অফিসার হিসাবে কাজ করতে অক্ষম।

(2) একটি আদালত, যে বিভাগ 4-এর অধীনে একটা আদেশ জারি করে, অথবা যেখানে অপরাধী এখনকার মতো বাস করছে সেই জেলার জেলা-প্রশাসক, যে ব্যক্তির নামে তদারকি আদেশ দেওয়া হয়েছে সেই ব্যক্তির বাস করার স্থানেতে যে কোনো সময়েযে কোনো প্রবেশন অফিসারকে নিয়োগ করতে পারেন।

(3) একজন প্রবেশন অফিসার, এই আইনের অধীনে তাঁর কর্তব্যকে পালনে, যেখানে অপরাধী এখনকার মতো বাস করছে সেই জেলার জেলা-প্রশাসকের (District Magistrate) নিয়ন্ত্রণের বিষয় থাকবেন। এছাড়াও Inspector General of Prison এর অধীনস্থকর্মী বা আধিকারিক হিসাবে গণ্য হবেন।

প্রবেশন অফিসারের কর্ত্তব্য

একজন প্রবেশন অফিসার যেমন নির্দেশিত হবেন সেই মতো অবস্থা এবং বিধিনিষেধের সঙ্গে মামানসই হওয়ার বিষয় থাকবেন।

(a) আদালতের নির্দেশানুযায়ী পরিস্থিতির ভিতরে বা একটি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির ঘরের পরিবেশকে অনুসন্ধান করবেন তাকে মোকাবিলা করাতে আদালতকে সাহায্য করার দৃষ্টিকোণ নিয়ে এবং প্রতিবেদন আদালতে জমা দেবেন।

(b) প্রবেশনারদেরকে এবং তাঁর তদারকির অধীনস্থ যে কোনো ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধান করবেন এবং যেখানে প্রয়োজন তাদের জন্য মানানসই পেশা খুঁজে দেওয়ার উৎসাহ নেবেন।

(c) আদালতের দ্বারা আদেশিত ক্ষতিপূরণ অথবা খরচা দিতে অপরাধীদেরকে উপদেশ দেবেন এবং সাহায্য করবেন।

(d) যে ব্যক্তিরা বিভাগ-4 এর অধীনে ছাড়া পেয়েছে তাদেরকে উপদেশ দেবেন এবং সাহায্য করবেন এরূপ ক্ষেত্রগুলিতে এবং যেভাবে নির্দেশিত হবেন সেই রীতিতে।

(e) যেমন নির্দেশিত হবেন সেইরকম অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলিও পালন করবেন, প্রত্যেক প্রবেশন অফিসারকে জনগণের ভৃত্য মনে করা হয়।

Unit - 6 ❑ কারাগারের উৎস, ভারতে কারাগার সংস্কার আন্দোলন এবং ভারতে দণ্ডদান-সংক্রান্ত সংস্কার

গঠন

6.1 কারাগারের উৎস

6.2 ভারতে কারাগার সংস্কার (Prison Reforming) আন্দোলন

6.3 ভারতে দণ্ডদান-সংক্রান্ত সংস্কার (Penal Reform)

6.1 কারাগারের উৎস

কারাগারের একটা লম্বা ইতিহাস আছে। আদিম যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত যে কোনো প্রকার আবদ্ধকরণ ছিল কোনো অপরাধী বা সম্ভাব্য অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার একমাত্র উপায়। ঐতিহাসিকভাবে কারাগারগুলি সাময়িক আটক অবস্থা এবং বিচারাধীন বন্দীর অন্তর্বর্তীকালীন হেফাজতের জন্য একটা সুরক্ষিত জায়গা। কারারুদ্ধকরণ শাস্তির একটা মাধ্যম হিসাবে বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা সাময়িকভাবে অক্ষম করাটা ছিল একটা জনপ্রিয় পদ্ধতি। কয়েদ করা এবং কারাগারে আবদ্ধ করাটা অপরাধীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার সবচেয়ে পুরোনো এবং সবচেয়ে বেশী সার্বজনীন চলিত রীতি। কারগারের ব্যবস্থা অপরাধের প্রতি সমাজের প্রতিক্রিয়াকে পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত করে। কারাগারের শুরুর ইতিহাস পেন্সিলভানিয়া (Pennsylvania)-রা ব্যবস্থা, অবার্ণ (Auburn) ব্যবস্থা (নিউইয়র্ক 1818)-এর থেকে খুঁজে বের করা হয়। ভারতে উনিশ শতকের পরবর্তী অংশে দণ্ড আইনের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কারাগার অস্তিত্ব পেল। ভারতে অপরাধীদের কয়েদ করাটা ছিল একটা ব্যবস্থা যা বিভিন্ন সম্রাটদের অধীনে প্রাচীন যুগ থেকেই অনুসরণিত হয়ে আসছে। রাজারা বিশ্বাসঘাতকদের অন্ধকূপে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন সাধারণতঃ কোনো পূর্ব-বিচার ছাড়াই। 1920 সালে ভারতীয় কারাগার কমিটি কারাগার ব্যবস্থাকে যুক্তিযুক্ত করার ভিত্তি স্থাপন করল। আগে বন্দীদের কোনো শ্রেণীবিভাগের ব্যবস্থা ছিল না। কারগার বাসের অবস্থা শোচনীয় ছিল। কারাগারে কোনো সংশোধনীয় পরিসেবা ছিল না। সর্বোপরি এটা একটা এলোমেলো জিনিস ছিল।

6.2 ভারতে কারাগার সংস্কার (Prison Reforming) আন্দোলন

ভারতে কারাগারের সূত্রপাতটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের সম্ভাবনাময় উৎস হিসাবে উপলব্ধ ছিল। এইরূপে কারাগারের ভূমিকা, দক্ষতা এবং কার্যকলাপের উপর একটা পরবর্তী দৃষ্টিপাতের জন্য একটা

জরুরী প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। ঐতিহাসিকগতভাবে নিয়মশৃঙ্খলাবিরোধী লোক বা বিপথগামী ব্যক্তিরা এমনকি নৈতিক সীমালঙঘনের জন্যও একাকী কক্ষে আবদ্ধ হত। দেশের দ্বারা সঞ্চারিত করা ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস খোলাখুলি বলার জন্যও লোক কারাগারবদ্ধ হত। এমনকি ছোটখাট চুরি বা ব্যাভিচারও ভয়ঙ্কর অবস্থার অধীনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তিযোগ্য হত। কারাগারগুলিকে অপরাধীদের পুনঃসংস্কার এবং পুনর্বাসনের জন্য তার ঘোষিত লক্ষ্য অর্জন করাতে কার্যকরী বলেও ভাবা হত না, বা, যে সব অপরাধগুলি পরম্পরাগতভাবে পরিচিত অপরাধগুলির চেয়ে আরো বেশী ধ্বংসাত্মক হবে সেই সব অপরাধসংক্রান্ত নতুনভাবে আবির্ভূত আকারগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম বলেও ভাবা হত না তাকে।

দেশে বন্দীশালার শাসনকার্য এখনও 1894 সালের কারাগার আইন দ্বারা বিশালভাবে পরিচালিত। কর্মনীতিগুলি এবং লক্ষ্যগুলি ব্রিটিশ রাজত্বকালে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত আইনপ্রণয়নে প্রতিফলিত আছে। সেগুলি শুধুমাত্র আদ্যিকালের এবং অচলই নয় বরং এই দেশে আধুনিক রূপরেখাগুলির উপর কারাগার শাসনকার্যের উন্নতিকে বিঘ্নিত করে চলেছে।

স্বাধীনতার পর কারাগারকে মানবিক করার একটি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে বহুসংখ্যক কারাগার সংস্কার কমিটি এবং কমিশন স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু 1894-এর কারাগার আইনও পরিবর্তিত হয়। ভারতের কোরাগার পরিচালনা এইভাবে, বহুলাংশে, আধুনিক অপরাধশাস্ত্রসংক্রান্ত চিন্তাভাবনা এবং সামাজিকদর্শনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বেমানান থেকে যায়। কারাগার সংস্কার (1980-83)-এর সর্বভারতীয় কমিটি জাস্টিস এ. এন. মুল্লা (Justice A. N. Mulla)-এর সভাপতিত্বের অধীনে কারাগার অবস্থার ভিতরে একটা পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান এবং কারাগার সংস্কারের জন্য বাস্তব সুপারিশ তৈরী করেন যা এ পর্যন্ত বহুদূর পর্যন্ত কাজে পরিণত না করা অবস্থায় পড়ে আছে। সংস্কার কমিটির সুপারিশের পিছু ধাওয়া করাতে, কেন্দ্রীয় সরকার সাম্প্রতিকতম তথ্য প্রদান করে পুনর্বিবেচনা করার জন্য এবং কারাগার আইনকে মজবুত করার জন্য এবং কারগার নির্দেশগ্রন্থ (Prison Manual) আইনের একটা নতুন আদর্শকে তৈরী করার জন্য এবং কারাগারকে পরিগ্রহণ এবং পরিচালনা করার জন্য নতুন আদর্শের কারগার নির্দেশগ্রন্থ তৈরী করতে কর্মপ্রক্রিয়া আরম্ভ করেছিল। এরকম একটা কার্যধারা কেন্দ্রীয় সরকারকেও, ভারত একটি সদস্য (Party) হিসাবে আছে এমন বিভিন্ন আন্তর্দেশীয় উপকরণগুলিতে, সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত আদর্শগুলিকে ব্যবহার করতে সক্ষম করবে, যেমন মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা, আন্তর্দেশীয় উপকরণসমূহ (International Instruments) যাতে ভারতও এক সদস্য হিসাবে আছে। এইসকল আন্তর্জাতিক উপকরণগুলি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী রাজ্যগুলিকে বারবার অনুরোধ করে, বন্দীদেরকে পরিচর্যার জন্য রাষ্ট্রসংঘের আদর্শমানের ন্যূনতম আইনসমূহ (United Nations Standard Minimum Rules)-কে অনুসরণ করতে এবং সকল কারাগারগুলিকে অত্যাচার এবং অন্যান্য অমানবিক ও শাস্তির অবমাননাজনক আচরণের বিষয় থেকে সুরক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ঘোষণাটিকে অনুসরণ করতে।

সংস্কার কমিটির সুপারিশকে নজরে রেখে, বন্দীদেরকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী নিম্নলিখিত গোষ্ঠীগুলিতে শ্রেণিবিভক্ত করা হয় :

(1) নরহত্যাঘটিত যাতে খুন এবং মানুষ জবাই অন্তর্ভুক্ত আছে।

(2) কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধগুলো যাতে যৌন অপরাধও অন্তর্ভুক্ত আছে।

(3) সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ যাতে সিঁধেল চুরি, ডাকাতি ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত আছে।

(4) সামাজিক অসংগঠনতা যাতে সদাসক্তি, অসদাচরণ, খুচরো জোচ্চুরি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত আছে।

(5) ধর্ষণ বা গণধর্ষণ কার্যে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত।

প্রত্যেকটি অপরাধের প্রয়োজন একটা ভিন্ন প্রতিষেধক দৃষ্টিভঙ্গী। দণ্ডব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা একটি বিকল্প চিহ্নিত বিষয়ের দিকে চালিত করেছে যাকে বলে শাস্তির 'শর্তসাপেক্ষ মুলতুবিকরণ', যা একটা কারাগারের কর্তৃপক্ষ, বন্দীর সহ্য করছে এমন একজন ব্যক্তির উপর, হয় একটা সুবন্দোবস্ত হিসাবে বা তার সময় শেষ হওয়ার আগে খালাসের জন্য পরীক্ষা করতে দেয়। 'নৈতিক পরীক্ষা বা প্রবেশন' ('Probation') হল কারাগারের বিকল্প। এটা হল আদালত দ্বারা অপরাধীর বন্দীত্বর মুলতুবিকরণ এবং একজন নৈতিক পরীক্ষার কর্মকর্তার তত্ত্বাবধান সহ বা ছাড়াই জনসমাজে কিছু শর্তের উপর তাকে খালাস করা। 1958 সাল থেকে ভারতে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে কেন্দ্রীয় নৈতিক পরীক্ষা আইন প্রচলন করার দ্বারা। 'নৈতিক পরীক্ষা'র সবচেয়ে বড় সুবিধা হল নৈতিক পরীক্ষার উপর খালাসপ্রাপ্ত অপরাধীর প্রতি কোনো কলঙ্ক লাগে না।

বন্দীদের শোচনীয় শ্রেণীগুলো, মহিলা বন্দীগণ, কিশোর অপরাধীগণ, নিরপরাধী পাগল—এদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। কারাগারে মহিলা বন্দীগণ ধর্ষিতা হয় কারাগার তত্ত্বাবধায়ক, পুলিশ কারাগার-রক্ষকদের দ্বারা। কারাগারে কুখ্যাত কাজকর্মগুলিকে রোধ করতে সেখানে স্বাধীন ব্যক্তিগণের দ্বারা নিয়মিত পরিদর্শন ও নজর রাখা হয়। জনগণের স্বার্থের মামলা-মকদ্দমাগুলিও হল অসুবিধায় পড়া লোকদের পক্ষ থেকে আদালতকে বিচলিত করার হাতিয়ার। একটি স্বাধীন সংবাদপত্র জগৎ দ্বারা তদন্তমূলক প্রতিবেদন হল মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য, প্রশাসন-আধিকারিকের অমানবিক আচরণ বা কাজকর্ম অনাবৃতকরণের মাধ্যমে, অন্য কর্মপ্রক্রিয়া। কারাগারের উপর প্রস্তাবিত জাতীয় কর্মনীতি, যা কারাগার দ্বারা সুপারিশ করা হয়েছে, তাতে সংস্কার কমিটির উচিত কারাগার শাসন পরিচালনার অব্যবহিত উদ্দেশ্যসমূহ এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যগুলিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা যাতে হেফাজতের এবং সংশোধনের বৈশিষ্ট্যসূচক প্রয়োজনগুলিকে পর্যাপ্তভাবে পরিপূরণ করা যায় যার মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় এবং পরিবেশের মূল চাহিদাগুলো অন্তর্ভুক্ত আছে।

6.3 ভারতে দণ্ডদান-সংক্রান্ত সংস্কার (Penal Reform)

কয়েদ করা হল অপরাধীগণ এবং অন্যায়কারীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার সবচেয়ে পুরোনো এবং সার্বজনীন ক্রিয়াপদ্ধতি। কাজেই কারাগার বিচারাধীন বন্দীদের অস্থায়ী আটক এবং অন্তর্বর্তীকালীন হেফাজত-এর জন্য একটা সুরক্ষিত জায়গা হিসাবে উন্নীত হয়েছে। শাস্তির একটা পদ্ধতি হিসাবে কারারুদ্ধকরণ একটা পরবর্তী পর্যায়ে পরিচিত হয়েছে। কারাগার শাসনকার্যের ক্রমোন্নতির পথে কারাব্যবস্থা বিষয়ক বিদ্যা বা পেনোলজি (penology)-এরও ক্রমোভিব্যক্তি হয়েছে। বর্তমানে সংস্কারই হল কারাবিদ্যাবিষয়ক

বিদ্যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। কারাগারের ব্যবস্থা অপরাধের প্রতি সমাজের প্রতিক্রিয়া এবং দণ্ডদান-সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলিকে পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত করে।

সমাজতত্ত্ববিদগণ এবং অপরাধবিদগণ অপরাধের কারণ খুঁজে বের করতে এবং অপরাধীর সুবিচার ব্যবস্থা এবং দণ্ডদান-সংক্রান্ত বন্দোবস্তের কার্যকারীতাকে বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে বিস্তৃতভাবে অবগত হয়েছেন। সম্প্রতি কিছু পণ্ডিতগণ এই সংকীর্ণ ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কযুক্ত-অবগতি (Twin-concerns)-এর পিছনে সরে গেছেন এবং দণ্ড বন্দোবস্তকে উন্নত করা আইন, পুলিশ ব্যবস্থা, নিরপেক্ষ সক্রিয় কর্মপন্থা, অপরাধের শিকারদের স্বার্থকে সুরক্ষিত করা, কারাগারের অবস্থার উন্নতি করা এবং বিপথগামী হওয়া ব্যক্তিকে মানবিক করাকে আইনে পরিণতকরণের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন।

অপরাধী রীতিপদ্ধতি বিধিও ভারতে মাঝে মাঝেই সংশোধিত হয়েছে, যা ভারতীয় দণ্ডদান-সংক্রান্ত আইনের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। স্বাধীনতার পর এবং 1955-এর আইন কমিশনের স্থাপনার পর 1898 সালের অপরাধী রীতিপদ্ধতির বিধির তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। আইন কমিশন 1969 সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিধি এবং দণ্ড সুবিচার ব্যবস্থার পরিমার্জনা করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যাপারটা নজরে রেখেছে। নিম্নলিখিত মূল বিবেচনাগুলি নজরে রেখে কমিশনের সুপারিশগুলো সরকার দ্বারা যত্নসহকারে পরীক্ষিত হয়েছিল :

(1) আমি হলাম অভিযুক্ত ব্যক্তি, স্বাভাবিক সুবিচারের গৃহীত আদর্শগুলি অনুযায়ী একটা ন্যায্য বিচার পাওয়া উচিত আমার।

(2) অনুসন্ধান এবং বিচারে বিলম্ব যা শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তির প্রতিই নয় বরং সমাজেরই প্রতিও ক্ষতিকর।

(3) রীতিপদ্ধতিটি জটিল হবে না এবং সর্বোপরি যতদূর সম্ভব জনসমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর প্রতি ন্যায্যভাবে মোকাবিলা নিশ্চিত করবে।

লোকসভা 1973 সালের 12ই ডিসেম্বরের বৈঠক বসিয়েছিল এবং অপরাধী রীতিপদ্ধতি বিধি খসড়া আইন 125টি সংশোধনসহ চালু হয়েছিল। অবশেষে খসড়া আইনটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেল এবং 1974 সালে পয়লা এপ্রিলে তা আইনে পরিণত হল। 1974 সালের নতুন বিধির কাজ যত্ন সহকারে নজরদারি করা হয়েছে এবং অভিজ্ঞতার আলোতে দেখা গেল কিছু অসুবিধা এবং সন্দেহগুলিকে সরানোর জন্য কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। 2000 সালে এবং অবশেষে 2005 সালের মল্লিনাথ কমিটি (Mallinath Committee)-এর প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে সেখানে যুগপৎভাবে রীতিপদ্ধতি বিধি তৈরী হয়েছে। ভারতের এই কমিটির কারাসংক্রান্ত প্রতিবিধান এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

মানবাধিকার এবং বিশিষ্ট অপরাধীদের মর্যাদা দণ্ডদান-সংক্রান্ত ব্যবস্থাতে মানানসই সংস্কার দ্বারা সবচেয়ে ভালোভাবে সুরক্ষিত হয়। বারবারা উটন (Barbara Wooton) সুপারিশ করেন যে অপরাধের সমস্যা এবং শাস্তির প্রতি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীসহ একটা আরো যুক্তিসম্মত কর্মনীতি গৃহীত হওয়া উচিত, যদি আমরা মেনে নিই যে অপরাধ হল বিভিন্ন আর্থসামাজিক কারণগুলির জটিল আন্তঃক্রিয়ার জন্য,

তাহলে একটা যুক্তিসঙ্গত দণ্ড কেবলমাত্র এখানে সেখানে কারাগার সংস্কারের সবচেয়ে মৌলিক বিচার্য। বিষয়গুলির উদ্দেশ্যে কিছু বলবে। শাস্তির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল একজন অপরাধীকে সামাজিক করা এবং সাধারণভাবে গৃহীত সমাজের আদর্শগুলিকে এবং মূল্যগুলিকে মনে গেঁথে দেওয়া যাতে সে নিজেকে একজন সামাজিকভাবে কাজে আসার ব্যক্তি হিসাবে পুনর্বাসিত করতে পারে। আধুনিক কারা বিষয়ক বিদ্যা বা পেনোলজিতে শাস্তিটা অটলভাবে ব্যক্তিগত। অর্থাৎ শাস্তিটা একজন অপরাধীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সঙ্গে সমমানের করা উচিত। দক্ষ সমাজতত্ত্ববিদ ও মনস্তত্ত্ববিদগণ, প্রবেশন অফিসারগণ এবং অন্যান্যরা যাঁরা একজন অপরাধীর আর্থ সামাজিক পশ্চাৎপট অধ্যয়ন করবেন এবং সেই অনুযায়ী শাস্তির সুপারিশ করবেন—তাঁদের দ্বারা কোনো বিশিষ্ট অপরাধীর মূল্যায়ণ পাওয়া এবং বিচার পাওয়া উচিত। শাস্তির বাঞ্ছিত পরিমাণ সর্বদা অনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। বিভিন্ন অপরাধী বিভিন্নভাবে শাস্তির প্রতিপালন করে। যাইহোক আমাদের দণ্ডবিধিতে শাস্তির মেয়াদ কঠোরভাবে চাপিয়ে দেওয়া আছে এবং বিচারকদের এই আইনের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

মানবিক অধিকার এবং ব্যক্তি মানুষের মূল্য 12 ধারাতে উল্লেখ করা আছে (যা 14 এবং 19 ধারা সহ পড়া হয়) যা দেশকে আসামী এবং অপরাধীদের প্রতি ন্যায্য যথার্থ এবং যুক্তিযুক্ত ব্যবহার প্রদান করতে বলে। সংবিধান এবং বিচার আদালত, যে অভিযুক্ত ব্যক্তি উকিল রাখতে পারে না তাকে নিখরচায় আইনী সাহায্য পেতে ব্যবস্থা করে। কয়েদ ব্যবস্থা বিচারসম্পর্কীয় খুঁটিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষার একটা নিয়মিত ধারা হওয়া উচিত যাতে অপরাধীরা একটা ন্যায্য, যুক্তিযুক্ত এবং মানবিক আচরণ পেতে পারে।

কার্যকরী দণ্ডদান-সংক্রান্ত সংস্কারের জন্য ভারতের আইন কমিশনের সুপারিশগুলোও একদেহীভুক্ত হওয়া উচিত এবং বিশেষতঃ নীচের সুপারিশগুলো :

(1) একপ্রস্থ একনিয়মানুসারী অপরাধ আদালত স্থাপিত হওয়া উচিত সারা দেশেতে।

(2) দ্রুত বিচারব্যবস্থার পদ্ধতিটির উপর জোর দেওয়া উচিত যাতে সুবিচার বিলিব্যবস্থাতে বিলম্ব এবং গড়িমসিকে যত্নসহকারে প্রতিবিধান করা হয়।

(3) দ্রুত নিষ্পাদিত ঘটনাগুলির বিচারের জন্য রীতিপদ্ধতিটি শমনের ঘটনাগুলির মতো একই হওয়া উচিত, বিধির 262 বিভাগে যেমন বিবৃত আছে তার কিছু প্রকারান্তর ব্যতীত।

(4) উচ্চ ফৌজদারী আদালতকেও হাইকোর্টের ক্ষমতা দেওয়া হয় পুনর্বিবেচনামূলক বিচারের অধিকারকে প্রয়োগ করতে।

(5) বন্দোবস্তটি কিছু ক্ষেত্রের জন্য নিবন্ধীকৃত (registered) ডাক (post) দ্বারা শমনের পরিসেবার জন্য ভালোভাবে তৈরী হবে এবং এটা দেখতে হবে যে আসামী ছোটখাট ক্ষেত্রে ডাকের দ্বারা আবেদন করতে পারে এবং শমনে উল্লিখিত টাকা পাঠাতে পারে।

Unit - 7 ❑ শাসনকার্য পরিচালনা এবং প্রেসিডেন্সী কারাগার এবং আলিপুর কারাগারের মতো সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম

গঠন

7.1 ধারণা

7.2 সংশোধনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (Correctional Institutions)-এর শাসনকার্য পরিচালনা

7.3 মানবাধিকার (Human Right) দৃষ্টিভঙ্গী

7.4 সংশোধনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (Correctional Institutions)-এর কাজকর্ম, সংশোধনী শাসনকার্য পরিচালনা (Correctional Administration)-এর প্রধান কাজকর্মগুলি নিম্নলিখিতগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে

7.5 প্রেসিডেন্সী (Presidency) কারাগার

7.6 আলিপুর (Alipore) কেন্দ্রীয় কারাগার

7.1 ধারণা

সংশোধনের পরিসেবা (correctional service)-এর ধারণাটি খুব পুরোনো নয়। এর উদ্ভাবন শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের পরবর্তী সময় থেকে যা সেই ধারণার উন্নতির দিকে নিয়ে গিয়েছিল যে, সুবিচার মানে শুধু অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া নয়, এটা আসলে একটা ন্যায়পরায়ণ সমাজের জন্য মৌলিক আদর্শগুলিকে পুনরায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা। যেহেতু সত্যকার কার্যকরী সুবিচার হওয়ার জন্য অপরাধ শুধুমাত্র অপরাধীদেরকেই অন্তর্ভুক্ত করে না, উপরন্তু অপরাধের শিকার হওয়া ব্যক্তি এবং সেই সঙ্গে সমাজকেও অন্তর্ভুক্ত করে যাতে জড়িত ব্যক্তিগণ এবং সেইসঙ্গে, এরূপ একটি অপরাধের জন্য পশ্চাৎপট যোগান দেয় যে পরিস্থিতি, তারও একটা বোধগম্য নজর নিতে পারে। পুনর্নবীকরণের নব আবির্ভূত ধারণাটি শুধুমাত্র অপরাধ এবং অপরাধীদের মধ্যে সম্পর্কের দিকেই দেখে না, উপরন্তু সেই জনসমাজগুলির দিকেও দেখে যারা অপরাধের বিস্তৃত প্রসঙ্গ যোগান দেয়। অপরাধের কার্যকারণ সম্পর্কের আরও বড় বোঝাপড়াসহ সংশোধনের পরিসেবার ধারণাটিরও একটা পরিবর্তন সাধন হয়েছে। অপরাধ সংঘটনের তত্ত্বগুলি এখন নৃতত্ত্ববিদ্যা, মনোরোগবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব এবং সমাজ-মনস্তত্ত্ব-এর সঙ্গে নিকটভাবে যুক্ত। সেখানে অপরাধীকে বোঝার জন্য একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ বার্কার (Barker) সংজ্ঞা দেন, সংশোধন হল কয়েদ করা, নৈতিক পরীক্ষা (অর্থাৎ প্রবেশন) শিক্ষার কার্যক্রম এবং সমাজ সেবার মাধ্যমে অপরাধীকে নিরপরাধী (non-offender)-তে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা। এইভাবে

জরিমানা করার থেকে জোর করার ব্যাপারটা স্থানান্তরিত হয়ে গেছে যেটা প্রতিহিংসা এবং ঘৃণা এবং প্রতিশোধ দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিল। পরিবর্তে জোর দেওয়া হচ্ছে অপরাধীর আচরণকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য রূপান্তর সাধন করার উপরে। নৈতিক পরীক্ষা বা প্রবেশন (Probation) এবং শর্তাধীনে মুক্তি বা প্যারোল (Parole)-এর কর্মকর্তাগণ, সমাজকর্মীগণ, মনস্তত্ত্ববিদগণ এবং কাউন্সিলারদেরকে একত্রে কাজ কতে হবে অপরাধীকে সমাজের মুলস্রোতে যুক্ত করার জন্য। মানব সমাজ সংক্রান্ত (civil) স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা অপরাধীগণের সংস্কারসাধন এবং পুনর্বাসনের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধীয় এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলিকে প্রভাবিত করেছে। সংশোধনীয় পরিসেবার সরকারী দপ্তরগুলির যেগুলি সুপরিকল্পিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে অপরাধীর কার্যকলাপগুলি প্রতিরোধ করাটাকে সহজ করে। এটার প্রয়োজন হয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত দপ্তরগুলির এবং অপরাধীর সুবিচার ব্যবস্থার বিভাগগুলির মধ্যে কার্যকরী সমন্বয়।

7.2 সংশোধনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (Correctional Institutions)-এর শাসনকার্য পরিচালনা

কারাগার হল বন্দী ব্যক্তিগণ এবং অন্যায়কারী এবং অপরাধীদের উপর সংশোধনের পরিসেবা আনার জন্য একটা প্রধান সংগঠন। কারাগার শাসনকার্য পরিচালনা হল অপরাধী সুবিচার ব্যবস্থার তিনটি প্রধান উপাদানের অন্যতম। অন্য দুটো উপাদান হল পুলিশ এবং বিচারক, যেখানে পুলিশ এবং বিচারক অপরাধীকে উপলব্ধি করাতে এবং কয়েদ করতে প্রধান ভূমিকা নেয়, এটা হল কারাগার যেখানে বন্দীরা নিয়ন্ত্রিত এবং সংস্কারপ্রাপ্ত হয় এবং তাদেরকে সংশোধনী পরিসেবা দেওয়া হয়। এটা হল আজ কারাগার, যা তত্ত্বাবধান সম্পর্কীয়, প্রতিরোধক, দমনমূলক, আরোগ্যদায়ক, সংশোধনমূলক এবং পুনর্বাসনমূলক এবং পুনর্সামাজিক করণের উদ্দেশ্য পালন করে। এটা ক্ষমতার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্বাধীন নয়, উপরন্তু এটা রাষ্ট্রের একটা যন্ত্র যা এর সামাজিক পরিপার্শ্ব দ্বারা এবং রাজনৈতিক উন্নতির একটা পর্যায় দ্বারা আকৃতিপ্রাপ্ত। এটা শাসনকারী শ্রেণী এবং অধীনস্থ শ্রেণীর একটা বিন্যাস। বিভিন্ন জাতীয় শক্তি (উদাহরণস্বরূপ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা N.G.O.গুলি), সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি (উদাহরণস্বরূপ, মানবাধিকারের নতুন মান) এর কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। আবাসন দপ্তর কারাগার ব্যাপারটি নিয়ে মোকাবিলা করছে। এটাকে সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয় উচ্চতম ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রীসভার একটা স্বাধীন মন্ত্রীসভার অধীনে রাখা হয়।

কারাগার রক্ষী হল কারাগারের প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মচারী, তিনি সরাসরি তত্ত্বধায়কের অধীনে কাজ করেন। তাঁর কাজে সহকারী এবং উপ-সহকারী কারাগার রক্ষীও সাহায্য। কারাগার রক্ষী কারাগারে বন্দীদের খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, বৃত্তিমূলক এবং মনোরঞ্জনকারী সুবিধা দেওয়ার জন্য দায়িত্বে থাকেন। প্রত্যেক কারাগারে, কারাগারের পুরুষ ও মহিলা বিভাগের জন্য একজন পুরুষ ও একজন মহিলা (warden) থাকেন। প্রত্যেক রাজ্যের আবাসন মন্ত্রীসভা এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কারাগারের ভারপ্রাপ্ত একজন মন্ত্রী আছেন। তিনি দণ্ডদান-প্রশাসনের (Penal Administration) রাজনৈতিক প্রধান। এই মন্ত্রীসভার

সম্পাদক হলে প্রশাসন সংক্রান্ত প্রধান। কারগারের ডাইরেক্টর জেনারেল (Director General) বা সংশোধনীয় পরিসেবার ডাইরেক্টর জেনারেল হলেন রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মী বিন্যাস (pattern)-এর কার্যনির্বাহী প্রধান, প্রতিটি জেলা মর্যাদার কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক শাসনকার্য পরিচালনা সম্পর্কিত প্রশাসনিক, আর্থিক এবং অন্যান্য বিবিধ কাজগুলি সম্পাদন করেন, এতে অন্তর্ভুক্ত আছে কারাগারের দৈনিক ব্যবস্থাপনা, অর্থাৎ বন্দীদের, কারাগার কর্মীদের এবং কারাগারের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা।

সেখানে এই কর্মীদের সঙ্গে আছে বেশ কিছু সংশোধন কর্মী (correctional staff) যারা বন্দীদের কল্যাণমূলক পরিসেবা (Welfare services) সম্পাদন করেন এবং কারাগারের দৈনিক করণিকের কাজগুলি করে। কারাগারের কর্মীদের মধ্যে আছেন ডাক্তার কর্মচারী, সমাজ-কল্যাণ কর্মচারী। সাধারণতঃ কারাগারের একটা হাসপাতাল থাকে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি এবং ওষুধ সহ। এখানে বহিরাঙ্গন (outdoor) এবং অন্তরাঙ্গন (indoor) সুবিধা আছে। কল্যাণ আধিকারিক অপরাধীর সঙ্গে মানসিক সহযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করেন। বন্দীদের নিখরচার আইনী সাহায্য দেওয়া হয় প্রয়োজনে। এটা প্রধানতঃ বিচারাধীনদের জন্য, যারা উকিলের খরচা দেওয়ার সামর্থহীন বন্দী এবং তার পরিবারকে জনসমাজ সম্পদ এবং পরিসেবার ব্যবহারে পথপ্রদর্শন দেওয়া হয়। যদি বন্দী পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হয় তবে অর্থ সাহায্য দেওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (N.G.O.) ইত্যাদি থেকে অর্থসাহায্য বা কোনো বিকল্প চাকরীর প্রয়োজন হতে পারে তার। যখন অপরাধী কারাগারে আছে, তখন সেই বন্দীর পরিবারের মূল প্রয়োজন এবং ডাক্তারী খরচ অন্যান্য উৎস থেকে মেটাতে হতে পারে। বন্দীকে শিক্ষাগত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে যাতে তার মুক্তি পাওয়ার পর সে উপার্জন করতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক এবং কিশোর অপরাধী, অন্য যে কোনো ছাপ মারা অপরাধী উভয় প্রকার বন্দীগণেরই জন্য মনস্তত্ত্বগত পরামর্শদানও দরকার।

7.3 মানবাধিকার (Human Right) দৃষ্টিভঙ্গী

বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটি, যারা ভারতে বিভিন্ন কারগারে কাজকর্ম খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদের দ্বারা সময়ে সময়ে একটা একনিয়মানুসারী আইনী মূল কাঠামোকে উন্নত করার দিকে একটা কর্মপ্রক্রিয়া নেওয়ার কথা প্রস্তাব করা হয়েছে। সর্বভারতীয় কারাগার সংস্কার কমিটি (The All India Jail Reform Committee) (1980-83) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সব কারাগার আইনে সাম্প্রতিকতম তথ্য সংযোজন, পুনর্বিবেচনা এবং মজবুতকরণকে সুপারিশ করেছে, যাতে ভারতে কারাগারগুলি 1948-এর রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights) এর বন্দীসংক্রান্ত বিষয়গুলিও সুপারিশগুলি কার্যকারী হয়।

কারাগার সংস্কারের ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হেতু হল, যে কারাগারগুলি বন্দীদের মানবাধিকারের সুরক্ষার জন্য একটা সমালোচনামূলক অঞ্চল গঠন করে। একজন ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার হরণ করে নেওয়া উচিত নয় যা সমাজকে রক্ষা করতে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজনীয় বা অপরাধীর

স্বার্থে—যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা অপরিহার্য করে। রাষ্ট্র একটা মুক্ত সমাজেতে অপরাধীর একটা সময়মত প্রত্যাবর্তনকে নিশ্চিত করতে কর্ত্তব্যবদ্ধ (duty-bound)। কাজেই কারাগারে বিচারাধিন রেখে বিচারহীন হওয়াটা এই অধিকারের লঙ্ঘন। অনুরূপভাবে পাগল অথবা নিশ্চিত নাবালক শিশুদেরকে কারাগারে কয়েদ করাটাও বেআইনী এবং ত্রুটিপূর্ণ কয়েদ করা হয়। রাষ্ট্রের উচিত বন্দীর ন্যূনতম মানের যত্ন, প্রতিপালন এবং বৃদ্ধি ও উন্নতির সুযোগ যোগান দেওয়ার জন্য কোন ভিত্তিতে কাজ করা হচ্ছে তাকে সহজবোধ্য করে তোলা। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীরা তাদের চিকিৎসার জন্য সংশোধনীয় কার্যক্রম নিম্নলিখিত বিভাগে শ্রেণীবিভক্ত :

(a) কারাগার পরিচালনা এবং সংস্কার
(b) নৈতিক পরীক্ষা
(c) প্যারোল বা শর্তাধীনে মুক্তি (Parole)
(d) শাস্তির অন্যান্য বিকল্প এবং
(e) বন্দীদের পরবর্তী যত্ন (After-care) ও পর্যবেক্ষণ

7.4 সংশোধনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (Correctional Institutions)-এর কাজকর্ম, সংশোধনী শাসনকার্য পরিচালনা (Correctional Administration)-এর প্রধান কাজকর্মগুলি নিম্নলিখিতগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে

(1) কঠোরভাবে কারাগার আইনে প্রদত্ত আইনী বন্দোবস্তের সময়কালে বন্দীদের উপযুক্ত যত্ন নেওয়া,
(2) সরকারী বিবৃতি এবং নির্দেশগুলির কার্যে পরিণত করণকে নিশ্চিত করা, যা মাঝে মাঝেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দ্বারা ঘোষিত এবং উচ্চারিত হয়।
(3) শিক্ষাগত এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া।
(4) সংশোধনী এবং কল্যাণমূলক পরিসেবা দেওয়া।
(5) বিচারাধীন এবং অভিযুক্ত অপরাধীদেরকে আইনী সাহায্যের পরিসেবা দেওয়া প্রয়োজন।
(6) বন্দীদের জন্য রাষ্ট্রসংঘ ন্যূনতম মান বজায় রাখা।
(7) অসংগত কয়েদ এবং আবদ্ধকরণ এবং আটক অবস্থা বন্ধ করা যা মানুষের হয়রানির কারণ
(8) বন্দীদেরকে মানবসমাজ সংক্রান্ত (civil) এবং রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া।
(9) বন্দীদের উপার্জন সৃষ্টির পরিসরের উন্নতি করা, তার জন্য বন্দীদের দ্বারা ভাল আচরণ দেখানোর এবং সেই সঙ্গে উপার্জন ক্ষমতা বাড়ানোর রাস্তা পরিষ্কার করা।
(10) পুনর্বাসনের সহয়তা দেওয়া, তাদের ভবিষ্যতে ভালো থাকা এবং মূল স্রোতে ফেরা সহজ করা।

(11) বেআইনী গ্রেপ্তার, আবদ্ধকরণ এবং আটক অবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রমাণ করা, যেমন এটা মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘনকে সমতুল করে।

7.5 প্রেসিডেন্সী (Presidency) কারাগার

প্রেসিডেন্সী কারাগার, উনিশ শতকের শুরুর দিকে, শ্রেণীবিভক্ত অপরাধীদের কয়েদ করার জন্য, ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা স্থাপিত হয়। এটা কলকাতার প্রেসিডেন্সী শহরে, প্রেসিডেন্সী কারারক্ষকের সরাসরি তত্ত্ববধান ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে এবং পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলের পরোক্ষ তত্ত্বাবধানের অধীনে স্থাপিত হয়। প্রেসিডেন্সী কারাগার হল ভারতে অন্যতম বৃহত্তম কারাগার, যা স্থাপিত হয়েছে কমপক্ষে 1800 বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধীকে রাখার জন্য। এটা ছিল একটা কেন্দ্রীয় কারাগার বা বন্দীশালা, যে বন্দীরা 3 বছরের বেশী সময়ের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছে তাদের জন্য এবং কিছু সংলগ্ন কিন্তু আলাদা অঞ্চল আছে বিচারাধীন মহিলাদের জন্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষতঃ স্বাধীনতার পরে, প্রেসিডেন্সী কারাগারের ক্রমশঃ পরিবর্তন হয়েছে। সংশোধিত কারাগার আইনে প্রদত্ত, বন্দীদের প্রতি কার্যকরী সংশোধনী পরিসেবা আনয়ন করার জন্য কারণটিকে মদত দেওয়াতে এর অগ্রণী ভূমিকা আছে। প্রেসিডেন্সী কারাগারের বেশীর ভাগ বন্দীশালাগুলি 1950 সালের পর তৈরী হয়েছে, তাতে রাজনৈতিক বন্দীদেরকেও রাখার জন্য। এর মনোরঞ্জনকারী ক্রিয়াকলাপের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থাপনা আছে। যেমন, ফুটবল খেলার মাঠ এবং অন্যান্য খেলার মাঠ, অন্তরাঙ্গন খেলা (Indoor games), গান এবং প্রার্থনা দালান। এর পৃথক শিক্ষা সম্বন্ধীয় (educational) এবং বৃত্তিমুলক (vocational) বিদ্যালয় আছে বন্দীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ জ্ঞাত করার জন্য।

7.6 আলিপুর (Alipore) কেন্দ্রীয় কারাগার

এই কারাগারও স্বাধীনতার বহু পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। বহু স্বাধীনতাসংগ্রামী ও অন্যান্য বন্দীদের জায়গা দেওয়ার জন্য 1907 সালে এটির পরিসর ও প্রকোষ্ঠ অনেক বাড়ানো হয়। এটা বাংলার বৈধ কর্তৃত্বের এলাকার একটা কেন্দ্রীয় কারাগার ছিল। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে কারাগারটি এখানে কয়েদীদের রাখত। এটাও খুব বড় কারাগার, 2000-এর বেশী বন্দী রাখা যায়। এখানে যেসব বন্দীগণের 3 বছরের বেশী কারাদণ্ড আছে তাদেরকে রাখা হয়। আলিপুর কারাগারের বিশেষত্ব হল এটা আলিপুর আদালতের কাছেই অবস্থিত। পুরুষ ও নারী হেফাজত (word) আলাদা। বন্দীদের সংশোধন এবং কল্যাণ পরিসেবা প্রয়োগের বন্দোবস্ত আছে। কারাগার চত্বরের মধ্যেই বিশেষ আদালতও আছে বিশেষ ঘটনাগুলি বিচারের জন্য, যেমন, উগ্রপন্থী, মজ্জাগত অপরাধী, বা রাজনৈতিক ঘটনা যার জনগণের উপর ভয়ঙ্কর প্রভাব আছে। কারাগারের চত্বরটি খুব বড়। এখানে পুরুষ ও নারী উভয় বন্দীদের জন্যই নানা মনোরঞ্জনকারী ব্যবস্থা আছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে খেলাধূলার ব্যবস্থা। সংশোধনী এবং কল্যাণ পরিসেবাকে দৃষ্টিতে রেখে কারাগার আই দ্বারা অনুমোদিত সব সুবিধাগুলোকে এইভাবে যোগান দেওয়া হয়। বন্দীদেরকে উপার্জন সৃষ্টি করার সুযোগ উপহার দিতে এই কারাগারের একটা বড় এবং বিখ্যাত

ছাপাখানা আছে। বেশীরভাগ সরকারের আদেশানুযায়ী মুদ্রণই প্রদত্ত হয় যাতে বন্দীরা যথেষ্ট সুযোগ পায় উপার্জনের এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের। এই কারাগারের একটা ভাল হাসপাতাল আছে বন্দীদেরকে চিকিৎসা পরিসেবা দিতে। এছাড়াও কারাগারের একটা পরামর্শদানের কেন্দ্র আছে অপরাধী এবং অন্যায়কারীদেরকে পুনরায় সামাজিককরণের জন্য এবং মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদেরকে উপযুক্ত মনস্তত্ত্বগত পরামর্শ দেওয়ার জন্য। সরকার এই কারাগারকে একটা আদর্শ সংশোধনী পরিসেবা কেন্দ্র তৈরী করতে প্রস্তাব দিয়েছে। এই কারাগারের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী হলেন বিশেষ কারারক্ষক যিনি বন্দীশালার ইন্সপেক্টর জেনারেলের ডাইরেক্টর (Director of Inspector General of Prisons)-এর অধীনে কাজ করেন। উল্লেখ করা যায় 1905 সালে আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত ঋষি অরবিন্দের সেল এখানেই ছিল। এই সেলটি এখন খুবই যত্ন সহকারে উপাসনালয়ের মত করে রাখা হয়।

Unit - 8 □ নৈতিক পরীক্ষা বা প্রবেশন (Probation) শর্তাধীনে মুক্তি বা প্যারোল (Parole), বিধিবদ্ধ নিয়মসংক্রান্ত (statutory) বন্দোবস্ত, এবং পরবর্তী যত্নের আদর্শ এবং চর্চা, অপরাধের নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালন ভূমিকা

গঠন

8.1 নৈতিক পরীক্ষা বা প্রবেশন (Probation)

8.2 শর্তাধীনে মুক্তি বা প্যারোল (Parole)

8.3 বন্দীর পরবর্তী যত্ন (After Care)

8.4 অপরাধের প্রতিরোধ

8.1 নৈতিক পরীক্ষা বা প্রবেশন (Probation)

ভারতে নৈতিক পরীক্ষা বা প্রবেশন (Probation)-এর বন্দোবস্ত 1958 সালে চালু হয়েছিল কেন্দ্রীয় নৈতিক পরীক্ষা বা প্রবেশন (Probation)-এর আইন চালু করার দ্বারা। যদিও 1898 সালের অপরাধী রীতিপদ্ধতি বিধি প্রবেশন-এর উপর একজন অপরাধীর খালাস করাকে অনুমতি দিয়েছিল কিন্তু এটা উপযুক্ত হয়েছিল শুধুমাত্র কিশোর অপরাধী এবং প্রথমবার অপরাধকারীর ক্ষেত্রে। তত্ত্বাবধানের জন্য সেখানে কোনো বন্দোবস্ত ছিল না এবং শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণীর জেলা-প্রশাসক (Magistrate)-দেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল প্রবেশন অনুমোদন করার। ব্রিটিশ সরকার রাজ্যগুলিকে (রাজ্য সরকারগুলিকে) অনুমতি দিয়েছিল 1934 সালে, প্রবেশনে খালাসের উপর তাদের নিজেদের আইনকে প্রণয়ন করতে। মাদ্রাজ (Madras) এবং মধ্যপ্রদেশ এরূপ একটা আইন 1936 সালে করেছিল। বম্বে (Bombay) এবং উত্তরপ্রদেশ 1938 সালে, হায়দ্রবাদ 1953 সালে এবং পশ্চিমবঙ্গ 1954 সালে। কিন্তু এত সকল আইনগুলো শুধুমাত্র কিশোর অপরাধীদের প্রবেশন-এর উপর খালাসের জন্য করা হয়েছিল।

প্রবেশন হল কয়েদ করার বিকল্প। এটাকে বলা হয় (alternative to prison)। এটা আদালতের দ্বারা একজন অপরাধীর কারাদণ্ডকে ঝুলিয়ে রাখা এবং একজন নৈতিক পরীক্ষার কর্মচারী বা প্রবেশন অফিসার (Probation Officer)-এর তত্ত্বাবধান সহ বা ছাড়াই জনসমাজেতে বাস করতে কিছু শর্তের উপর তাকে খালাস করা। পরবেশন, অন্যান্য সব কিছুর মধ্যে অপরাধ সংঘটনের প্রকৃতি এবং অপরাধীর আচরণ এবং তাকে স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে আনার সম্ভাবনাকে বিবেচনা করে আদালতের দ্বারাই অনুমোদিত হয়।

প্রবেশনের ধারণাটা ছিল, অপরাধীকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়কে পরিবর্তন করতে এবং তার দরুণ সামাজিক আদর্শগুলিকে একটু নড়বড়ে করে দিয়েও, সমাজসংক্রান্ত-মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ, অপরাধবিদগণ, এবং আইনী দার্শনিকগণের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা।

1958-এর আইন সব অপরাধীদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়। এটা সর্বাধিক 3 বছরের সময়ের জন্য একটা প্রবেশন-এর উপরে খালাস করার অনুমতি দেয়, এবং এই মেয়াদটাকে প্রত্যাহার করার বন্দোবস্ত আছে। কিছু রাজ্যসমূহ এটাকে আইন দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত করেছে যেখানে কিছু রাজ্যের পৃথক পরিচালকমণ্ডলীই আছে। প্রবেশন অফিসারকে দুটো কাজ দেওয়া হয়েছে : সামাজিক অনুসন্ধান এবং নৈতিক পরীক্ষার পরীক্ষার্থী অর্থাৎ প্রবেশনার (probationer)-দের তদারকি। সেখানে প্রায় গড়ে 550 জন প্রবেশন অফিসার আছেন সারা দেশেতে। একজন প্রবেশন অফিসার 20টি ঘটনা অনুসন্ধান করেন এবং কমপক্ষে বছরে 10টি ঘটনা তত্ত্বাবধান করেন।

প্রবেশন-এর উপর অপরাধীদের খালাসের বন্দোবস্ত, বন্দীশালার উপরে এর সুবিধাকে বিবেচনা করে, এখন সব সভ্য গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে চর্চিত হচ্ছে। এর প্রধান সুবিধা হল এই যে, প্রবেশনের উপর খালাসে অপরাধীর উপর কোনো কলঙ্ক পড়ে না। এটা সেই বন্দীদের মতো নয় যাদের সামাজিক গ্রহণীয়তা পাওয়াটাকে বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। মহিলা অপরাধীরা বিশেষ করে সবচেয়ে অসুবিধায় পড়ে তাদেরকে পরিবার এবং জনসমাজ পরিত্যাগ করতে হতো এইভাবে প্রবেশন সামাজিক পুনঃঅখণ্ডকরণ (social reintegration)-এ সাহায্য করে। অন্য এক তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (point) হল যে, সেখানে একজন প্রবেশনারের অর্থনৈতিক জীবনে কোনো ছেদ নেই। একজন বন্দী কারাগারাবদ্ধ হওয়ার ফলে তার চাকরী হারায় এবং ছাড়া পাওয়ার পরও কাজ খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়। কিন্তু একজন প্রবেশনার তার জীবিকার জন্য কাজ চালিয়ে যেতে পারে অর্থনৈতিক ক্ষতি ভোগ না করেই। প্রবেশনারদের পরিবার কষ্টভোগ করে না এবং সে হতাশা অনুভব করে না কারণ সে তাদের থেকে অনেক লম্বা সময়ের জন্য পৃথক হয়ে নেই।

প্রবেশনের ব্যবস্থাটা অবশ্য ত্রুটিমুক্ত নয়। অপরাধীকে সেই পরিবেশেতেই রাখা হয় যে পরিবেশে থেকে সে অপরাধ করেছিল। অপরাধীর পুনরায় ঐ অপরাধ করার সুযোগ থেকে যায়, হয় স্বেচ্ছায় বা অন্যান্যদের দ্বারা উত্যক্ত হওয়ার পরিস্থিতির জন্য। এছাড়াও একজন প্রবেশনারের শাস্তির কোনো ভয় নেই, যদিও অপরাধের শিকার হওয়া ব্যক্তি এবং সমাজ নিজেও সুবিচার থেকে বঞ্চিত অনুভব করতে পারে এবং সমাজে আতঙ্কের চেতনাটাই বেশী প্রভাব লাভ করে থাকতে পারে।

কিন্তু প্রবেশনের সুবিধা হল অসুবিধার চেয়ে আরও বেশী। প্রবেশন অপরাধীদেরকে নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির অধীনে সংশোধনের সুযোগ দেয়। সে তার অপরাধের পুনরাবৃত্তি করতে বাধা পায় এবং ক্রমশঃ একজন নিরপরাধীতে রূপান্তরিত হয়। সংস্কারগণ কয়েদ করার একটা খাঁটী বিকল্প হিসাবে প্রবেশনকে আনয়ন করার দ্বারা এটাকে আরও কার্যকরী বানিয়ে তোলার জন্য নতুন বন্দোবস্তগুলিকে প্রস্তাব করতে গিয়ে প্রবেশনের বিরুদ্ধে সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। দ্রুত এবং ঝঞ্ঝাটমুক্ত প্রবেশন প্রবেশনারদেরকে সহজে পুনর্বাসনের দিকে নিয়ে যায়। এটা তাদের পরিবারের সময়, টাকা এবং লোকবল বাঁচায়। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি স্মর্তব্য। স্বামীজী বলতেন "কেউ অপরাধী হয়ে জন্মায় না। প্রত্যেক

সাধুর (Saint) যেমন একটা অতীত আছে, তেমনি প্রত্যেক অপরাধীর একটা ভবিষ্যৎ আছে।" Probation ও Parole এর মর্মার্থ এই বাণীর গভীরে নিহিত।

8.2 শর্তাধীনে মুক্তি বা প্যারোল (Parole)

শর্তাধীনে মুক্তি বা প্যারোল (Parole) হল স্বতন্ত্র পরিচর্যার অন্য আরেক পদ্ধতি। প্যারোল হল একটা শর্তের উপর একজন অপরাধীকে খালাসের অনুমোদন, যে অপরাধী একটা শাস্তিমূলক প্রতিষ্ঠান (Penal Institution)-এ তার কারাবাসের একটা অংশ পালন করেছে। যখন সেটা শর্তের উপর প্রযুক্ত একটা জনসমাজের পরিচর্যা বলে গণ্য হয় এবং তত্ত্বাবধানের পদ্ধতিগুলিও সেখানে প্রবেশনে নিযুক্ত হয়ে নিকটভাবে একে অপরের অনুরূপ হয়, তবুও সেখানে এই দুইয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য থেকে যায়। প্যারোলের ক্ষেত্রে সেখানে একটা প্রতিষ্ঠানগত পরিচর্যা থাকে। প্যারোল হল প্রতিষ্ঠানগত পরিচর্যার সঙ্গে সংলগ্ন, যেখানে প্রবেশন হল এর পরিপূরক। আরেকটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে প্যারোলের ভবিষ্যৎ আচরণকে বিচার করে রায় দেওয়া যায় যেখানে প্রবেশনের ক্ষেত্রে এটা হল আদালত যে আরো দূর বিন্যাসকে সুবিন্যস্ত করে দেয়। বার্ন্স (Barnes) এবং টীটার্স (Teeters)-এর কথায় "এটা হল খালাসের একটা আকার, কিন্তু এটা সর্বদা কিছু প্রকার তদারকিকে আগে থেকেই ধরে নেয়, কারণ এটা স্বাধীনতা নয়। একটি আদালত, বা, বিচারক বা কোনো একটি প্রতিষ্ঠানগত অভিজ্ঞতা ছাড়াই যে অভিযোগ হয়েছে সেটাকে অনুসরণ করে একটা পূর্ব-কারারোধ ছাড়া কোনো শর্তাধীনে মুক্তি (প্যারোল) থাকতে পারে না। এই প্যারোলটি কোনো প্রকার তত্ত্বাবধানের অধীনে কোনো ধরণের প্রতিষ্ঠান থেকে ছাড়া পেয়েছে এমন হতে হবে। সুতরাং এটাকে প্রবেশনের ক্ষমার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। অতএব প্যারোল অনুমোদন হল, একজন বন্দীকে কারাগারের দেওয়ালের বাইরে তার কারারোধের একটা অংশ পালন করার জন্য একটা অনুমতি মাত্র, যেন প্রবেশনের বিরুদ্ধে সে কর্তৃপক্ষের রক্ষণাবেক্ষণে থাকাটাই চালিয়ে যায় আইনগত এবং বাস্তবিক—উভয়ভাবেই এবং এখনও সংযমের অধীনে। প্যারোল বিস্তৃতভাবে এবং দক্ষভাবে পরিচালিত হয়, জনসমাজকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয় যে, খালাসপ্রাপ্ত বন্দী হল তার প্রতিষ্ঠানগত প্রশিক্ষণের কারণে একজন সম্ভাবনাপূর্ণ সম্পদ, এবং এটা হল একটা অগ্রগামী কারাব্যবস্থা বিষয়ক বিদ্যা শাস্তিদানতত্ত্ব বা পেনোলজি (Penology)-এর অন্যতম লক্ষ্যণীয় চিহ্ন।

কাজে এবং উপযোগিতায় নিকটভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত প্যারোল হল অনবক্ষয় কারাবাস, যদিও এটা দেশেতে প্রচলিত নয়।

কিছু অন্যান্য অগ্রগামী দেশে চালু এই প্যারোল বা অনির্দিষ্ট কারাবাসের আলোতে ঐ ভালো আচরণের আইনের জন্য বন্দীর মুক্তি, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ রাজ্যে প্রবর্তিত হয়েছিল। এই আইনের অধীনে, একটি রাজ্য সরকার একজন বন্দীকে মুক্তি দিতে পারে শর্তের বিষয়াধীন অনুমোদনের উপর, যদি তার পূর্ব ইতিহাস থেকে বা কারাগারে তোর আচরণ থেকে তাকে মনে হয় সে অপরাধ থেকে মুক্ত এবং উপযুক্ত ও শ্রমসংক্রান্ত জীবন চালাবে। তাকে দেশের বা একটা ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী বা

একজন ব্যক্তি, যে তার দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক, তার তত্ত্বাবধানের অধীনে রাখা হয়। একটা অনুমোদন প্রত্যাহারযোগ্য হয়। প্রত্যাহারের উপর বন্দীকে পুনরায় বিবেচনার জন্য পেশ করা হবে এবং সে মূল কারাবাসের শেষ না হওয়া মেয়াদটিকে পরিসেবা দেবে তার খালাসের আগে যে কোনো বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

8.3 বন্দীর পরবর্তী যত্ন (After Care)

"বন্দীর পরবর্তী যত্ন (After Care)-এর ধারণাটা উদ্ভুত হয়েছে কারা-ব্যবস্থা বিষয়ক বিদ্যার চিন্তাভাবনা থেকে যা পুনর্সংস্কার এবং পুনর্বাসনাকে শাস্তিমূলক প্রশাসনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করে।" [পরবর্তী যত্নের কাজকর্মের উপর উপদেশ প্রদানকারী কমিটি, কেন্দ্রীয় সামাজিক কল্যাণ পর্ষদ 1954-এর প্রতিবেদনা]। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের এই পরবর্তী যত্নের দিকটাতে বন্দীদের যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য আজকাল খুব মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। সাধারণতঃ একজন আসামী তার মানবসমাজসংক্রান্ত (civil) অধিকার বেশ কিছুটা হারায়, তাকে সমাজ কলঙ্কিত ধরে নেয় এবং সরকারী বা বেসরকারী চাকরী পেতে এবং সমাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে বেশ অসুবিধা হয় তার। যেমন বার্গ এবং টীটার্স উল্লেখ করেন, একজন প্রাক্তন আসামী কারবারের পর জীবনের জন্য খারাপভাবে প্রস্তুত কারণ মানবসমাজসংক্রান্ত অধিকার হারানো, অভিযুক্ত হওয়ায় কলঙ্ক, পুলিশের অনুসরণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা—এগুলো থেকে সে ভোগে। তারা লক্ষ্য করে, "যে বন্দী সমাজে ফিরছে সে বেশীরভাগ অনুকূল অবস্থার অধীনে গভীরভাবে প্রতিবন্ধী। এটা বিশেষভাবে সত্য, কারণ চাকরী অর্জনের ব্যাপারটা এখানে জড়িত।" নিঃসন্দেহে কিছু অগ্রবর্তী দেশে কিছু কল্যাণকর মাধ্যমসমূহ প্রাক্তন আসামীদের পরবর্তী যত্নের পরিসেবা প্রদান করে এবং তাদেরকে চাকরী পেতে সাহায্য করে কিন্তু আমাদের দেশে এই দিকের প্রতি খুব কম মনোযোগই দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় কারাগার সংস্কার কমিটি (1918-1919) জোর দিয়েছিল বন্দীদের খালাসের সাহায্যের জন্য। এটা এই কমিটির সুপারিশের উপর ছিল যে এই কাজে নির্মল উদ্দীপনা দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মহাত্মাগান্ধী জাতীয় সরকারকে দেশের জেলখানা (Prison Hense) ও বন্দীদের কথা ভাবার জন্য আবেদন করেন। গান্ধীজী দীর্ঘদিন জেলে অবস্থানের সময় বন্দীদের দুর্দশার অভিজ্ঞতার কথা লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে 1951 সালে সরকার একটি জেল পরিদর্শক কমিটি গঠন করেন। বৃহদাকারে এবং বিজ্ঞানসম্মত রেখায় এরূপ পরিসেবা প্রদান করতে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ 1954 সালের পরবর্তী যত্নের উপর একটা উপদেশকে কমিটি নিযুক্ত করেছিল। বর্তমান পরিসেবার অবস্থাকে পরীক্ষা করার জন্য এবং তাদের উন্নতির জন্য কিছু নির্দিষ্ট বন্দোবস্তসমূহকে প্রস্তাব করেছিল। পুনরায় 1990 সালে একটা কমিটি তৈরী হয়েছিল পরবর্তী যত্নের পরিসেবাকে অনুসন্ধান করতে। বিভিন্ন মাধ্যমসমূহের কাজ পুনঃসমীক্ষা করার পর এটা পরবর্তী যত্নের পরিসেবাকে অনুসন্ধান করতে। বিভিন্ন মাধ্যমসমূহের কাজ পুনঃসমীক্ষা করার পর এটা পরবর্তী যত্নের পরিসেবার জন্য একটা বোধগম্য পরিকল্পনাকে প্রস্তাব করেছিল, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে কিশোর অপরাধী এবং বিধবাগণের জন্য পরবর্তী যত্নের পরিসেবা। এই কমিটি পরবর্তী যত্নের দুটো দিক আলোচনা করেছে, সেটা হল বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন এবং সামাজিক

পুনর্বাসন–যেগুলি পরস্পরভাবে স্বাধীন। নিঃসন্দেহে কিছু পরবর্তী যত্নের আবাসন তৈরী হয়েছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিদের জন্য। কিন্তু প্রাক্তন আসামীদের জন্য সত্যকার এবং যথাযথ পরিসেবা এখনও অরণ্যে রোদন। সমাজ কল্যাণের উপর অধ্যয়নের একটা দল সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছে যে "এটা আক্ষেপের বিষয় যে এগুলোর স্বেচ্ছাসেবী প্রচেষ্টাকে ব্যবসাকেন্দ্রগুলি পরবর্তী যত্নের কার্যক্রমের কর্মসম্পাদনে কার্যকরীভাবে সদ্ব্যবহার করেনি।"

বাস্তবে এটা অনুভূত হয় যে অপরাধের প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ, অপরাধীদের পরিচর্যা এবং বন্দীদের পরবর্তী যত্নকে সামাজিক আত্মরক্ষার একটা ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম হিসাবে গণ্য করা উচিত। কারাগার এবং সংশোধনী পরিসেবার দপ্তরের উচিত কারাগার, কিশোর অপরাধী, নৈতিক পরীক্ষা এবং পরবর্তী যত্নের পরিসেবার উপরে বৈধ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা।

8.4 অপরাধের প্রতিরোধ

1950 সালের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ বৈঠক তাদের প্রস্তাবে অপরাধের প্রতিরোধ এবং অপরাধীদের পরিচর্যার উপর প্রত্যেক 5 বছরে একটা আন্তর্জাতিক কংগ্রেসকে আহ্বান জানানোর ব্যবস্থা করেছিল। প্রথম কংগ্রেস 1955 সালে জেনেভা (Geneva)-তে, দ্বিতীয় 1960 সালে লন্ডনে (London), তৃতীয় 1964 সালে ফোক্কেটস হাস (Folkets Hus) স্টকহোম (Stockholm)–এতে অনুষ্ঠিত হয়। ৩য় কংগ্রেস দুটো কার্যক্রমের উপর আলোচনা করেছিল—

(a) পরিবারের শিক্ষা, সুরক্ষা কার্যক্রম, পুলিশ পরিসেবা ইত্যাদির মাধ্যমে অপরাধ করার পূর্বেই প্রতিরোধ,

(b) অপরাধ করার ঝোঁকের প্রতিরোধ।

এই শেষেরটির 4টি বন্দোবস্তের প্রয়োজন :

(1) অপরাধসংক্রান্ত আচরণ ঘটানোর মতো (criminogenic) কারণসমূহ নিয়ন্ত্রণ যা অপরাধ করার ঝোঁকের সহায়ক, যেমন, ঝুলে থাকা বিচারের আটক অবস্থা, বিচার পরিচালনাতে অসমতা ইত্যাদি।

(2) প্রাপ্তবয়স্ক প্রবেশন এবং অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্তসমূহ,

(3) বিশেষ প্রতিরোধ এবং অল্পবয়স্ক অপরাধীদের পরিচর্যা বন্দোবস্তসমূহ,

(4) অস্বাভাবিক অপরাধীদের দ্বারা অপরাধের কাজের প্রতিরোধ ও তাদের পরিচর্যা ও কর্মপোযোগী (employable) করার জন্য Training ব্যবস্থা।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কিছু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গত কয়েক বছর ধরে অপরাধের প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণে এবং বন্দীদের সংস্কারে আকাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছতে আরো বহু পদক্ষেপ এখনো প্রয়োজন। নিম্নলিখিত কিছু প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে :

(1) সেই আদর্শের অবলম্বন যা শাস্তি থেকে পরিচর্যাতে স্থানান্তরিত হয়।

(2) বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা হ্রাস

(3) স্বল্পস্থায়ী কারাবাসকে নিরুৎসাহিত করা

(4) জরিমানা এবং আদালতে নির্দিষ্ট দিনে হাজির না হওয়া ব্যক্তিকে কয়েদ করা কমানো

(5) অকালে খালাস।

শেষ কিন্তু একেবারে শেষ নয়, সেখানে উপযুক্ত তারিখের পূর্বেই অথবা তাদের কারাবাস শেষ হওয়ার পর খালাসপ্রাপ্ত বন্দীদের জন্য সম্পূর্ণ সময়ের জন্য পরবর্তী যত্নের পরিসেবা থাকা উচিত। এটা ছাড়া যে বন্দীর যাওয়ার কোনো জায়গা নেই, সে বাধ্য হবে তার পুরোনো আড্ডা এবং পুরোনো বন্ধুদের খুঁজে নিতে এবং তার উপর যত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে সব নষ্ট হয়ে যাবে। পরবর্তী যত্নের একটা কার্যক্রম অবশ্য বন্দীর সামাজিক এবং বৃত্তিমূলক পুনর্বাসনের সমস্যার সঙ্গে নিজের শক্তিকে নিয়োগ করবে এবং তাকে একজন সৎ স্বাধীন সত্তা হিসাবে তার নিজের পায়ে দাঁড় করাবে। প্রাক্তন আসামীর বিরুদ্ধে অতি প্রচলিত পূর্বসংস্কারগুলি বিবেচনা করে দেশের উচিত একটা প্রস্তুত অবস্থা দ্বারা তার পুনর্বাসনকে সহজসাধ্য করে তুলে তাকে পুনরায় কাজে বহাল করতে পথনির্দেশ দেওয়া, যদি সে প্রবেশন এবং পরবর্তী যত্নের মাধ্যম থেকে একটা ভাল চিরকুট (chit) অর্জন করে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না করা হচ্ছে, কারাগার তার জন্য সেই জায়গাই হয়ে থাকাটা চালিয়ে যাবে, যে জায়গাটা জনগণের পয়সায় ভবিষ্যৎ অপরাধীদের লালন পালন করছে, যারা, শাস্তির কড়া মূল্যে তাদের ঋণ শোধ করার পরও সৎ নাগরিক হিসাবে বাঁচতে তাদেরকে একটা সুযোগ দিতে সমাজ প্রত্যাখ্যান করায় তারা তিতিবিরক্ত, ফলে তারা আরো অসামাজিক আচরণের দিকে পরিচালিত হবে।

সেখানে কারাগারে হাসপাতালগুলির সঙ্গে যুক্ত মনঃস্তত্ত্বগত ডাক্তারখানা থাকা উচিত, যেমনটি আমেরিকাতে করা হয়েছে। এই ডাক্তারখানাগুলিতে যুক্ত বহিরাঙ্গণ কর্মীগণের (Field workers) উচিত বন্দীদের পরিবার, ঘর, এবং বন্দীদের অতীত ইতিহাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা, যাতে ব্যক্তিগত পরিচর্যা দেওয়া যায়।

এটা আশা করা যায় যে যদি উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি চর্চা করা হয়, সেগুলি সমস্ত দেশের মধ্য দিয়ে অপরাধের হ্রাসকরণে অনেক দূর চলবে।

Unit - 9 ▫ সংশোধনী প্রতিষ্ঠান (Correctional Institution), রাষ্ট্র সংগঠন (State Organisation), পর্যবেক্ষণ আবাসন (Observation Homes), শিশু আবাসন (Children Homes) এবং আশ্রয় আবাসন (Shelter Homes)

গঠন

9.1 সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের গঠন এবং কার্যাবলী

9.2 রাজ্য সংগঠন (State Organization)

9.3 পর্যবেক্ষণ আবাসন (Observation Homes)

9.4 শিশু আবাসন (Children Home)

9.5 বিশেষ আবাসন এবং আশ্রয় আবাসন

9.1 সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের গঠন এবং কার্যাবলী

সংশোধনী প্রতিষ্ঠান (Correctional Institutions) বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধীদেরকে সংশোধনী পরিষেবা দেয়। সংশোধনী পরিসেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সরকারী দপ্তরগুলি, যেগুলি পরিকল্পিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সংগঠিত এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যেগুলির কার্যকলাপ কম সমন্বিত (কিন্তু একেবারে অসমন্বিত নয়), তাদের মধ্য দিয়ে অপরাধী কার্যকলাপের প্রতিরোধ করা। প্রতিরোধ হতে পারে প্রকৃতিতে শাস্তিমূলক (যেমন—কারাগার, প্রবেশন)। এর অপরাধী সুবিচার ব্যবস্থার সব সপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন।

যা নিয়ে অপরাধী সুবিচার ব্যবস্থা (Criminal Justice System বা CJS) বস্তুতঃ গঠিত হয় :

(a) অনুসন্ধানকারী মাধ্যম

(b) অভিযোগকারী মাধ্যম

(c) আদালতের মাধ্যমে সুবিচার বিলি করার ব্যবস্থা

(d) সংশোধনী পরিসেবা, অথবা, কারাগার।

CJS-এর এই 4টি অঙ্গ উন্নতির জন্য দক্ষ কমিটি দ্বারা সুপারিশকৃত হয়েছে। প্রথমতঃ অপরাধীর বিচার ব্যবস্থাতে একটা উদাহরণ দেওয়ার মত (Paradigm) স্থানান্তরকরণই (shift) সত্যতার জন্য অন্বেষণ

হবে এবং শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণের নির্ধারক হবে না। বিচারক আরো কার্যকরী ভূমিকা নেবেন। অনুসন্ধানকারী এবং আইন বলবৎকারী মাধ্যম হিসাবে পুলিশের, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য বহিরাগত প্রস্তাবগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা অবস্থায় থাকতে হবে এবং সংশোধনী প্রতিষ্ঠানগুলি বা কারাগার অপরাধীকে সংশোধনী এবং নিরাময়কারী উভয় পরিসেবাই দেবে যার ভিত্তিমূলক উদ্দেশ্য হল অপরাধীকে নিরপরাধীতে রূপান্তরিত করা। মানবসমাজসংক্রান্ত স্বাধীনতাগুলি (civil liberties) এবং মানবাধিকারসমূহের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা অপরাধীর পুনর্সংস্কার (reformation) এবং পুনর্বাসন (rehabilitation)-এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলিকে প্রভাবিত করেছে। মৌলিক অধিকার, মানবিক অধিকারের ধারণা এবং সরকারী দপ্তরের রীতিনীতি সংক্রান্ত আচরণবিধি সমূহ (protocols) ভারতের অপরাধীর সুবিচার ব্যবস্থার মূলভিত্তিকে গঠন করে এবং এর সংশোধনী পরিসেবাকে প্রভাবিত করে। বহুজনে এটাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে মানবাধিকারের সবচেয়ে ভাল সুরক্ষা কবচ হল ব্যাখ্যাযোগ্য সংশোধনী পরিসেবাসমূহ (accountable correctional services)। অপরাধীর প্রতি সংশোধনী পরিসেবাতে একটা আরো বেশী মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীই হল ভারতে এখন অঙ্গীকৃত লক্ষ্য। অপরাধের কারণকে আরো বেশী করে বোঝার সঙ্গে সংশোধনী পরিসেবার ধারণাটাও একটা সাগর ন্যায় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। বলদায়ী সুবিচারের নতুন আবির্ভূত ধারণাটা শুধুমাত্র অপরাধের কাজ এবং অপরাধীর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককেই চেয়ে দেখে না উপরন্তু জনসমাজকেও চেয়ে দেখে, যা অপরাধের জন্য বিস্তৃত প্রসঙ্গ যোগান দেয়।

সংশোধনী প্রতিষ্ঠান বা কারাগার বা বন্দীশালা হল একটা নরনারী নির্বিশেষে জগত যেখানে প্রতিটি বন্দী কলঙ্কযুক্ত হয় এবং তাদেরকে অপরিচিতদের সঙ্গে একসঙ্গে থেকে শক্তভাবে–সুচিনির্দিষ্ট (scheduled) কাজ করে যেতে হয়। বন্দীরা স্বাধীনতা, সুবিধা, ভাবাবেগ সম্পর্কিত সুরক্ষা এবং অসমকামী সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত। ভারতীয় সংশোধনী প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই সকল সাধারণঘটিত পরিস্থিতিকে বিবেচনা করে সংশোধনী প্রতিষ্ঠানগুলির নিম্নলিখিত প্রধান কাজগুলিকে প্রস্তাব করা হয় :

(1) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দ্বারা মাঝে মাঝেই প্রস্তুত সুপারিশগুলিকে নজরে রেখে, অপরাধীর উচিত পর্যাপ্ত ভাবাবেগ সমর্থন এবং সেই সঙ্গে মানবীয় পরিচর্যার যথোচিত ব্যবস্থা পাওয়া।

(2) কারাগারে আবদ্ধ করার মাধ্যমে অপরাধীদেরকে শাস্তি/পরিচর্যা দেওয়ার জন্য, বন্দীদের ব্যাপারে স্বাধীনতা এবং কঠোরতার একটা ভারসাম্যযুক্ত কর্মনীতি গৃহীত হোক।

(3) কারাগার ব্যবস্থাটার প্রয়োজন বিপথগামীদের সংশোধন করতে আরো বেশী কার্যকরী হওয়া। একই কারাগারে আসামীদের সঙ্গে বিচারাধীন বন্দীদেরকে রাখা উচিত নয়।

(4) বন্দীদেরকে তাদের নথিপত্রের সমষ্টিতে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত।

(5) বন্দীদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া বা বন্দীদের প্রতি কাজের আগে, সংশোধনী প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই বন্দীদের রোগ নির্ণয়ে করবে, তারপর তাদের পছন্দের কাজ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

(6) প্যারোলে খালাস আরো সহজতর এবং আরোকরী করা উচিত।

(7) বেসরকারী শিল্পগুলি উচিত কারাগারে এসে বন্দীদেরকে বিভিন্ন প্রয়োজনের যোগান দেওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া।

(8) সংশোধনী প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত বন্দীদেরকে তাদের ক্ষোভগুলি প্রকাশ করার জন্য পথসমূহ যোগান দেওয়া।

(9) বন্দীদের পোশাক, খাদ্য, আশ্রয়, হাসপাতাল সুবিধাগুলির দেখাশোনা করার উপর একটা একটানা বিনিদ্র প্রহরা (vigil) চালিয়ে যাওয়া উচিত যাতে রাষ্ট্রসংঘের আদর্শগুলির ন্যূনতম মান বজায় রাখা হয়।

(10) কারাগারের অবস্থার কঠোরতা এবং অপরাধের ঘটনার মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই এটা মনে রেখে সংশোধনীয়গুলির উচিত পরিকল্পিত কার্যক্রমকে উৎসাহ দেওয়া যা বন্দীদেরকে একটা নতুন পাতা উল্টাতে প্ররোচিত করতে পারে।

(11) প্রবেশন অফিসারগণ এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজের কর্মচারীরা তাদের বাধ্যবাধকতাকে অবশ্যই পালন করবেন যাতে অপরাধীরা অপরাধসংক্রান্ত রীতিপদ্ধতি বিধি, 1973 (সংশোধিত)-এর প্রকাশিত বন্দোবস্ত অনুযায়ী প্রবেশন পেতে পারে। প্রবেশন অফিসারগণ তাঁদের উপর ভারার্পিত দুটি দায়িত্ব বা কাজ বহন করবেন, সামাজিক অনুসন্ধান এবং তত্ত্বাবধান এবং অপরাধীর নিরাময়কারী বিচার ব্যবস্থার জন্য অনুসন্ধানকে সম্পর্কযুক্ত করবেন এগুলির সঙ্গে। অন্তর্গুণসম্পন্ন বন্দীরা অবহেলিত, অপমানিত বা তাদের বন্দীদশার কোনো পর্যায়েই নিষ্ঠুর এবং অপমানের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাদের মানবতা থেকে বঞ্চিত হবে না।

9.2 রাজ্য সংগঠন (State Organization)

প্রত্যেকটা রাজ্যেই পর্যাপ্ত সংখ্যক বন্দীশালা আছে যা হল অপরাধীদের কারারুদ্ধ বা আবদ্ধ করার জন্য সংশোধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ। পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় কারাগার, জেলা কারাগার, মহকুমা-সম্বন্ধীয় (sub divisional) কারাগার এবং বিশেষ কারাগার আছে। শাস্তির একটা আকার হিসাবে কারারোধ 1860 সালে সারা ভারতে একনিয়মানুসারী ভিত্তিতে প্রযুক্ত হতে এল। 1984 সালের কারাগার আইন দেশেতে কারাগারের শাসনকাজ পরিচালনা করে। যাই হোক একটা একনিয়মানুসারী আইনী গঠনকাঠামো উন্নত করার দিকে কাজগুলো বিঘ্নিত হয়েছে। কারণ কারাগারের বিষয়টি সংবিধানের ৭ম তালিকার রাজ্যতালিকাতে পড়ে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক। যাইহোক, অবস্থাটার এখন চূড়ান্ত পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় যাতে বন্দীদেরকে ঠিকমত পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাপারগুলির সম্পর্কে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা প্রদত্ত নতুন ব্যাখ্যাও আছে। এটা পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে যে যেভাবে অপরাধীদের সঙ্গে কারাগারে আচরণ করা হয় তা হল বিচারব্যবস্থারই একটা সম্প্রসারণ এবং বন্দীদের অধিকারগুলো আদালত দ্বারাই সুরক্ষিত হয়। অতএব, কারাগার আইন সমূহের সাম্প্রতিকতম তথ্যাদির সংযোজিত সংস্করণের পুনর্বিবেচনা এবং সঠিককরণের সরকারের তৎপরতা আরম্ভ করানোর জন্য এবং

রাজ্যের জন্য একটা নতুন নকশার কারাগার নির্দেশগ্রন্থ (Prison Manual) তৈরী করতে এবং কারাগার পরিচালনা করতে এর দায়িত্ব থাকছে। এই অনুশীলন উন্নতিশীল রেখায় রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং কার্যনির্বাহী কর্মপ্রক্রিয়ার প্রেরণার উৎস হিসাবে পরিসেবা দিতে জনমত তৈরীতে সাহায্য করবে।

আজকাল একটা বন্দীশালা-রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধীয়, দমনমূলক, নিরাময়কারী, সংস্কারমূলক, সংশোধনী, পুনর্বাসনীয় এবং পুনর্সামাজিককরণের জন্য পরিসেবা দেয়। এটা ক্ষমতার একটা স্বাধীন ব্যবস্থা নয়, বরং রাজ্যের একটা যন্ত্র বা সামাজিক পরিপার্শ্ব দ্বারা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির পর্যায়গুলির দ্বারা অকৃতিপ্রাপ্ত। কারাগারের অধিকর্তা (Inspector General of Prison) হলেন রাজ্যের সব বন্দীদের সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের মুখ্য আধিকারীক। গৃহদপ্তর (Home department) কারাগারের কাজকর্ম ব্যাপারগুলি নিয়ে মোকাবিলা করে। প্রত্যেক রাজ্যের একটা করে কেন্দ্রীয় কারাগার এবং বিভিন্ন জেলা করাগার এবং কিছু বিশেষ কারাগার আছে। জেলা কারাগারগুলোর মুখ্য হলেন তত্ত্বাবধায়ক (superintendent)। এই তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসন বিষয়ন, কার্যনির্বাহী, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বিভিন্ন কাজগুলিকে সম্পাদন করেন। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে কারাগারের অর্থাৎ বন্দীদের, কারাগার কর্মীর, কারাগারের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদির নিত্যদিনের ব্যবস্থাপনা।

কারাগারের প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা হলেন কারাগার রক্ষক। তিনি সরাসরি তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কাজ করেন। তাঁকে সাহায্য করেন সহকারী এবং সহ-সহকারী কারাগার রক্ষক। কারাগার রক্ষকের দায়িত্ব থাকে বন্দীদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বৃত্তিমূলক এবং মনোরঞ্জনকারী সুবিধার মতো পরিসেবা যোগান দেওয়ার। প্রত্যেক কারাগারে একটি পুরুষ ওয়ার্ডেন এবং একটি মহিলা ওয়ার্ডেন (warden বা কারাগার-রক্ষণাবেক্ষক) বিভাগও আছে। তারা দৈনিক ভিত্তিতে বন্দীদের প্রয়োজনগুলি দেখাশোনা করে। এছাড়াও প্রতিটি কারাগারে মুখ্য পরিদর্শক থাকে যারা দৈনন্দিন কাজকর্মগুলি পর্যালোচনা করে।

প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সেখানে চিকিৎসক (Medical Officer), প্রবেশন অফিসার, সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা এবং সংশোধনী পরিসেবা আনার কর্মকর্তাও আছেন। কেন্দ্রীয় কারাগার বা বন্দীশালা হল সেই গৃহগুলি যেখানে বন্দীরা 3 বছরের বেশী কারারুদ্ধ আছে এবং সেখানে কিছু সংলগ্ন পৃথক অঞ্চল আছে বিচারাধীন মহিলাদের জন্য। জেলা কারাগার গৃহে বন্দীদেরকে 3 বছরের কম আটক রাখার জন্য পাঠায়।

9.3 পর্যবেক্ষণ আবাসন (Observation Homes)

পর্যবেক্ষণ আবাসনগুলি রিম্যান্ড (Remand) আবাসন নামে পরিচিত। এই আবাসনগুলি শিশুদের জন্য করা আছে, আদালতে তাদের বিচার অমীমাংসিত অবস্থায় থাকাকালে। কিন্তু সেখানে গৃহহীন, দুঃস্থ এবং অবহেলিত শিশুদেরও রাখা হয়। এখানে থাকাটা তাদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং আচরণে মূল্য নিরূপণ করার জন্য ব্যবহৃত, যেন, এই আবাসনগুলিকে আটক করণের জায়গার চেয়েও বেশী করে পর্যবেক্ষণ আবাসন হিসাবে দেখা হয়। ভালো রিম্যান্ড আবসানগুলির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মনোরঞ্জনকারী সুবিধা, স্বাস্থ্যের যত্ন, নিয়ন্ত্রিত নিয়মশৃঙ্খলা এবং কার্যকরী তত্ত্বাবধান। যেহেতু

রিম্যান্ড আবাসনে শিশুরা প্রথমবারের জন্য আইনের সংস্পর্শে আসে, যদি পরিবেশ সহায়ক না হয়, শিশুটি আদালতের প্রতি সন্দেহগ্রস্ত এবং বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। সর্বোপরি বিশ্বাসহীনতায় ভুগতে পারে।

ভারতে সব রাজ্যে রিম্যান্ড/পর্যবেক্ষণ আবাসনগুলির অবস্থান নেই। রিম্যান্ড/পর্যবেক্ষণ আবাসনগুলিকে নির্বাহ করে সরকারী তহবিল এবং সেই সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী ব্যবসাকেন্দ্রগুলি। সেখানে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা গৃহ আছে, মোট বন্দীদের দুই তৃতীয়াশ 7-14 বছর বয়সের দলে, যখন বাকী এক তৃতীয়াংশ 7 বছর বা 14 থেকে 18 বছরের মধ্যে। ডাক্তারদের নিয়োগ করা হয় সম্পূরণ এবং আংশিক উভয় সময়ের ভিত্তিতেই। একটি রিম্যান্ড আবাসন অথবা পর্যবেক্ষণ আবাসন০এ প্রতিমাসে বন্দীপ্রতি খরচ ছিল 1973 সালে 60 টাকা, 1973 সালে 310 টাকা, 2002 সালে 526 টাকা, 2016 সালে 908 টাকা। যে টাকার পরিমাণ বণ্টন করা ছিল তা শিশুর সব প্রয়োজন মেটাতে পর্যাপ্ত ছিল না এবং ঐ আবাসন থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা সাধারণ হয়ে গিয়েছিল। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই আবাসনগুলির অবস্থার উন্নতি করতে যে সুপারিশ করেছেন তা বন্দীদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে সরকারের কার্যকরী বিবেচনার অধীনে আছে।

9.4 শিশু আবাসন (Children Home)

এই আশাগুলি শিশু অপরাধী এবং অনুপযোজিত (maladjusted) শিশুদের পুনর্সংস্কারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। আদালত যে সব শিশুদেরকে আটক অবস্থায় রাখার আদেশ দিয়েছে তাদেরকে শিশু আবাসনে রাখা হয় ন্যূনতম 3 বছর এবং সর্বাধিক 7 বছরের মেয়াদের জন্য। 18 বছর বয়সী বন্দীরা বোর্স্টাল (Borstal) বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলি শুধু ছেলেদের জন্য, যা কারা দপ্তরের তত্ত্বাবধানে অধীনে থাকে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের 80-100 জন বন্দী রাখার ধারণক্ষমতা আছে, যা 4-5টি যৌথ-শয়নালয় (dormitory)-তে বিভক্ত এবং প্রত্যেক যৌথ-শয়নালয়ে 4-5টি কোষ আছে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের একজন তত্ত্বাবধায়ক, সহ-তত্ত্বাবধায়ক, উপ-কারারক্ষক, সহ-কারারক্ষক, ডাক্তার 3-4 জন প্রশিক্ষক, 2-3 জন শিক্ষক এবং কিছু কারাধ্যক্ষ থাকেন। পোশাক বানানো, খেলনা প্রস্তুতি, চামড়ার জিনিস তৈরী এবং কৃষিকাজের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রশিক্ষণ মেয়াদ 2 বছরের। বন্দীদেরকে বিদ্যালয় থেকে কাঁচামাল দেওয়া হয় এবং যে দ্রব্যগুলি তারা তৈরী করে সেগুলি বাজারে বিক্রি করা হয় এবং লভ্যাংশ তাদের একাউন্টে (account) জমা করা থাকে। বন্দীরা পঞ্চম শ্রেণীর মান পর্যন্ত তাদের শিক্ষা পেয়ে থাকে এবং বিদ্যালয় পরিদর্শক দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষাতে বসতে হয় তাদেরকে। যদি বন্দী পঞ্চম শ্রেণীর মানের থেকে বেশী পড়তে চায় তখন তাকে বাইরের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। যেহেতু এখানে কোনো কাজ বন্দীদের উপর জোর করা হয় না কাজেই তারা পরিবারের সদস্যদের মতো বাস করে। যাইহোক বন্দীরা খালাস পাওয়ার পর বিদ্যালয় কোনো জের টেনে রাখা নথি ধরে রাখে না। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম খুব পুরোনো এবং পরম্পরাগত হয়। এই আবাসনগুলি অপর্যাপ্ত তহবিল এবং খারাপ

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী এবন মূল সুবন্দোবস্তের অভাব-এর সচরাচর ঘটে এমন সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হয়। কর্মী এবং বেশী বয়সী শিশুদের দ্বারা শিশুদের শারীরিক এবং যৌন হয়রানির ঘটনাও সাধারণ। প্রায়শঃই শিশুরা এই সংশোধনাগার থেকে পালায় এবং রাস্তায় ফিরে আসে একটা অপরাধের জীবনেতে। এই আবাসনগুলিতে শিশুদের এবং বন্দীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করার জন্য পরামর্শদানের প্রয়োজন।

9.5 বিশেষ আবাসন এবং আশ্রয় আবাসন

এই বিশেষ আবাসন এবং আশ্রয় আবাসনগুলি স্থাপিত হয়েছে পুনর্সংস্কারের জন্য, অল্পবয়সী অপরাধীদেরকে আশ্রয় এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। পুনর্সংস্কার হল শাস্তির আধুনিক ধারণা যা বন্দী কারাবাসের সুবিস্তৃত ব্যবহারের যুগে উন্নত হয়েছে। এই আবাসনগুলি অনুপযোগী শিশু, কিশোর অপরাধী এবং হিংসাত্মক এবং বিদ্বেষপূর্ণ এবং হিংসাত্মক-যৌন অপরাধীদের রাখার জন্য স্থাপিত হয়েছে। এই আবাসনগুলি সংশোধনাগারের উদ্দেশ্যে পরিসেবা দেয়। এই আবাসনগুলিতে কর্মশিক্ষা, মনোরঞ্জন এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ ধর্মকর্মের কার্যক্রমগুলি চালানোর ব্যবস্থা আছে যা অপরাধীদেরকে পুনর্বাসনে সহায়তা করতে এবং তাকে আইন মেনে চলা সমাজে ফিরিয়ে প্রবেশ করানোর জন্য তৈরী করতে সাহায্য করে। এই আবাসনগুলি অপরাধীদের দ্রুত পুনর্সংস্কারকে লালনপালন করার জন্য তৈরী। আবাসনগুলির ভরণপোষণ খরচা বেশীর ভাগই রাজ্যসরকার বহন করেন। প্রবেশন অফিসার, কল্যাণমূলক কাজের কর্মকর্তা, ডাক্তার কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং প্রশিক্ষকগণ এই আবাসনগুলি চালান। তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে উন্নত করতে এবং পুনরুদ্ধার করতে পরামর্শদানের পরিসেবাও দেওয়া হয়। সুরক্ষা হল এই আবাসনগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা বন্দীদের বাস করার সুরক্ষা যোগান দেয়। প্রারম্ভিক অবস্থান (Base level)-এর এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাও দেওয়া হয় এই আবাসনগুলিতে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, পেশামূলক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় তাদেরকে কাজ করার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে। তারাও জীবনের পরবর্তী ধারায় তাদের পুনর্বাসনে এবং তাদের মূলস্রোতে ফেরাতে সাহায্য করে। কেন্দ্রীয় সরকার অপরাধীদেরকে আশ্রয় দিতে এবং সেই সঙ্গে আবদ্ধ থাকাকালে প্রশিক্ষণ দিতে প্রধান রাজ্যগুলিতে বিশেষ আবাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন, বিশেষতঃ 1990 সালের পর।

Unit - 10 ▫ সংশোধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Correctional Institutions)

গঠন

10.1 সংশোধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সমাজকর্মীর অনুপ্রবেশ (Social work intervention)

10.2 ভূমিকা

10.1 সংশোধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সমাজকর্মীর অনুপ্রবেশ (Social work intervention)

সংশোধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Correctional Institutions)-তে অপরাধীদেরকে সংশোধন করতে এবং আইন মেনে চলা সমাজে তাদের ফিরে প্রবেশ সাহায্য করতে, সামাজিক কাজের মধ্যস্থতা এবং পদ্ধতিবিদ্যা (methodology) খুব সক্রিয়ভাবে দরকার। সমাজকর্মী অপরাধীর সঙ্গে মানসিক সহযোগ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। যেসব বিচারাধীন বন্দীগণ একজন উকিল রাখার পক্ষে খুব গরীব, তাদের জন্য খরচমুক্ত আইনী সহায়তা দিয়ে সাহায্য করে তাঁরা অপরাধীগণকে সাহায্য করতে পারেন। সমাজকর্মীগণ জনসমাজকে সম্পদ এবং পরিসেবার ব্যবহারের জন্য পথপ্রদর্শন করে। যদি বন্দী একমাত্র উপার্জনকারী হয় তবে তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবলম্বন বা সমাজকর্মীগণের পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে বিকল্প চাকরীর দরকার পড়তে পারে। বন্দীর কারাবাসের সময়ে বন্দীর পরিবারের মূল প্রয়োজন এবং চিকিৎসার খরচা অন্য কোনো উৎস বা সমাজকর্মী মেটায়। আইনী ব্যবস্থা অপরাধীদের প্রয়োজনগুলিকেও বিবেচনা করে দেখে। সমাজকর্মী অপরাধীকে বাহ্যিক সংস্থাসমূহ (external agency) সমূহ বা N.G.O. গুলোর সাহায্য দিয়ে নিরাময়কারী বিচার যোগ দিতে পারে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতের, ধর্মের মানুষ কারাগারে বন্দী হয়ে আসে। এদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বোধ জাগ্রত করাও এইসব কার্যাবলীর অঙ্গীভূত।

আইনপ্রণয়ন কিশোর বন্দীদের সুরক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও ভারতে যেসব শিশুদেরকে কয়েদ করা হয় তারা চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা এবং অবহেলা এর অভিজ্ঞতা পায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কিশোর বন্দীদেরকে কড়া হয়ে যাওয়া অপরাধীদের সঙ্গে একসঙ্গে রাখা হয়। তাদেরকে প্রায়ই যৌন হয়রান করা হয় এবং শক্ত কাজ করতে বাধ্য করা হয়। পুরোনো বন্দীরা তাদের নিজেদের উপর দেওয়া ভারী কাজগুলো তাদের দিয়ে করায়। সাধারণতঃ কারাগার কর্মচারীদের থেকে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে এটা বেশীরভাগ পরিস্থিতিতেই ঘটে থাকে। সমাজ কর্মীগণ সুপ্রীম কোর্টের বিধানের অনুসরণ করতে চেষ্টা করে এই বলে যে, এই ধরণের চর্চা যেন বিচারাধীন বা কারারুদ্ধ অপরাধীদের ক্ষতি করতে না ঘটে সেটা নিশ্চিত করতে যত্ন নেওয়া হোক।

দুষ্ক্রিয়াকারী শিশুদের জন্য সহানুভূতি (empathy) এবং রোগনিরাময়সংক্রান্ত (therapeutic) পরিবেশের

বন্দোবস্তটা সুশৃঙ্খল হওয়া দরকার। তারা একে অপরকে বিশ্বাস করা ভুলে গেছে, শুধু ধ্বংসাত্মক আচরণই তারা মনে করতে পারে এবং তাদের নিজেদের জন্য দায়িত্ব অধিগ্রহণ করে নেয়। তাদের মূল আবেগগুলির সন্তুষ্টি খোঁজার বৈধ মাধ্যম খুঁজতে সাহায্যের প্রয়োজন আছে তাদের। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবক এবং পরিবারের সদস্যদেরও পরামর্শদানের পরিসেবার প্রয়োজন আছে যাতে তারা পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ এবং শিশুদের জন্য একটা আরো পর্যাপ্ত গৃহের ন্যায় আবহাওয়া যোগান দিতে পারে। Homeগুলি যেন যথার্থই আসল গৃহের পরিবর্ত হতে পারে।

এইভাবে অভিভাবকগণ এবং অন্যান্য পরিবার সদস্যদের প্রয়োজন হয় তাদের নিজেদের আচরণের ব্যাপারে পুনরাভিযোজিত (re-oriented) হতে এবং সাহায্য পেতে এটা শিশুদেরকে কার্যকরী সামাজিককরণের উদ্দেশ্যের জন্য নিয়ন্ত্রণ হিসাবে কাজ করে। এটা সর্বজনবিদিত যে শিশুদের আচরণে যদি একটা পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষিত হয় তাহলে এই লক্ষ্য অর্জন করতে যে ব্যক্তিগণ তার সবচেয়ে কাছের যোগাযোগে থাকবে তারা নিজেরা যেভাবে আচার আচরণ করে,তার পথ বদলাবে। সামাজিক ক্ষেত্র শিক্ষার দিকগুলো, প্রতিষ্ঠান এবং নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিশ্বাসসমূহ, প্রচলনসমূহ এবং বিশেষ ধাতসমূহ (idiosyncrasies)-এর যেগুলো শিশুদের সামাজিক উন্নতির বিরুদ্ধে, সেগুলোতে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হওয়াটা চালিয়ে যাবে। বাবা, মা, শিক্ষকগণ এবং অভিভাবকগণের প্রতি নির্দিষ্ট এবং গঠনমূলক পথপ্রদর্শনের প্রয়োজন আছে, যেটা প্রস্তাব করে, 'প্রাপ্তবয়স্কদের কাজ' এবং 'শিশুদের জগত'-এর মধ্যে বেড়ে চলা অসংগতিকে সবচেয়ে কম করাটাকে। প্রাপ্তবয়স্করা হল বাবা, মা, শিক্ষকগণ, অভিভাবকগণ, বিজ্ঞানীগণ, সমাজকর্মীগণ, শাসকগণ ইত্যাদি। এঁদের সকলের উচিত, পরিবেশগত বোধশক্তির বিকাশসাধন করতে এবং আত্ম-গঠনগত আচরণকে সযত্নে লালন করতে, প্রগতিবাদী পথে জবাব দেওয়া। আত্ম-ধ্বংসকারী প্রবণতাগুলোকে হ্রাস এবং দূর করতে পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজন। এটাকে জোর দেওয়া হয় যে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে আরো বেশী করে তাদের বাবা মায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভালোবাসার উপর এবং বাবা মায়ের মধ্যে নির্বিরোধ সম্পর্কের উপর। বৈবাহিক অসংগতি হ্রাস করতে মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে মানসিক পীড়ার চিকিৎসার প্রয়োজন।

10.2 ভূমিকা

অপরাধ প্রতিরোধ, সংশোধনী প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপযুক্ত কার্যকরী পরিসেবা আনাতে, প্রবেশন এবং প্যারোলে মানানসই পদ্ধতিবিদ্যা প্রয়োগ করাতে সমাজকর্মীদের গঠনমূলক ভূমিকা আছে।

অধ্যয়ন দেখায় যে যদি সামাজিক পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি হাত ধরাধরি করে চলে তাহলে কিশোর অপরাধ আর বাড়বে না। সমাজ কর্মীগণ অপরাধপ্রবণ শিশুদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে সব শিশুদেরকে একটা ভালো শ্রেণীর জীবন নিশ্চিত করতে, কল্যাণকর সুবিধাসমূহ, লৌকিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মতো ন্যূনতম পূর্বশর্তসমূহকে রক্ষা করার জন্য যে প্রয়োজনগুলিকে সংশোধন করতে হবে, সেগুলোর উপর জোর দেয়।

সংশোধনী প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন শ্রেণীর আবাসনগুলির ক্ষেত্রে, সমাজকর্মীগণ অপরাধী এবং কর্তৃপক্ষের

মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করে এবং তাতে সমাজকর্মীও অপরাধীগণকে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করার জন্য কার্যকরী পরামর্শদানও করেন যাতে কারাবাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সামাজিক পুনরাভিযোজনে ভবিষ্যৎ পরিণামসমূহের জন্য তাকে তৈরী করে রাখা যায়।

প্রবেশনের সময় সমাজ কর্মীগণ প্রবেশনের সঙ্গে নিকট মানসিক সহযোগ তৈরী করেন যাতে সে শর্তসাপেক্ষে খালাসের জন্য নিয়মসমূহ মেনে চলার দ্বারা ভালো আচরণের নথি বজায় রাখতে পারে। প্রবেশনের সময় সমাজকর্মী অপরাধীকে কার্যকরী পরামর্শদান করতে পারে যাতে তার মানসিক স্বাস্থ্য অটুট হয় এবং কারবাস এবং কয়েদ হওয়ার কলঙ্ক সে সহজেই কাটিতে উঠতে পারে।

প্যারোলে খালাসের সময় বন্দীকে সমাজকর্মীর দ্বারা মনঃসমীক্ষণ বিষয়ক চিকিৎসা দেওয়া উচিত। তিনি অপরাধীকে সাহায্য করবেন তার অচেতন অভিপ্রায় দমন করে রাখা সব চিন্তাগুলোকে খুলে বলতে সমাজকর্মীগণকে যাতে তাকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনাটা কার্যকরী হয়। যথাযথ Counselling এর ব্যবস্থা করেন।

তাকে কার্যকরীভাবে মূলস্রোতে ফেরানোর জন্য।

সমাজকর্মীর এটাও কাজ, অপরাধীর ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং সামাজিক প্রয়োজনের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তাটা ব্যাখ্যা করা, যাতে তারা বন্দীর অনুভূতির অপর্যাপ্ততা এবং বঞ্চনা সামলে নিয়ে তার পরিবেশ আরো ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

প্রবেশন এবং প্যারোল এই উভয়ক্ষেত্রেই সমাজকর্মী অপরাধীদের প্রতি একটা প্রখর বিনিদ্র পাহারা বজায় রাখবেন, তাদের উপর সামাজিক করণের পদ্ধতিকে আরোপ করার জন্য তাদের প্রতিটি মুহূর্তকে লক্ষ্য করবেন। সামাজিক করণের পদ্ধতিগুলোকে অত্যাবশ্যক বলে বিবেচনা করা হয় যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি দৃঢ়সংকল্প করার শক্তিগুলোকে অর্জন করে। বিভিন্ন ধরণের যে শক্তি আছে, যা ব্যক্তিগণের উপর কাজ করে তাদের জীবনপ্রক্রিয়ার সময়ে, মনে হয় তাদেরকে সামাজিক এবং সেই সঙ্গে অসামাজিক করার জন্য সমানভাবে দায়ী। এই ধরণের পারস্পরিক ক্রিয়াগুলো চরিত্রগতভাবে গতিশীল। সমাজকর্মীগণ অপরাধীদের পরামর্শদানের কার্যধারাতে প্রত্যক্ষজ এবং আচরণগত আদর্শগুলিকে জোর দিয়ে বলে, যাতে অপরাধীগণ বুঝতে পারে যে ভবিষ্যৎ দিনগুলো তাদের জন্য কিছু ভালো দিক আনতে পারে এবং তাদের সামাজিক জীবন উদ্দেশ্যপূর্ণ, অর্থপূর্ণ এবং মনোরম হয়ে উঠবে। সমাজকর্মীগণ এইভাবে স্বতন্ত্রবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পরিচর্যা দিয়ে থাকেন।

Unit - 11 ▫ মানবাধিকার এবং আইন বলবৎকারী মাধ্যমসূমহ পুলিশ বিচারকগণ এবং আইনবলে বিধিবদ্ধ (statutory) মাধ্যমগুলির ভূমিকা

গঠন

11.1 মানবাধিকার এবং আইন

11.2 মানবাধিকারের কার্যকরী প্রতিষ্ঠানগুলি

11.1 মানবাধিকার এবং আইন

মানবাধিকারের ধারণাটা, মানবের মূল মর্যাদা এবং মূল্য এবং তার সবচেয়ে মৌলিক সত্ত্বাধিকারের সংজ্ঞা দিতে যে প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তার একটা বিস্তারিত গল্প বলে। মানবাধিকারের এবং মানবের মৌলিক স্বাধীনতার প্রত্যাখ্যান শুধুমাত্র একটি বিশিষ্ট এবং ব্যক্তিগত বিপর্যয় নয় বরং তা সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার অবস্থার সৃষ্টি করে, যা সমাজগুলির এক দেশগুলির নিজেদের মধ্যেই হিংসাশ্রয়িতা এবং দ্বন্দ্বের বীজগুলিকে দেখায়। এই সমস্যাগুলোকে এড়াতেই লীগ্ অফ্ নেশনস (League of Nations), UNO সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মাধ্যমগুলো মানবাধিকারকে স্থায়ীভাবে সুরক্ষা দিতে জোর দিয়েছে, যদিও মানবাধিকারের ধারণাটা রাষ্ট্রসংঘকে নিরুপিত করে।

এটা সহজেই প্রশংসা করা যায় যে, মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতাগুলো আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে উন্নতি করতে এবং আমাদের মানবগুণগুলিকে, আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে, আমাদের প্রতিভাসমূহকে এবং আমাদের বিবেককে ব্যবহার করতে এবং আমাদের আত্মিক এবং অন্যান্য প্রয়োজনগুলোকে সন্তুষ্ট করতে অনুমতি দেয়। এরা একটা জীবনের জন্য মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার উপর ভিত্তিশীল যার মধ্যে প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা এবং মূল্য সহজাত আছে—যা শ্রদ্ধা এবং সুরক্ষা পাবে। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকারের কেন্দ্রের ভাষাতে মানবাধিকারগুলি সাধারণবাবে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হতে পারে এবং সেই অধিকারগুলো আমাদের প্রকৃতির মধ্যে সহজাত, যেগুলো ছাড়া আমরা মানুষ হিসাবে বাঁচতে পারব না।

মানবাধিকারের মূল আদর্শ এবং ধারণাগুলি পৃথিবীর বিখ্যাত 3টি ঘটনার থেকে উদ্ভূত হয়েছে যেগুলি পৃথিবীর ইতিহাসের অলিন্দগুলিকে প্রতিধ্বনিত করেছে। সেগুলি হল—

(i) 1776 সালে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, যার থেকে 'Bill of Right'-এর ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ধারণা Bill of Rights থেকে মূলতঃ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ii) 1789 সালের ফরাসী বিপ্লব।

(iii) 1915-17-এর রাশিয়ান বিপ্লব এবং সামাজিক আন্দোলন।

১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে সম্পদের এবং সম্পত্তির বিশালাকার অপচয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের ধ্বংস এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে তাদের মূলোৎপাটন-এও মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার ধারণার উন্নতির দিকে পরিচালিত করেছিল, মানব সভ্যতাকে এবং মানবজাতিকে যুদ্ধের ভয়, স্বৈরাচার, শোষণ এবং বঞ্চনার থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য। মানবাধিকারের সবচেয়ে খারাপ বর্বরকারণ হল ১ম এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধ-এটাই বিশ্বযুদ্ধের সময়ের পর মানবাধিকারের সুরক্ষার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করার মুখ্য প্রেরণা যোগানের কারণ।

রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণাপত্রের 55(1) ধারাটি মানবাধিকারের বিষয়টিকে চিত্রিত করে। ঘোষণাটি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা হিসাবে পরিচিত যা 1948 সালের 10ই ডিসেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ বৈঠক দ্বারা এই আশা নিয়ে গৃহীত হয়েছিল যে শেষমেষ দেশগুলো এই মানবাধিকারকে সাংবিধানিক লিখিত দলিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলবে। সাধারণ বৈঠক ঘোষণা করল Universal Declaration of Human Rights।

মানবাধিকারের এই সার্বজনীন ঘোষণা সব দেশের সব মানুষের জন্য কৃতিত্বপূর্ণ কাজের একটা সাধারণ মান হিসাবে, যাতে শেষ পর্যন্ত, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি এবং প্রতিটি মুখপত্র এই ঘোষণাকে সর্বদা মনে রেখে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে, রাজ্যের সদস্যদের লোকজনদের নিজেদের এবং তাদের এক্তিয়ারের অধীনে এলাকাগুলোর লোকজন—উভয়েরই মধ্যে, স্বাধীনতাগুলোর শ্রদ্ধা উন্নীত করতে এবং অগ্রগতিমূলক ব্যবস্থার দ্বারা, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক, সার্বজনীন এবং কার্যকরী, পরিচিতি এবং পর্যবেক্ষণকে সুরক্ষিত করতে, কঠোর প্রচেষ্টা করে।

এটা আশা করা হয়েছিল যে ঘোষণাটি আন্তর্জাতিক আদর্শ সৃষ্টি করে মানবাধিকারের একটা চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে 28 বছর নিয়েছিল। 1976 সালে দুটি চুক্তিপত্র

(i) অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং সংস্কৃতিগত অধিকারের উপর আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র।

(ii) মানবসমাজসংক্রান্ত (civil) এবং রাজনৈতিক অধিকারের উপর আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র।

২য় চুক্তিপত্রে ঐচ্ছিক (optional) সন্ধিপত্রের খসড়া (protocol) আছে।

মানবাধিকারের সুরক্ষা আইন 1993 (1994-এর 10 ধারা)

1948 সালে এবং তারপর 1976 সালের মানবাধিকার, অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক অধিকার এবং মানবসমাজসংক্রান্ত এবং রাজনৈতিক অধিকার-এর সার্বজনীন ঘোষণার মধ্য দিয়ে ঘোষিত আদর্শগুলিকে রূপায়িত করতে, ভারত সরকার 1993 সালে, মানবাধিকারের আরো ভালো সুরক্ষার জন্য এবং তার সঙ্গে যুক্ত তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির জন্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এবং রাজ্যগুলিতে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের এবং মানবাধিকার আদালতগুলির সংবিধানের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা নিতে, একটা আইনকে 'মানবাধিকারের সুরক্ষা' এই নাম দিয়ে আইনীকরণ করলেন।

11.2 মানবাধিকারের কার্যকরী প্রতিষ্ঠানগুলি

(i) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (National Human Rights Commission)

কেন্দ্রীয়য সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নামে পরিচিত একটি সংঘবদ্ধ ব্যক্তিবৃন্দ (body) গঠন করবেন। কমিশনটি গঠিত হবে এই নিয়ে—

(a) একজন সভাপতি যিনি ভারতের সুপ্রীম কোর্টে প্রধান বিচারপতি হয়েছেন।

(b) একজন সদস্য, যিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি আছেন বা হয়েছেন।

(c) একজন সদস্য, যিনি একটি উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি আছেন বা হয়েছেন।

(d) দুইজন সদস্য নিযুক্ত হতে হবে সেই ব্যক্তিগণের মধ্যে থেকে যাদের মানবাধিকারের সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলিতে জ্ঞান বা বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে।

সংখ্যালঘুদের জন্য জাতীয় কমিশনের সভাপতিগণকে, তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতির জাতীয় কমিশনের সভাপতিগণকে, মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশনের সভাপতিগণকে কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য এই কমিশনের সদস্য বলে ধরা হয়।

একজন সেক্রেটারী জেনারেল আছেন যিনি কমিশনের প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা হবেন এবং যেমন কমিশনটি তাঁর উপর দায়িত্বভার অর্পণ করতে পারে সেইমত কমিশনের এরূপ ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবেন এবং কমিশনের এরূপ কাজগুলিকে সম্পাদন করবেন।

কমিশনের প্রধান কার্যালয় হবে দিল্লীতে এবং কমিশনটি কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন নিয়ে ভারতে অন্যান্য জায়গাতে কর্মচারী স্থাপন করবেন। সভাপতি একটা 5 বছরের মেয়াদের জন্য কার্যালয়কে ধরে রাখবেন, সেই তারিখ থেকে যেদিন তিনি তাঁর কার্যালয়ে প্রবেশ করেন বা যতদিন না তিনি 70 বছর বয়স অর্জন করেন এই দুইয়ের মধ্যে যেটা আগে হয়।

ভারতের রাষ্ট্রপতি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে কমিটির প্রধান তার সুপারিশের উপর আনুষ্ঠানিক সরকারী সংবাদপত্রতে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সভাপতি নিয়োগ করেন।

কার্যাবলী

কমিশনটি নিম্নলিখিত কাজগুলির সবকটি বা যে কোনোটি সম্পাদন করবেন, যেমন—

(a) অনুসন্ধান করা; কমিশনটির নিজের আপন গতিতে (suomotu), বা কমিশনের কাছে একজন অপরাধের শিকারের আবেদনের উপর, বা নিম্নলিখিত অভিযোগের মধ্যে সেই অপরাধের শিকারের পক্ষ থেকে যে কোনো ব্যক্তির আবেদনের উপর—

(i) মানবাধিকার লঙ্ঘনকে

(ii) তার হ্রাসকরণকে, বা

(iii) একজন জনগণের ভৃত্য দ্বারা এরূপ লঙ্ঘনের প্রতিরোধে অবহেলাকে।

(b) মানবাধিকার লঙঘনের কোনো অভিযোগে জড়িত করে যে কোনো কাজের ধারাকে মধ্যস্থতা করা; যা আদালতের সামনে মীমাংসার অপেক্ষায় পড়ে আছে এরূপ আদালতের অনুমোদন নিয়েই।

(c) রাজ্য সরকারের উপদেশ (intimation)-এর অধীনে, কোনো কারাগার, বা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের অধীনে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা; যেখানে ব্যক্তিগণকে আটক করা হয় অথবা তাদের চিকিৎসা, পুনর্সংস্কার বা সুরক্ষার উদ্দেশ্যে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা অধ্যয়ন করার জন্য এবং তাদের আচরণ গ্রহণযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করার জন্য।

(d) সংবিধানের অধীনে যে সুরক্ষা বন্দোবস্ত দেওয়া হয়, বা, মানবাধিকারের সুরক্ষার জন্য এখনকার মতো কোনো আইন বলবৎ থাকলে, সে সব পর্যালোচনা করা।

(e) উগ্রপন্থীর কাজসহ কারণগুলো পর্যালোচনা করা যা মানবাধিকারের উপভোগকে বাধা দেয় এবং উপযুক্ত বন্দোবস্ত নিতে সুপারিশ করা।

(f) মানবাধিকারের উপর চুক্তিসমূহ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক হাতিয়ারগুলোকে অধ্যয়ন করা এবং তাদেরকে কার্যকরীভাবে কাজে পরিণতকরণের জন্য সুপারিশ করা।

(g) মানবাধিকারের ক্ষেত্রে গবেষণা অধিগ্রহণ করা এবং উন্নীত করা।

(h) বেসরকারী সংগঠনগুলো এবং প্রতিষ্ঠানগুলো যেগুলো মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কাজ করছে তাদের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া।

অনুসন্ধানের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষমতাসমূহ

কমিশনটির একটি দেওয়ানী আদালত (civil court)-এর সব ক্ষমতা থাকবে যেটি 1908 সালে মানবসমাজসংক্রান্ত (civil) রীতিপদ্ধতির বিধির অধীনে একটি মামলা করার চেষ্টা করছে এবং বিশেষতঃ নিম্নলিখিত সব বিষয়গুলির দিক থেকে :

(a) সাক্ষীর উপস্থিতিকে শমন পাঠানো এবং বলবৎ করা এবং তাদেরকে শপথের উপর পরীক্ষা করা।

(b) যে কোনো নথিপত্রের আবিষ্কার এবং উৎপাদন

(c) স্বীকৃতিপত্র (বা হলফনামা, affidavit)-এর সাক্ষ্যগ্রহণ করা

(d) যে কোনো জনগণের নথি বা যে কোনো আদালত বা কার্যালয় থেকে তার কোনো নকলকে চেয়ে পাঠানো। স্থানান্তরিত করা এবং সমন জারী করা।

কমিশনটিকে ধরা হবে একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে এবং যখন কোনো অপরাধ বর্ণিত হয় ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভাগ 175, 178, 179, 180 বা বিভাগ 228-এতে, বা কমিশনের উপস্থিতির দৃষ্টিতেই যেন অপরাধটি এভাবে কৃত হয়েছে, তখন কমিশনটি অপরাধ গঠনকারী ঘটনাগুলো এবং অভিযুক্তের বিবৃতিকে নথিভুক্ত করার পর যেভাবে 1973-এর অপরাধী রীতিপদ্ধতি বিধিতে দেওয়া আছে

সেই অনুযায়ী ঘটনাটিকে পাঠিয়ে দিতে পারে একজন জেলা প্রশাসক (Magistrate)-এর কাছে যাঁর একটি জিনিস চেষ্টা করার এক্তিয়ার আছে এবং সেই জেলা প্রশাসক, যাঁর কাছে এরকম কোনো গটনা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি প্রবৃত্ত হবেন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনতে, যেন ঘটনাটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে 1973 সালের অপরাধী রীতিপদ্ধতি বিধির বিভাগ 346-এর অধীনে।

অনুসন্ধানের সকল ব্যাপারে মানবাধিকার কমিশনকে উচ্চ আদালত (The High Court), সর্বোচ্চ আদালত (The Supreme Court) এবং আলাদা আদালতগুলির সব প্রয়োজনীয় সাহায্য এবং সহযোগিতা দেওয়ার কথা। যদি কমিশনের কার্যাবলী 1993 সালের মানবাধিকার আইনের সুরক্ষার আদেশে অনুসারেই আছে, তবে, মানবাধিকারের জাতীয় কমিশন বা রাজ্য কমিশন দ্বারা যে কোনো আদালত থেকে যে জনগণের নথিগুলি দাবী করা হয়, সেগুলি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের জন্য যোগান দেওয়া উচিত।

কমিশনের সামনে প্রত্যেক আচরণ ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভাগ 193, 228, 196-এর অর্থের মধ্যে একটা বিচারের অধিকারী আচরণ বলে ধরা হবে।

তদন্ত

কমিশনটি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের সঙ্গে ঐক্যমত্য (concurrence)-তে থেকে যেমন ঘটনা হবে সেই অনুযায়ী, অনুসন্ধানে অংগ্রহণকারী যে কোনো তদন্ত পরিচালনা করার উদ্দেশ্যের জন্য, যে কোনো কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা বা কেন্দ্রীয় সরকার বা যে কোনো রাজ্য সরকারের তদন্তকারী মাধ্যম-এর পরিসেবাকে ব্যবহার করতে পারে। এবং এই উদ্দেশ্যে কমিশনটি পারে :

(a) যে কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিকে শমন এবং বলবৎ করতে এবং তাকে পরীক্ষা করতে

(b) যে কোনো নথিপত্রকে আবিষ্কার এবং উৎপাদন করতে

(c) যে কোনো জনগণের নথি বা যে কোনো কার্যালয় থেকে তার নকল দাবি করতে।

পুলিশের দায়িত্ব আছে যে কোনো বিষয়ে, যা কমিশনের এভাবে দরকার পড়বে, তা দিয়ে সাহায্য করার এবং নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে মানবাধিকারের রাজ্য এবং জাতীয় উভয় কমিশনেরই আদেশ মান্য করার :

(a) নিজ নিজ ব্যক্তি, ব্যক্তিগণ বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে শমণ জারি করা।

(b) সাক্ষীর উপস্থিতির বলবৎ করণের সাপেক্ষে কমিশনের আদেশকে কার্যে পরিণত করা।

(c) 1993 সালের মানবাধিকার আইনে অংশগ্রহণকারী বিষয়গুলির উপরে অবহেলা দেখাবে না।

(d) মানবাধিকার লঙঘনের ক্ষেত্রে হ্রাসকরণ অনুমোদন করবে না।

(e) কমিশনের সামনে যে অভিযোগ জানানো হয়েছে তার উপর কার্যকরী তদন্তের উদ্দশ্যে, রাজ্য বা জাতীয় কমিশনের আদেশকে কার্যে পরিণত করবে।

(f) মানবাধিকারের রাজ্য বা জাতীয় কমিশন যেমনটি চাইবে সেই অনুযায়ী কমিশনকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা যোগান দিয়ে অবশ্যই সাহায্য করবে।

অনুসন্ধানের পর রাজ্য বা জাতীয় কমিশন সর্বোচ্চ আদালতের কাছে, অথবা, এইরূপ পরামর্শসমূহ, আদেশসমূহ বা, পরোয়ানাসমূহের সঙ্গে জড়িত উচ্চ আদালতের কাছে আবেদন করে, যেমন সেই আদালত প্রয়োজন বলে বিবেচনা করতে পারে, সেই অনুযায়ী। রাজ্য বা জাতীয় কমিশনটি অনুসন্ধানের পর সংশ্লিষ্ট সরকার বা কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করতে পারে অপরাধের শিকার বা তার পরিবারের সদস্যদের কাছে এইরূপ তাৎক্ষণিক অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ সাহায্য অনুমোদন করার জন্য, যেমন কমিশনটি প্রয়োজন বলে বিবেচনা করবে সেই অনুযায়ী।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠন আবশ্যিক নয়। এখনও বিহারে কোনো রাজ্য মানবাধিকার কমিশন নেই।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সংবিধান গঠন করার কাজ আইনের অধীনে বাধ্যতামূলক নয়। মানবাধিকারের রাজ্য কমিশন আইন দ্বারা কার্য সম্পাদন করতে নিযুক্ত।

রাজ্য কমিশনটি গঠিত হবে একজন সভাপতি নিয়ে যিনি উচ্চ আদালতে একজন প্রধান বিচারপতি হয়েছেন এবং এখান থেকে অন্যান্য চারজন সদস্য নিয়ে। একটি রাজ্য কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে অনুসন্ধান করতে পারে কেবলমাত্র সেই বিষয়ের সাপেক্ষে যা সংবিধানের ৭ম তথ্য সারণিতে তালিকা ২ এবং ৩-এ গণনাকৃত তালিকাগুলির যে কোনোটিতে বলার যোগ্য আছে। সভাপতি কার্যালয় ধরে রাখতে পারেন তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে 5 বছরের মেয়াদের জন্য বা যতদিন না তাঁর 70 বছর বয়স হয়।

(ii) মানবাধিকার-এর আদালতসমূহ (Human Rights Courts)

মানবাধিকারের লঙ্ঘনের থেকে উত্থিত অপরাধের দ্রুত বিচারের যোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার, উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে ঐক্যমত্য (concurrence)-তে, বিজ্ঞপ্তির দ্বারা, প্রত্যেক জেলার জন্য অধিবেশন সভার একটা আদালদকে উক্ত অপরাধকে বিচার করার জন্য একটা মানবাধিকার আদালত হাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারে :

এই শর্তে যে, এই বিভাগের কোনো কিছু উপযোগী হবে না, যদি—

(a) অধিবেশন সভার একটা আদালত ইতিমধ্যেই বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়ে গেছে একটা বিশেষ আদালত হিসাবে, অথবা,

(b) একটা বিশেষ আদালত ইতিমধ্যেই গঠিত হয়ে গেছে।

জনগণের বিশেষ অভিযোক্তা

প্রত্যেক মানবাধিকার আদালতের জন্য রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিশেষভাবে উল্লেখ করবেন একজন জনগণের অভিযোক্তা (Public Prosecutor)-কে, বা নিয়োগ করবেন একজন উকিলকে, যিনি ঐ আদালতকে ঘটনা পরিচালনা করার উদ্দেশ্যের জন্য একজন জনগণের বিশেষ অভিযোক্তা হিসাবে 7 বছরের কম নয় এমন সময়ের জন্য একজন উকিল হিসাবে অনুশীলন করেছেন।

কমিশনটি মানবাধিকারের লঙ্ঘনের যে কোনো অভিযোগকে অনুসন্ধান এবং তদন্ত করার উদ্দেশ্যে যে কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (N.G.O.)-এর সাহায্যকে আমন্ত্রণ করতে পারে। তারা যেমন কমিশনটি বিবেচনা করবে সেই অনুযায়ী অন্য উদ্দেশ্যসমূহের জন্যও নিযুক্ত হতে পারে এবং যথাযথও হতে পারে।

11.3 গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

1. মানব অধিকার (Human Rights) Human Rights and Legal remedes—Gokush Sharma
2. Human Rights and the Law—Paras Diwan & Peeyush Diwan
3. Human Rights and the Law—Justice Krishna Lyer.

11.4 অনুশীলনী (Exercises)

(i) State the importance and significane of the Universal Declaration of the Human Rights on 10th December 1948.

(ii) State the Constitution of the National Human Rights Commission vide the Protection of Human Rights Acts 1993.

(iii) State the major functions of the states and the National Human Rights Commission.

(iv) State the role of police and other courts in implementation of Human Rights as proclaimed by the protection of Human Rights Act 1993.

(v) State the constitution of National and State Human Rights Commission.

(vi) State the functioning better of National and State Human Rights Commission.

(vii) Give examples of some of the Human Right Violation Cases.

Bibliography

Criminology

Ahuja, Ram (1984)- *Criminology,* Meerut: Minakshi Publications;

Barnes, H.E. and Teeters, N.K, (1966) - *New Horizons in Criminology,* New Delhi: Prentice -Hall of India Pvt. Ltd,

Clinard, Marshall B. (1974) - *Sociology of Deviant Behaviour,* New York: Holt, Rinehart and Winston.

Chockalingam, K. (Ed.) (1985) - *Readings in Victimology- Towards a Victim Perspectives in Criminology,* Madras: Raviraj Publications.

Devasia, V. V. and Devasia, L. (1992) - *Criminology, Victimology and Corrections,* Delhi: Ashish Pubishing House.

Gibbons, Don C. (1978) — *Society, Crime and Criminal Careers: An introduction to Criminology,* New Delhi: Prentice -Hall of India Pvt. Ltd.

Johnson, Elmer Hubert (1978) - *Crime, Correction and Society, Dorsey: Home Wood III.*

Lefton, Mark, Skipper, James K. Jr. and Me Caughy, Charles H. (Eds.) (1968) -*Approches to Deviance: Theories, Concepts and Research Findings,* New York: Appleton-Century-Crofts;

Paranjape, N.V. (1994) - *Criminology and Penology,* Allahabad: Central Law Publications.

Reckless, Walter C. (1969) - *Crime Problem,* Bombay: Vikas, fetter & Simons.

Reid, Sue Titus (1978) - *Crime and Criminology,* New York: Holt, Rinehart and Wington.

Siddique, Ahmed (1993) - *Criminology- Problems and Perspectives,* Lucknow : Eastern Book Co.

Sutherland, E.H. and Cressey, Donard R. (1968) - *Principles of Criminology,* Bombay: The Times of India Press.

Vernon, Fox (1976) - *Introduction to criminology,* New Jersey: Prentice-Hall, Engle - wood Cliffs;

Taft, Donard R. & England, Ralph W. Jr. (1964) - *Criminology,* New York: The MacMillan Co.

Wolfgang, Marvin E., Leonard Savitz & Normann Johnston (Eds.) (1970) - *The Sociology of Crime and Delinquency, New York;*

Sadhu, H.S. (1977) - *Juvenile Delinquency -Causes Control arid Prevention,* Bombay: Mc-Graw Hill, Inc.

Agrawal, R. S. and Kumar, Sarvesh (1986) - *Crime and Punishment in New Perspective,* New Delhi : Mittal.

Btiattacharya, O.K. (1958) *-Prisons, Calcutta:* S.C. Sarkar and Co.

Bhusan, Vidya (1972) - *Prison Administration in India,* New Delhi: S. Chandra. Dutta, N.K. (1990) - Origin and Development.

Chaturvedi, T.N. & Rao, S. Venugopal (Eds.) (1982) - *Police Administration* Govt. of India- *Juvenile Justice (Care and Protection of children) Act.2000.*

Govt. Of India -Model Prison Manual.

Govt. *of India-Prisoners Release on Probation Act, 1958.*

Govt. of India (1980) *-Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Ministry of Social Welfare.*

Iyer, V.R.K. (1984) *Law versus justice: Problems and solutions,* New Delhi: Deep and Deep.

Johnson, Norman, Leonard Sevitz andMarvin E, Wolfgang (1962) - *The Sociology Punishment and Correction.*

Khanna, H.R. (1980)- *The Judicial system,* New Delhi: 11 P.A. New Delhi: 11PA, Indraprastha Estate.

Tappan, Paul W. (1951) — *Contemporary Correction,* New York: Mc-Graw Hill Book Company, Inc.

Some Relevant IPC Section

Offences affecting the Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals.

268 - Public nuisance

269 - Negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life

270 - Malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life

271 - Disobedience to quarantine rule

272 - Adulteration of food or drink intended for sale

273 - Sale of noxious food or drink

274 - Adulteration of drugs

275 - Sale of adulterated drugs

276 - Sale of drug as a different drug or preparation

277 - Fouling water of public spring or reservoir

278 - Making atmosphere noxious to health

279 - Rash driving or riding on a public

280 - Rash navigation of vessel

281 - Exhibitionof false light, mark or buoy

282 - Conveying person by water for hire in unsafe or overloaded vessel

283 - Danger or obstruction in public way or line of navigation

284 - Negligent conduct with respect to poisonous substance

285 - Negligent conduct with respect to fire or combustible matter

286 - Negligent conduct with respect to explosive substance

287 - Negligent conduct with respect to machinery

288 - Negligent conduct with respect to pulling down or repairing buildings

289 - Negligent conduct with respect to animal

290 - Punishment for public nuisance in cases not otherwise provided for

291 - Continuance of nuisance after injunction to discontinue

292 - Sale, etc., or obscene books, etc.

293 - Sale, etc., of obscene objects to young person

294 -Obscene acts and songs, 294A - Keeping lottery office **Offences relating to Religion**

295 -Injuri or defiling place of worship with intent 10 insult the religion of any class.

295A - Deliberate and malicious acts, intended to outrage religious feelings or any class by insulting its religion orreligious beliefs

296 - Disturbing religious assembly

297 - Trespassing on burial places, etc.

298 - Uttering, words, etc., with deliberate intent to wound the religious feelings of any person.

Offences affecting the Human Body

299 - Culpable homicide

300 - Murder

301 - Culpable homicide by causing death of person other than person whose death was intended

302 - Punishment for murder

303 - Pun:shmentformurderbylifeconvict

304 - Punishment for culpable homicide not amounting to murder,

304 A - Causing death by negligence,

304B - Dou ery death

305 - Abetment of suicide of child or insane person

306 - Abetment of suicide

307 - Attempt to murder

308 - Attempt to commit culpable homicide

309 - Not Applicable as per latest hearing

310 - Thug

311 - Punishment

312 - Causing miscarriage; Causing for adopting threat, stress, strain

313 - Causing miscarriage without woman's consent

314 - Death caused by act done with intent to cause miscarriage

315 - Act done with intent to prevent child being born alive or to cause it to die after birth

316 - Causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide

317 - Exposure and abandonment of child under twelve years, by parent or person having care of it

318 - Concealment of birth by secret disposal of dead body

319 - Hurt

320 - Grievous hurt

321 -Voluntarily causing hurt

322 - Voluntarily causing grievous hurt

323 - Punishment for voluntarily causing hurt

324 - Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means .

325 - Punishment for voluntarily causing grievous hurt

326 - Voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons or means 326A - Voluntarily causing hurt by use of acid,etc. 326B - Voluntarily throwing or attempting to throw acid

327 - Voluntarily causing hurt to extort property, or to constrain to an illegal act

328 - Causing hurt by means of poison, etc. with intent to commit an offence

329 - Voluntarily causing grievous hurt to extort property, or to constrain to an illegal act

330 - Voluntarily causing hurt to extort confession, or to compel restoration of property

331 - Voluntarily causing grievous hurt to extort confession, or to compel restoration of property

332 - Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty

333 - Voluntarily causing grievous hurt to deter public servant from his duty

334 - Voluntarily causing hurt on pro vocation

335 - Voluntarily causing grievous hurt on provocation

336 - Act endangering life or personal safety of others

337 - Causing hurt by act endangering life or personal safety of others

338 - Causing grievous hurt by act endangering life or personal safety of others 339- Wrongful restraint

340 - Wrongful confinement, wrongful detention

341 - Punishment for wrongful restraint

342 - Punishment for wrongful confinement

343 - Wrongful confinement for three or more days

344 - Wrongful confinement for ten or more days

345 - Wrongful confinement of person for whose liberation writ has been issued

346 - Wrongful confinement in secret

347 - Wrongful confinement to extort property, or constrain to illegal act

348 - Wrongful confinement to extort confession, or compel restoration of property

349 - Force

350 - Criminal force

351 - Assault

352 - Punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation

353 - Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty

354 - Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty, 354A - Sexual Harassment and punishment for sexual harassment, 354B - Assault or use of Criminal force to woman with intent to disrobe, 354C - Voyeurism, 354D - Stalking

355 - Assault or criminal force with intent to dishonour person, otherwise than on grave provocation

356 - Assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person

357 - Assault or criminal force in attempt wrongfully to confine a person

358 - Assault or criminal force on grave provocation

359 - Kidnapping

360 - Kidnapping from India

361 - Kidnapping from lawful guardianship

362 - Abduction

363 - Punishment for kidnapping, 363A - Kidnapping or maiming a minor for purposes of begging

364 - Kidnapping or abducting in order to murder, 364A - Kidnapping for ransom, etc.

365 - Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person

366 - Kidnapping, abducting or inducing woman to compel her marriage, etc., 366A - Procuration of minor girl, 366B - Importation of girl from foreign country

367 - Kidnapping or abducting in order to subject person to grievous hurt, slavery, etc.

368 - Wrongfully concealing or keeping in confinement, kidnapped or abducted person

369 - Kidnapping or abducting child under ten years with intent to steal from its person

370 - Buying or disposing of any person as slave, 370A - Exploitation of a trafficked person

371 - Habitual dealing in slave

372 - Selling minor for purposes of prostitution, etc.

373 - Buying minor for purposes of prostitution, etc.

374 - Unlawful compulsory labour

375 -Rape

376 - Punishment for rape, 376A - Punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim, 376B - Sexual Intercourse by a man with his wife during separation, 376C - Sexual Intercourse by a person in authority, 376D - Gang Rape, Intercourse by any member of the management or staff of a hospital with any woman in that hospital, 376E - Punishment for repeat offenders

377 - Unnatural offences

Offences Against Property

378 - Theft

379 - Punishment for theft.—Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

380 - Theft in dwelling house, etc,

381 -Theft by clerk or servant of property in possession of master

382 - Theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to the committing of the theft

383 - Extortion

384 - Punishment for extortion

385 - Putting person in fear of injury in order to commit extortion

386 - Extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt

387 - Putting person in fear of death or of grievous hurt, in order to commit extortion

388 - Extortion by threat of accusation of an offence punishable with death or imprisonment for life, etc.

389 - Putting person in fear of accusation of offence, in order to commit extortion

390 - Robbery, burglary

391 - Dacoity

392 - Punishment for robbery

393 - Attempt to commit robbery

394 - Voluntarily causing hurt in committing robbery

395 - Punishment for Dacoity

396 - Dacoity with murder

397 - Robbery, or dacoity, with attempt to cause death or grievous hurt

398 - Attempt to commit robbery or dacoity when armed with deadly weapon

399 - Making preparation to commit dacoity

400 - Punishment for belonging to gang of dacoits

401 - Punishment for belonging to gang of thieves

402 - Assembling for purpose of committing dacoity

403 - Dishonest misappropriation of property

404 - Dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death

405 - Criminal breach of trust

406 - Punishment for criminal breach of trust

407 - Criminal breach of trust by carrier, etc.

408 - Criminal breach of trust by clerk or servant

409 - Criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent

410 - Stolen Property

411 - Dishonestly receiving stolen property

412 - Dishonestly receiving property stolen in the commission of a dacoity

413 - Habitually dealing in stolen property, occupant of illegal goods

414 - Assisting in concealment of stolen property

415 - Cheating

416 - Cheating by personation

417 - Punishment for cheating

418 - Cheating with know ledge that wrongful loss may ensue to person whose interest offender is bound to protect

419 - Punishment for cheating by personation

420 - Cheating and dishonestly inducing delivery of property

421 - Dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors

422 - Dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditors

423 - Dishonest or fraudulent execution of deed of transfer containing false statement of consideration

424 - Dishonest-or fraudulent removal or concealment of property

425 - Mischief

426 - Punished for mischief

427 - Mischief causing damage to the amount of fifty rupees

428 - Mischief by killing or maiming animal of the value of ten rupees

429 - Mischief by killing or maiming cattle, etc., of any value or any animal of the value of fifty rupees

430 - Mischiefbyinjurytoworksofirrigationorbywrongfullydivertingwater

431 - Mischief by injury to public road, bridge, river or channel

432 - Mischief by causing inundation or obstruction to public drainage attended with damage

433 - Mischief by destroying, moving or rendering less useful a light-house or sea-mark

434 - Mischief by destroying or moving, etc., a land- mark fixed by public authority

435 - Mischief by destroying or moving, etc., a land- mark fixed by public authority Mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage to amount of one hundred or (in case of agricultural produce) ten rupees

436 - Mischief by fire or explosive substance with intent to destroy house, etc.

437 - Mischief with intent to destroy or make unsafe a decked vessel or one of twenty tons burden

438 - Punishment for the mi schief described in section 43 7 committed by fire or explosive substance

439 - Punishment for intentionally running vessel agground or ashore with intent to commit theft, etc.

440 - Mischief committed after preparation made for causing death or hurt

441 - Criminal trespass

442 - House trespass or, for able ocupation for use

443 - Lurking house-trespass

444 - Lurking house-trespass by night

445 - Housing breaking

446 - House-breaking by night

447 - Punishment for criminal trespass

448 - Punishment for house-trespass

449 - House-trespass in order to commit offence punishable with death

450 - House-trespass in order to commit offence punishable with imprisonment for life

451 - House-trespass in order to commit offence punishable with imprisonment

452 - House-trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint

453 - Punishment for lurking house-trespass or house-breaking

454 - Lurking house-trespass or house-breaking in order to commit offence punishable wir imprisonment

455 - Lurking house-trespass or house-breaking after preparation for hurt, assault or wrongful restraint

456 - Punishment for lurking house-trespass or house-breaking by night

457 - Lurking house trespass or house-breaking by night in order to commit offence punishable with imprisonment

458 - Lurking house-trespass or house-breaking by night after preparation for hurt, assault, or wrongful restraint

459 - Grievous hurt caused whilst committing lurking house trespass or house-breaking

460 - All persons jointly concerned in lurking house-trespass or house-breaking by night punishable where death or grievous hurt caused by one of them

461 -Dishonestly breaking open receptacle contain

462 - Punishment for same offence when committed by person entrusted with custody

Offences relating to Documents and Property Marks

463 - Forgery also runs with section 468 for cheating

464 - Making a false document

465 - Punishment for forgery

466 - Forgery of record of court or of public register, etc.

467 - Forgery of valuable security, will, etc.

468 - Forgery for purpose of cheating

469 - Forgery for purpose of harming reputation

470 - Forged document or electronic record

471 - Using as genuine a forged document or electronic record

472 - Making or possessing counterfeit seal, etc., with intent to commit forgery punishable under section 467

473 - Making or possessing counterfeit seal, etc., with intent to commit forgery punishable otherwise

474 - Having possession of document described in Section 466 or 467, knowing it to be forged and intending to use it as genuine

475 - Counterfeiting device or mark used for authenticating documents described in Section 467, or possessing counterfeit marked material

476 - Counterfeiting device or mark used for authenticating documents or electronic record other than those described in Section 467, or possessing counterfeit marked material

477 - Fraudulent cancellation, destruction, etc., of will, authority to adopt, or valuable security, 477A-Falsification of accounts

478 - *Omitted*

479 - Property mark

480 - *Omitted*

481 - Using a false property mark

482 - Punishment for using a false property mark

483 - Counterfeiting a property mark used by another

484 - Counterfeiting a mark used by a public servant

485 - Making or possession of any instrument for counterfeiting a property mark

486 - Selling goods marked with a counterfeit property mark

487 - Making a false mark upon any receptacle containing goods

488 - Punishment for making use of any such false mark

489 - Tempering with property mark with intent to cause injury, 489A - Counterfeiting currency-, notes or bank-notes, 489B - Using as genuine, forged or counterfeit currency-notes or bank-notes, 489C - Possession of forged or counterfeit currency-notes or bank-notes, 489D - Making or possessing instruments or materials for forging or counterfeiting currency-notes or bank-notes, 489] - Making or using documents resembling currency-notes or banknotes

Criminal Breach of Contracts of Service

490 -*Repealed*

491 - Breach of contract to attend on and supply wants of helpless person, particularly daily huminities

492 - *Repealed*

Offences Relating to Marriage

493 - Cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage

494 - Marrying again during lifetime of husband or wife

495 - Same offence with concealment of former marriage from person with whom subseque-marriage is contracted

496 - Marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage

497 - Adultery

498 - Enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman

Cruelty by Husband

498 A - Husband of a woman subjecting her to cruelty

Defamation

499 - Defamation

500 - Punishment for defamation

501 - Printing or engraving matter known to be defamatory

502 - Sale of printed or engraved substance containing defamatory matter

Criminal intimidation, Insult and Annoyance

503 - Criminal intimidation, threat coercion

504 - Intentional insult with intent to provoke breach of the peace

505 - Statements conducing to public mischief

506 - Punishment for criminal intimidation

507 - Criminal intimidation by an anonymous communication

508 - Act caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of the Divine displeasure

509 - Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman

510 - Misconduct in public by a drunken person

Attempts to Commit Offences

511 - Pum shment for attempting to commit offences,punishable with imprisonment for life or other implementations or, imprisonment with five.

All offences under the Indian Penal code shall be investigated inquired into, tried and otherwise death with according to the provisions of law.

CRPC-A QUICK GLANCE

CRPC ACT was enacted in 1973 and came into force on 1 April 1974. Chapters.

1. Short title, extent and commencement
2. Definitions.
3. Construction of references.
4. Trial of offences under the Indian Penal Code and other laws
5. Saving.
6. Classes of Criminal Courts.
7. Territorial divisions. (based on political and administrative divisions)
8. Metropolitan areas.
9. Court of Session. (where serve criminal cases are tried continuously)
10. Subordination of assistant Sessions Judges.
11. Courts of Judicial Magistrates.
12. Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate, etc.
13. Special Judicial Magistrates.
14. LocalJurisdiction of JudicialMagistrates.
15. Subordination of Judicial Magistrates,
16. Courts of Metropolitan Magistrates.
17. Chief Metropolitan Magistrate and Additional Chief Metropolitan Magistrate
18. Special Metropolitan Magistrates.
19. Subordination of Metropolitan Magistrates.
20. Executive Magistrates.
21. Special Executive Magistrates.
22. Ixjcal Jurisdiction of Executive Magistrates.
23. Subordination of Executive Magistrates.
24. Public Prosecutors.
25. Assistant Public Prosecutors. 2s A. Directorate of Prosecntion.

26. Courts by which offences are triable.
27. Jurisdiction in the case of juveniles.
28. Sentences which High Courts and Sessions Judges may pass.
29. Sentences, which Magistrates may pass.
30. Sentence of imprisonment in default of line.
31. Sentence in cases of conviction of several offences at one trial.
32. Mode of conferring powers.
33. Pouers of officers appointed.
34. Withdrawal of Powers.
35. Powers of Judge and Magistrates exercisabJe by their successors-sin-office,
36. Powers of superior officers of police.
37. Public when to assist Magistrates and police.
38. Aid to person other than police officer, executing warrant.
39. Public to give information of certain offences.
40. Duty of officers employed in connection with the affairs of a viliage to make certain report.
41. When police may arrest without warrant.
42. Arrest on refusal to give name and residence.
43. Arrest by private person and procedure on such arrest.
44. Arrests by Magistrate.
45. Protection of members of the ArmedForces from arrest.
46. Arrest how made.
47. Search of place entered by person sought to be arrested.
48. Pursuit of offenders into other jurisdictions.
49. No unnecessary restraint beyond sanctionable limit.
50. Person an'ested to be informedof grounds of arrest and of right to bail.
50A. Obligation of person making arrest to inform about the arrest, etc. to a nominated person.

51. Search of arrested persons.

52. Power to seize offensive weapons.

53. Examination of accused by medical practitioner at the request of police officer. 53A. Examination of person accused of rape by medical practitioner.

54. Examination of arrested person by medical practitioner at the request of the arrested person. 54A. Identification of person arrested

55. Procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant

56. Person arrested to be taken before Magistrate or officer in charge of police station.

57. Person arrested not to be detained more than twenty-four hours.

58. Police to report apprehensions.

59. Discharge of person apprehended.

60. Powers, on escape, to pursue and re-take.

61. Form of summons.

62. Summons how served.

63. Sen-ice of summons on corporate bodies and societies,

64. Service when persons summoned cannot be found.

65. Procedure when service cannot be effected as before provided.

66. Service on Government sen-ant.

67. Service of summons outside local limits.

68. Proof of sendee in such eases and when sen-ing officer not present.

69. Service of summons on witness by post.

70. Form of warrant of arrest and duration.

71. Power to direct security to be taken.

72. Warrants to whom directed with specific direction.

73. Warrant may be directed to stay persona,

74. Warrant directed to police officer.

75. Notification of substance of warrant.

76. Person arrested to be brought before court without delay.
77. Where warrant may be executed with subsequent help.
78. Warrant forwarded for execution outside jurisdictions.
79. Warrant directed to police officer for execution outside junsdiction.
80. Procedure of arrest of person against whom warrant issued.
81. Procedure by Magistrate before whom such person arrested is brought.
82. Proclamation for person absconding.
83. Attachment of property of person absconding,
84. Claims and objections to attachment.
85. Release, sale and restoration of attached property.
86. Appeal from order rejecting application for restoration of attached property.
87. Issue of warrant in lieu of, or in addition to, summons.
88. Power to take bond for appearance.
89. Arrest on breach of bond for appearance.
90. Provisions of this Chapter generally applicable to summons and warrants of arrest
91. Summons to produce document or other thing.
92. Produce as to letters and telegrams.
93. When search warrant may he issued, under order of Magistrate.
94. Search of place suspected to contain stolen property, forged, documents, etc.
95. Power to declare certain publications forfeited and to issue search warrants for the same.
96. Application to High Court to set aside declaration of forfeiture.
97. Search for persons wronafullv confined.
98. Power to compel restoration of abducted females.
99. Direction, etc..of search warrants.
100. Persons in charge of closed place to allow search.
101. Disposal of things found in search beyond jurisdiction.

102. Power of police officer to seize certain property.
103. Magistrate may direct search in his presence.
104. Power to impound document, etc., produced.
105. Reciprocal arrangements regarding processes.
105A. CHAPTER II-A
105B. Assistance in securing transfer of persons
105C. Assistance in relation to orders of attachment or forfeiture of property.
105D. Identifying unlawfully acquired property.
105E. Seizure or attachment of property
105F. Management of properties sei zed or forfeited under this Chapter.
105G. Notice of forfeiture of property.
105H. Forfeiture of property in certain cases
1051. Fine in lieu of forfeiture, may be passed by judicial Magistrate.
105J. Certain transfers to be null and void.
105K. Procedure in respect of letter of request.
105L. Application of this Chapter.
106. Security for keeping the peace on conviction
107. Security for keeping the peace in other cases.
108. Security for good behaviour from persons disseminating seditious matters.
109. Security for good behaviour from suspected persons,
110. Security for good behaviour from habitual offenders.
111. Order to be made.
112. Procedure in respect of person present in court.
113. Summons or warrant in case of person not so present.
114. Copy of order to accompany summons or warrant.
115. Power to dispense with personal attendance.
116. Inquiry as to truth of information.

117. Order to give security.
118. Discharge of person informed against.
119. Commencement of period for which security is required.
120. Contents of bond.
121. Power to reject sureties.
122. Imprisonment in default of security.
123. Power to release persons imprisoned for failing to give security.
124. Security for unexpired period of bond.
125. Order for maintenance of wives, children and parents.
126. Procedure.
127. A'.:era:ion in allowance.
128. Enforcement of order of maintenance.
129. Dispersal of assembly by use of civil force.
130. Use of armed forces to disperse assembly.
131. Power of certain armed force officers to disperse assembly.
132. Protection against prosecution for acts done under preceding sections.
133. Conditional order for removal of nuisance.
134. Sen-ice or notification of order.
135. Person to whom order is addressed to obey or show cause.
136. Consequences of his failing to do so.
137. Procedure where existence of public right is denied.
138. Procedure where he appears to show cause.
139. Power of Mag: s::a:e to direct local investigation, examination, and examination of an expert.
140. Power of Magistrate to furnish written instructions, etc. or, local investigation.
141. Procedure on order being made absolute and consequences ol disobedience.
142. Injunction pending inquiry.

143. Magistrate may prohibit repetition or continuance of public nuisance.
144. Power to issue order in urgent, cases of nuisance or apprehended danger.
144A. Power to prohibit carrying arms in procession or mass drill or mass training with arms.
145. Procedure where dispute concerning land or water is likely to cause breach of peace.
146. Power to attach subject of dispute and to appoint receiver.
147. Dispute concerning right of use of land or water.
148. Local inquiry.
149. Police to prevent cognizable offences.
150. Information of design to commit cognizable offences.
151. Arrest to prevent the commission of cognizable offences.
152. Prevention of injury to public property.
153. Inspection of weights and measures.
154. Information in cognizable cases.
155. Information as to non-cognizable cases and investigation of such cases.
156. Police officer's power to investigate cognizable cases.
157. Procedure for investigations.
158. Report how submitted.
159. Power to hold investigation or preliminary inquiry.
160. Police Officer's power to require attendance of witnesses.
161. Examination of witnesses by police.
162. Statements to police not to be signed: Use of statements in evidence.
163: No inducement to be offered.
164. Recording of confessions and statements. 164A. Medical examination of the victim of rape.
165. Searchbypoliceofficer, under search warrant.
166. When officer in charge of police station may require another to issue search warrant.

166A. Letter of request to competent authority for investigation in a country or place outsi India.

166B. Letter of request from a country or place outside India to a court or an authority for investigation in India.

167. Procedure when investigation cannot be completed in twenty-four hours.

168. Report of investigation by subordinate police officer.

169. Release of accused when evidence deficient.

170. Cases to be sent to Magistrate when evidence is sufficient.

171. Complainant and witnesses not to be required to accompany police officer and not to be subject to restraint.

172. Diary of proceeding in investigation,

173. Report of police officeron completion of investigation,

174. Police to inquire and report on suicide, etc.

175. Power to summon persons.

176. Inquiry by Magistrate into cause of death.

177. Ordinary' place of inquiry- and trial.

178. Place of inquiry or trial.

179. Offence triable where act is done or consequence ensues.

180. Place of trial w here act is an offence by reason of relation to other offence.

181. Place of trial in case of certain offences. Where act is committed.

182. Oftences cerr.mined by letters, etc.

183. Offence committed on journey or voyage.

184. Place of trial for offences tnable together.

185. Power to order cases to be tried in different sessions divisions.

186. High Court to decide, in ease of doubt, district v. here inquiry or trial shall take place.

187. Power to issue summons or warrant for offence committed beyond local jurisdiction.

188. Offence committed outside India.

189. Receipt of evidence relating to offences committed outside India.

190. Cognizance of offences by Magistrates.

191. Transfer on application of the accused.

192. Making over of cases to Magistrates.

193. Cognizance of offences by Courts of Session.

194. Additional and Assistant Sessions Judges to try cases made over to them.

195. Prosecution for contempt of lawful authority of public sen ants, for offences against public justice and for offences relating to documents given in evidence.

196. Prosecution for offences against the State and for criminal conspiracy to commit such offence.

197. Prosecution of Judges and public servants.

198. Prosecution for offences against marriage.

198A. Prosecution of offences under section 498 A of the Indian PenaJ Code.

199. Prosecution for defamation.

200. Examination of complainant.

201. Procedure by Magistrate not competent to take cognizance of the ease.

202. Postponement of issue of process.

203. Dismissal of complaint.

204. Issue of processed.

205. Magistrate may dispense with personal attendance of accused.

206. Special summons in cases of petty offence.

207. Supply to the accused of copy of police report and other documents.

208. Supply of copies of statements and documents to accused in other cases triable by court of Session.

209. Commitment of case to Court of Session when offence is triable exclusively by it.

210. Procedure to be followed when there is a complaint ease and police investigation in respect of the same offence.

211. Contents of charge, details of place of occurance.

212. Particulars as to time, place and person.

213. When manner of committing offence must be stated.

214. Words in charge taken in sense of law under which offence is punishable.

215. Effect of errors.

216. Court may alter charge.

217. Recall of witnesses when charge altered.

218. Separate charges for distinct offences.

219. Three offences of same kind within year may be charged together.

220. Trial for more than one offence.

221. Where it i s doubtful what offence has been committed.

222. When of fence proved included in of fence charged.

223. What persons may be charged jointly.

224. Withdraw al of remaining charges on conviction, on one of several charges.

225. Trial to be conducted by Public Prosecutor.

226. Opening case for prosecution.

227. Discharge.

228. Framing of charge.

229. Conviction on plea of guilty.

230. Date prosecution evidence.

231. Evidence for prosecution.

232. Acquittal.

233. Entering upon defence.

234. Arguments.

235. Judgment of acquittal or conviction.

236. Previous conviction.

237. Procedure in cases instttuied under section 199 (2).

238. Compliance with section 207.

239. When accused shall be discharged.

240. Framing of charge.

241. Conviction on plea of guilty.

242. Evidence for prosecution.

243. Evidence for defence.

244. Evidence for prosecution.

245. When accused shall be discharged.

246. Procedure where accused is not discharged.

247. Evidence for defence.

248. Acquittal or conviction.

249. Absence of complainant.

250. Compensation for accusation without reasonable cause.

251. Substance of accusation to be stated.

252. Conviction on plea of guilty.

253. Conviction on plea of guilty in absence of accused in petty cases.

254. Procedure when not convicted.

255. Acquittal or Conviction.

256. Non-appearance or death of complainant.

257. Withdrawal of complaint.

258. Power to stop proceedings in certain cases.

259. Power of court to convert summons-cases into warrant cases.

260. Power to try summarily.

261. Summary trial by Magistrate of the second class.

262. Procedure for summary trials.

263. Record in summary trials.

264. Judgment in cases tried summarily.

265. Language of record andjudgment.

265 A. Application of the Chapter.

265 B. Application for plea bargaining.

265C. Guidelines for muturally satisfactory disposition.

265D. Report of the mutually satisfactory disposition to be submitted before the Court.

265E. Disposal of the case.

265F. Judgment of the Court.

265G. Finality of the judgment.

265H. Power of the Court in plea bargaining.

265I. Period of detention undergone by the accused to be set off against the sentence imprisonment.

265J. Savings.

265K. Statements of accused not to be used.

265L. Non-application of the Chapter.

266. Definitions.

267. Power to require attendance of prisoners.

268. Power of State Government to exclude certain persons from operation of section 267.

269. Officer in charge of prison to abstain from carrying out order in certain contingencies.

270. Prisoner to he brought to court in custody.

271. Power to issue commission for examination of witness in prison.

272. Language of Courts.

273. Evidence to be taken in presence of accused.

274. Record in summons cases and inquiries.

275. Record in warrant oases.

276. Record in trial before Court of Session.

277. Language of record of evidence.

278. Procedure in regard to such evidence when completed.
279. Interpretation of evidence to accused or his pleader.
280. Remarks respecting demeanour of witness.
281. Record of examination of accused.
282. Interpreter to be bound to interpret truthfully.
283. Record in High Court.
284. When attendance of witness may be dispensed with and commission issued.
285. Commission to whom to be issued.
286. Execution of commissions.
287. Parties may examine witnesses.
288. Return of commissions.
289. Adjournment of proceeding.
290. Execution of foreign Commissions.
291. Deposition of medical witness.
291A. Identification report of Magistrate.
292. Evidence of officers of the Mint.
293. Reports of certain Government scientific experts.
294. No formal proof of certain documents.
295. Affidavit in proof of conduct of public servants.
296. Evidence of formal character on affidavit.
297. Authorities before whom affidavits maybe sworn.
298. Previous conviction of acquittal how proved.
299. Recordof evidence in absence of accused.
300. Person once convicted or acquitted not to be tried for same offence.

KeyWords

Adjudication-The process by which a court arrives at a final decision in a case.

Arraignment-An appearance in court prior to trial in a criminal proceeding.

Crime-A violation of a criminal law.

Criminal Justice-The process of achieving justice through the application of the criminal law and through the workings of the criminal justice system Also, the study of the field of criminal justice.

Criminal Justice System-The collection of all the agencies that perform criminal justice functions, whether these are operations or administration or technical support. The basic divisions of the criminal justice system are police, courts, and corrections.

Crime Index-An annual statistical tally of major crimes known to law enforcement agencies.

Crime Rate-The number of major crimes reported for each unit of population.

Corrections-All the various aspects of the pre-trial and post-conviction management of individuals accused or convicted of crimes.

Correctional Clients-Prison inmates, probationers, parolees, offenders assigned to alternative sentencing programs, and those held injails.

Felony-A serious criminal offense; special one punishable by death or by incarceration in a prison facility for more than a year.

Infraction-A minor violation of state statute or local ordinance punishable by a fine or other penalty, but not incarceration, or by a specified, usually very short term of incarceration.

Institutional Corrections-That aspect of the correctional enterprise that involves the incarceration and rehabilitation of adults and juveniles convicted of offenses against the law, and the confinement of persons suspected of a crime awaiting trial and adjudication.

Misdemeanour-A relatively minor violation of the criminal law, such as petty theft or simple assault, punishable by confinement for one year or less

Non institutional corrections (Also Community Corrections)

That aspect of the correctional enterprise that includes pardon, probation, and parole activities, correctional administration not directly connectable to institutions, and miscellaneous [activities] not directly related to institutional care.

Property Crime-Burglary, larceny, theft, motor vehicle theft.

Prison-A state or federal confinement facility that has custodial authority over adults sentenced to confinement.

Violent Crime-Interpersonal crime that involves the use offeree by offenders,or resultslrrinjury or death to victims, which is acute co-ercive in nature.

NOTES